Contents

আল কোরআনের নসিহৎ

আবুল মনসুর আহমদ

আল কোরআনের নসিহৎ

আবুল মনসুর আহমদ

আহমদ পাবলিশিং হাউস

www.waytojannah.com

Contents

প্রকাশক
মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৭ জিন্দাবাহার ১ম লেন, ঢাকা-১১০০।

এ. পি. এইচ. প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪০৫/জানুয়ারী ১৯৯৯

প্রচ্ছদ
সরদার জয়নুল আবেদীন

ISBN. 984—11—0463-7

মূল্য
ষাট টাকা মাত্র

মুদ্রণে
মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭ জিন্দাবাহার ১ম লেন, ঢাকা-১১০০।

www.waytojannah.com

॥ উপক্রমনিক ॥

উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ আর আমাদের মাঝে নেই। রয়ে গেছে তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি সমূহ। তিনি একজন সার্থক সাংবাদিক ও সম্পাদক হিসাবে অবিভক্ত বাংলার তিনটি সুপ্রসিদ্ধ দৈনিকের সম্পাদনাই ক'রেন নাই তিনি জাতিকে অনেক সার্থক সাংবাদিকও সৃষ্টি করে যান। মরহুম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, কবি আহসান হাবিব, রশিদ করীম, কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, খোন্দকার আব্দুল হামিদ, কে. জি. মুস্তাফা, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, মোহাম্মদ মোদাব্বের, রোকনুজ্জামান খান প্রমুখ সাংবাদিক ব্যক্তিত্ব তাঁর সঙ্গে ইত্তেহাদ ও অন্যান্য পত্রিকার কাজ করেছেন। সাহিত্যের সবচেয়ে দুরূহ অংশে তিনি অবিস্মরণীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বস্তুতঃ ব্যঙ্গ সাহিত্যে তাঁর সমকক্ষ লেখা উভয় বাংলাতে আগেও ছিল না এখনও নেই। জীবন ক্ষুধা ও আবেহায়াত নামের দু'টি উপন্যাস ও সত্যমিথ্যা নামক মনস্তাত্বিক উপন্যাস সার্থক সৃষ্টি বলে বাংলা সাহিত্যের পণ্ডিতরা স্বীকৃতি দিয়েছেন। রাজনীতিতে তিনি সর্বদা জনগণের সঙ্গে ছিলেন। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ আত্মকথা ও আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছরে তিনি এদেশের সংগ্রামী ইতিহাসের আদ্যোপান্ত ছাপার হরফে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য দিয়ে গেছেন। তাঁর রচিত বাংলাদেশের কালচার আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য জানতে আগ্রহীদের জন্য অবশ্য পাঠ্য। কেন আমরা বারবার ভেঙ্গে যাই তবু মোচড়াইনা এর বাস্তবমুখি ইতিহাস এই তিনটি বইয়ে জানা যায়।

আবুল মনসুর আহমদের অপর বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর আল কোরআনের নসিহৎ বইটি। বহুদিন পরে আহমদ পাবলিশিং হাউস-এর স্বত্বাধিকারী মহিউদ্দিন আহমদ সাহেবের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মেছবাহউদ্দীন আহমদ বইটি ছাপার দায়িত্ব নিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ধর্মহীনতার এই ডামাডোলে ধর্মের কোন গন্ধ পেলেই প্রকাশকরা পিছিয়ে পড়তে চান। আবুল মনসুর আহমদ ছোট বেলায় খৃস্টান মিশনারীদের হাতে ছোট ছোট বই দেখতেন 'লুক লিখিত সুসমাচার' জাতীয়। এতে ইস্যুভিত্তিক বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি থাকতো যা সহজ ও দ্রুত পঠনে উপযোগী হওয়ায় অনেকেই পড়তো এবং সহজেই বুঝতো। এ দেশে মিশনারীদের খৃস্টান ধর্ম প্রচারের মূলে ছিল এসব সহজ পাঠ্য বই। আবুল মনসুরের মাথায় ঢুকলো কোরআন শরীফের বড় বড় বক্তব্যের সারমর্ম তুলে ধরে মুসলমানদের তাঁদের ধর্মগ্রন্থের বক্তব্যগুলির সঙ্গে পরিচিত করা যাক না কেন। যারা অনেক ব্যাপারে কোরআনের অনুশাসন সম্পর্কে জানতে চান তাদের পক্ষে বিশাল আকারের কোন পুস্তক থেকে ঐ বিশেষ বক্তব্যটি খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। ঐ সব অনু-

সন্নিতসু পাঠকের কাজ সহজসাধ্য করার উদ্দেশ্যেই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি রচনায় লেখক আগ্রহী হন। চরিত্র, সত্যবলা, মিথ্যা, আমানতের খেয়ানত, বদনাম করা, গুণের স্বীকৃতি দেয়া, মানুষের উপকার করা, অপকার, নেতৃত্ব, দায়িত্ব জাতীয় অনেক ব্যাপারেই কোরআন শরীফের কোন্ জায়গায় কি বলা আছে সেটা সহজেই হাতে পাওয়া যাবে এ ছোট্ট বইটি ভালভাবে পড়লে।

৬১নং ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা
রোড ৬/এ, ঢাকা।

মহবুব আলাম
৩১/১২/৯৮

www.waytojannah.com

Contents

প্রথম ভাগ

ধর্ম জীবন

প্রথম অধ্যায়	:	সৃষ্টিকর্তা-খালেক	১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	সৃষ্টজীব-মখলুকাত	১৬
তৃতীয় অধ্যায়	:	মানুষ-ইনসান	১৯
চতুর্থ অধ্যায়	:	জীবন-মৃত্যু —হায়াত-মউত	২২
পঞ্চম অধ্যায়	:	পরকাল — আখেরাত	২৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	ধর্ম-দীন্	২৮
সপ্তম অধ্যায়	:	ধর্মগ্রন্থ—কিতাব	৩১
অষ্টম অধ্যায়	:	নবী-রসূল	৩৫
নবম অধ্যায়	:	ফেরেশতা—মালাক	৩৮
দশম অধ্যায়	:	বেহেশ্‌ত—দুযখ	৪১
একাদশ অধ্যায়	:	বিচারের দিন—কিয়ামত	৪৪
দ্বাদশ অধ্যায়	:	উপাসনা—এবাদত	৪৬
ত্রয়োদশ অধ্যায়	:	তকদির ও আমল	৪৯
চতুর্দশ অধ্যায়	:	শয়তান ও ওয়াছওয়াছা	৫২

দ্বিতীয় ভাগ

সংসার জীবন

প্রথম অধ্যায়	:	মা-বাপ	৫৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	স্বামী-স্ত্রী	৫৯
তৃতীয় অধ্যায়	:	তালাক	৬১
চতুর্থ অধ্যায়	:	এতিম	৬৩
পঞ্চম অধ্যায়	:	ধন-দওলত	৬৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	পোশাক-পাতি	৬৭
সপ্তম অধ্যায়	:	মিতব্যয় ও অপব্যয়	৬৮
অষ্টম অধ্যায়	:	বখিলি ও সাখাওয়াতি	৬৯
নবম অধ্যায়	:	লোভ ও সবুর	৭১
দশম অধ্যায়	:	অধ্যবসায়—জদ্দ-জেহাদ	৭৩
একাদশ অধ্যায়	:	বিনয় ও অহংকার—আজিযিও তুকাব্বরি	৭৪
দ্বাদশ অধ্যায়	:	সততা ও ভণ্ডামি— ইমানদারি ও মুনাফেকি	৭৬
ত্রয়োদশ অধ্যায়	:	অনুতাপ—তওবা	৭৮
চতুর্দশ অধ্যায়	:	হালাল-হারাম	৮১

www.waytojannah.com

তৃতীয় ভাগ

সমাজ জীবন

প্রথম অধ্যায়	:	সাম্য-ভ্রাতৃত্ব—বরাবরি বেরাদরি	৮৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	আদব-কায়দা	৮৭
তৃতীয় অধ্যায়	:	ওয়াদা ও আমানত	৮৯
চতুর্থ অধ্যায়	:	ন্যায় বিচার—ইনসাফ	৯১
পঞ্চম অধ্যায়	:	যুদ্ধ ও শান্তি—লড়াই ও সালামত	৯৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	যালেম ও মযলুম	৯৫
সপ্তম অধ্যায়	:	অপরাধ ও শাস্তি—গুনাহ ও সাজা	৯৭
অষ্টম অধ্যায়	:	মাফ ও সবুর	৯৯
নবম অধ্যায়	:	তেজারতি	১০১
দশম অধ্যায়	:	দান-খয়রাত	১০৩
একাদশ অধ্যায়	:	পাঁচ মিশালী নসিহত	১০৫

আমার আরম্ভ

জনগণের ভাষায় জনগণকে কোরআন পড়াইবার শখ আমার অনেক দিনের। ছাত্র-জীবনের। শখটার জন্ম হয় খৃষ্টান মিশনারিরারে দেখিয়া। সে সময় বাইবেল সোসাইটি, ব্যাপটিস্ট মিশন ইত্যাদি মিশনারি প্রতিষ্ঠানের তরফ থনে ছাত্ররার মধ্যে বাইবেল বিতরণ করা হইত। অবশ্য যাকে-তাকে নয়। ভাল-ভাল ছাত্রকে। কলেজ ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন পরীক্ষায় যারা ভাল ফল করিতেন তাঁরারেই এই পুরস্কার দেওয়া হইত। আমিও বিভিন্ন সময়ে তিন-চার খানা পুরস্কার পাইয়াছিলাম। তার কয়েকখানা ছিল পুরা "হলি বাইবেল"। আর কয়েকখানা ছিল 'সিলেকশনস ফ্রম দি বাইবেল'। উভয় শ্রেণীর পুস্তকগুলি ছিল সুন্দর কাগজে পরিচ্ছন্ন ছাপা। মরক্কো চামড়ার নরম সুন্দর বাঁধাই। বইগুলি আমি সযত্নে রক্ষা করিতাম। সময় পাইলেই পড়িতাম। আমার প্রথম রিয়েকশন হইল বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা। কেন এঁরা এ ভাবে এই মুল্যবান ধর্মগ্রন্থ বিনামুল্যে বিতরণ করেন ভিন্ন-ধর্মী লোকের মধ্যে? নব্য যুবকের সাধারণ-জ্ঞানের একটা উত্তরও তখন মনে আসিয়াছিল। তার ফলে আমারও ইচ্ছা হয়: বাংলায় অন্ততঃ কোরআনের সিলেকশন বাহির করা দরকার। আরবীতে আমার জ্ঞান ছিল না। কাজেই আরবী বি. এ. অনার্স ও এম. এ. ক্লাসের সহপাঠিরার কাছে মনের কথাটা প্রকাশ করিলাম। প্রায় সকলেই বিস্ময়-সন্দেহে আমার দিকে তাকাইলেন। আমি এ সব কথা বলি কেন? দর্শনের ছাত্র বলিয়া বন্ধুরার মধ্যে, এমন কি অধ্যাপকরার মধ্যেও, আমার এ সময়ে অন্ততঃ এগনস্টিসিযমের একটা বদনাম ছিল। তাঁরার সন্দেহ-বিস্ময়ের কারণ ছিল তাই। কিন্তু মুখে তাঁরা বলিলেন: এ সব বড় কাজ। বড় বড় আলেম-পণ্ডিতরারই দায়িত্ব। এ সব বড় ব্যাপারে কথা বলার বা ভাবিবার অধিকার আমরার মত ছাত্ররার নাই।

আমি নিরাশ হইলাম। কিন্তু নিরুদ্যম হইলাম না। ঠিক করিলাম, কোরআনের ইংরাজি তর্জমা থনেই আমি নিজে একটা সিলেকশন রচনা করিব। ইংরাজি তর্জমায় কোরআন আমি তখন পড়িয়াছি মাত্র দুইটি। একটি রডওয়েলের অপরটি সেইলের। খৃষ্টানরার অনুবাদ নির্ভরযোগ্য নয়, বন্ধুরার এই যুক্তি আমি মানিয়া লইলাম। কিছুদিনের মধ্যেই লাহোরের মৌলভী মোহাম্মদ আলীর মুল আরবী সহ তর্জমাটি দেখিয়া পুলকিত হইলাম। ব্যয়সাধ্য হইলেও কিতাবটি কিনিয়া পড়িতে বসিলাম। নোট করিতেও শুরু করিলাম। সহপাঠিরা আবার ডর দেখাইলেন। কাদিয়ানীরার অনুবাদ

www.waytojannah.com

'নাসারাসে বদ্‌তর'। নিরুৎসাহ এবার পূর্ণ হইল। এ বিষয়ে আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না।

তারপর খিলাফত, কংগ্রেস, প্রজা আন্দোলনের ও সাংবাদিকতার ঝড়-তুফানে পড়িলাম। মুরুব্বিরার চাপে বিয়া-শাদি করিয়া ওকালতি পাশ করিলাম। প্র্যাক্‌টিস শুরু করিলাম। রীতিমত সংসারী হইলাম। ছাত্র-জীবনের আর দশজন তথাকথিত 'আদর্শবাদী' যুবকের বেলা যা ঘটিয়া থাকে, আমার বেলাও তাই হইল। বিষয়ীর ভাষায় যাকে বলা হয় জীবন সংগ্রাম, আমিও সেই 'সংগ্রামে' অবতীর্ণ হইলাম। ওকালতি ও সাংবাদিকতায়, এমনকি সাহিত্য চর্চায়ও, টাকা-কড়ির কথা না ভাবিয়া পারিলাম না। এক-টানা দশবছর ওকালতি ও রাজনীতিতে ডুবিয়া থাকিলাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে রাজনীতি হইতে কিছুটা আলগা হইয়া পড়ি। সাংবাদিকতায়ও মাঝে-মাঝে ভাংতি পড়ে। এই ফাঁকে কোরআনের সিলেক-শনের কথা মনে পড়ে। 'সওগাতে'র বন্ধুবর নাসিরুদ্দিন সাহেবের উৎসাহে ও অর্থ-সাহায্যে একটি সিলেকশন সংকলনও অনুবাদ করি। নাসিরুদ্দিন সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া ছাপা শুরু করেন। কিন্তু যুদ্ধের দরুন কাগজের আকাল দেখা দেয়। ছাপা মন্থর হইয়া পড়ে। আমি পাকিস্তান আন্দোলনে জড়াইয়া পড়ি। দেশ বাটোয়ারা হয়। নাসিরুদ্দিন সাহেব 'সওগাত' লইয়া ঢাকা চলিয়া আসেন। আমি 'ইত্তেহাদ' লইয়া কলিকাতায় থাকিয়া যাই। কয়েক বছর পরে ঢাকায় নাসিরুদ্দিন সাহেবের সাথে দেখা। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন, কলিকাতা হইতে ঢাকা আসার পথে বই-কাগজ-পত্র-ব্লকাদির সাথে আমার কোরআনের নসিয়তের পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত ফর্মাগুলিও হারাইয়া গিয়াছে। আরেকবার লেখা যায় কি না ? আমি তখন রাজনীতিতে খুব বেশী রকম জড়াইয়া পড়িয়াছি। গল্প-উপন্যাসের মত বিনাখাটুনির সাহিত্য লেখা ছাড়া আর কিছু লেখায় হাত দিবার ফুরসত নাই। কাজেই এখানেই ব্যাপারটা চাপা পড়িয়া যায়। খাটুনির সাহিত্য-কাজের আরেক অবসর আসে আইউব-শাহি আমলে রাজনীতি নিষিদ্ধ হইলে। এই সময় বন্ধুবর আবুল হাশিম সাহেব ইসলামিক একাডেমির ডিরেক্টর। তিনি তখন কোরআনে-করীমের বংগানু-বাদে হাত দিয়াছেন। একটি নির্ভরযোগ্য পূর্ণাংগ কোরআনের বংগানুবাদ প্রকাশের জন্য সুযোগ্য ও সর্বজন-শ্রদ্ধেয় কয়েকজন আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তি লইয়া একটি বোর্ড গঠন করিয়াছেন। কয়েক ছেপারা অনুবাদ করাইয়া ও ছাপাইয়া আমারে দেখাইলেন। আমি পড়িয়া খুশী হইলাম ও তারিফ করিলাম। আবুল হাশিম সাহেব তাঁর স্বাভাবিক মিঠা-কড়া ভাষায় আমার তারিফ প্রত্যাখ্যান করিয়া এবং কোরআনের ব্যাপারে আমার অধিকার ও যোগ্যতা

অস্বীকার করিয়া বলিলেন : 'আপনি যেটার যোগ্য, তারই দায়িত্ব দিতে আপনার কাছে আমার আসা। সে দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করুন।' তারপর তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সবল সরস ভাষায় অকাট্য যুক্তিতে যা বলিলেন তার সারমর্ম এই : একাডেমির অনুবাদটা বিশুদ্ধ, নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হইয়াছে, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। কিন্তু তাঁর মতে ওটা সহজবোধ্য হয় নাই, বড় বেশী পণ্ডিতী বাংলা হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম : 'আমরার গল্প-উপন্যাস-লেখকরার মত পশ্চিম বাংলার হালকা ভাষা ও কথ্য ক্রিয়াপদ না দিয়া বরঞ্চ আপনারা কোরআনের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।' জবাবে তিনি বলিলেন : "আমি নাটক-নভেলের হালকামি বা পশ্চিম বাংলার কথ্য ক্রিয়াপদের কথা বলিতেছি না। আমি বলিতেছি, পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগণের যবানী ভাষার কথা, আপনি যেটাকে বলেন 'ঢাকাইয়া বাংলা', আর আপনার সাহিত্যিক বন্ধুরা যাকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন 'ময়মনসিংহী ভাষা,' আমি সেই ভাষার কথাই বলিতেছি। আমার অনুরোধ, আপনি আমাদের বংগানুবাদ কুরআনে-করীমকে এই পূর্ববাংলার মুসলিম যবানী বাংলায় তর্জমা করুন। কিন্তু সাবধান আমাদের অনুবাদেই তর্জমা করিবেন, তার কোনও ইংরাজী বা বাংলা অনুবাদের অনুকরণ করিবেন না।"

আমি ইসলামিক একাডেমির অনুবাদ বোর্ডের মেম্বররার তালিকা দেখিয়া স্বীকার করিলাম, তাঁর সংগে আমি একমত। অতএব কথা ঠিক হইয়া গেল। আমি একাডেমির বঙ্গানুবাদকে যবানী বাংলায় তর্জমা করিতে শুরু করিলাম। কিন্তু আমরার উদ্যম ভণ্ডুল হইয়া গেল। হাশিম সাহেব হঠাৎ একদিন জানাইলেন, তিনি একাডেমি ত্যাগ করিতেছেন। অতএব তাঁর-দেওয়া আগের হুকুম বাতিল হইয়া গেল। আমি যেন সে আশায় কিছু না করি।

সে আশা আমি ছাড়িলাম। কিন্তু আশা আমারে ছাড়িল না। বহুদিনের ভুলিয়া-যাওয়া সেই সিলেকশনের কথা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। তাই শুরু করিলাম। কিন্তু তার মধ্যেও হাশিম সাহেবের উপদেশ-মত কাজ করিলাম। একাডেমির অনুবাদের উপর যথাসম্ভব নির্ভর করিয়া তর্জমা করিলাম। আমার পূর্ব-সিদ্ধান্ত মত ব্র্যাকেট কোনও শব্দ যোগ করিলাম না। পাঠক-মনের স্বাধীন চিন্তার রাস্তা খোলা রাখিলাম।

লেখাটা শেষ করিয়া বন্ধু-বান্ধবও প্রকাশকরার কাছে কথাটা ভাংগিলাম। ছাত্র-জীবনের মতই বন্ধু-বান্ধব ও প্রকাশকরা বিস্ময় ও অবিশ্বাস প্রকাশ করিলেন। তাঁরার চোখে-মুখেও সেই বিস্ময়ের জিজ্ঞাসা। 'অত লোক থাকিতে আপনে এ কাজে হাত দিলেন ? আপনার লেখার বিষয়ের কি অভাব হইল ?'

আমার সন্দেহ হইল, এটা ছাপার দায়িত্ব কোনও প্রকাশকই নিবেন না।

কাজেন তাঁহার দুইটা কথাই সত্য। আমার লেখার বিষয়ের মোটেই অভাব নাই, এটা যেমন সত্য, কোরআনের সিলেকশন ও অনুবাদে আমার কোনও অধিকার নাই, এটাও তেমনি সত্য। কিন্তু দেখিয়া আশান্বিত হইলাম যে একাধিক পাবলিশার এই বই প্রকাশে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখাইলেন যিনি, তাঁরেই একাজের দায়িত্ব দিলাম। কিন্তু তিনি আমার ধারণামত বাইবেলের আকারের পকেট সাইজের বই করা সম্ভব বা উচিত মনে করিলেন না। একাধিক কারণ দেখাইলেন। যথা : এয়ার পেপারের মত পাতলা কাগজ, তেমনভাবে ছাপার মেশিন ও কালি, তেমন করিয়া বাঁধাই করার সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদির অভাব। এ সব অসুবিধার কথার একটিও ফেলিয়া দিবার মত না। তবে তিনি এ আশ্বাস দিলেন যে আমার ইচ্ছামত পাঠকরা এ বই পকেটে-পকেটে না রাখিলেও আগ্রহী পাঠকরা এটা বিছানায় বা টেবিলে হাতের কাছেই রাখিবেন। আমার বাসনাও অগত্যা তাই। আমি কোরআন পড়াইতে চাই শিক্ষার লাগি। সওয়াবের লাগি তেলাওত করাইতে চাই না। সে কাজটা মুসল্লি-মুত্তাকি ধার্মিক মুসলমানরার লাগি। সে কাজ করিতে যে আদব-তমিয দেখাইতে ও অযু-গোসল করিতে হয়, আমার পাঠকরার লাগি তা সম্ভবও না, তার দরকার হইবে না। মূলতঃ এই কারণেই আমার এই সিলেকশন লেখা। আমরার দেশের গরিব-গোরবা ত বটেই, মধ্যবিত্ত বাপ-মা ও তাঁরার ছেলেমেয়েরা কার্যতঃ এতখানি পাক-সাফ থাকিতে পারেন না। এমনি নাপাক অবস্থায়ও যাতে তারা আল্লার সাথে কথা বলার মতই কালামুল্লার সাথেও আলাপ-আলোচনা করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই পুরা কোরআনের বদলে শুধু কোরআনের সিলেকশন বাহির করার আমার এই উদ্যোগ।

আমরার জনসাধারণের বিশ্বাস ও ধারণা এই যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং বৈষয়িক ব্যাপারের ঝামেলায় পশ্চিমা সভ্যজাতি, বিশেষত ইংরাজ মার্কিনীরা, একেবারেই অধার্মিক হইয়া গিয়াছে। আমার মত ও অভিজ্ঞতা তা নয়। তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে অধার্মিক হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু মনের দিক দিয়া তারা আমরার থনে অনেক বেশী ধার্মিক। তারার এই ধার্মিকতাও আমরার ইমানের থনে মযবুত ও খাঁটি। তার কারণ এই যে তারার প্রায় সকলেই নিয়মিত বাইবেল পড়িয়া থাকে। কথিত আছে মার্কিন মুল্লুকে প্রতি তৃতীয় বাড়ি একটি বাইবেল সোসাইটি। আমার স্বপ্ন, বাংলা দেশের ঘরে-ঘরে হোটেল হোস্টেলে এমনি ধরনের একটি করিয়া কোরআন সোসাইটি হউক।

ইমানদার মুসল্লি-মোত্তাকি মুসলমানরার কাছে, বিশেষত আলেম সমাজের খেদমতে, আমার একটি আরয : নিতান্ত গোড়া মোল্লা পরিবারের লোক হইয়াও আমি জীবন-ভর আলেম সমাজের নিন্দনীয় লেখাই বেশী লিখিয়াছি। তবু

তাঁরার অনেকেই আমারে মাফ করিয়াছেন আমার সাধু উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া। এবারও এই ধরনেরই একটা কাজে হাত দিয়াছি। তেমনি করিয়া সেই কথাই বলিতেছি। এবারও আশা করি আলেমরা আমারে মাফ করিবেন। আমার উদ্দেশ্য তাঁরার উদ্দেশ্য থনে একটু আলাদা। আশা করি, এটা তাঁরা বুঝিবেন।

আমি চাই বেইমান-ইমানদার মুসলমান-অমুসলমান-নির্বিশেষে সকলেই আল্ কোরআনের বক্তব্য পড়িয়া দেখুন। ভক্তি কারও মনে নাই জাগুক, একটু শ্রদ্ধা জাগিলেই আমার আশা পূর্ণ ও শ্রম সার্থক হইবে।

আয়াত সিলেকশন ভাল করিবার চেষ্টা আমি সাধ্যমত করিয়াছি। তবে এ বিষয়ে আমার লিয়াকত, ক্ষমতা ও যোগ্যতা অতি সীমিত। কাজেই সিলেকশন এর চেয়ে ভাল হইতে পারিত না, এমন দাবি আমি করি না।

অনুবাদ কাজে আমি যথাসম্ভব লফযে-লফযে তর্জমা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ ব্যাপারে মওলানা শাহ রফিউদ্দিন দেহলভীর তহ্তুল-লফয তর্জমার কোরআন থনেই আমি অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছি। ভাষা সহজ ও সরল রাখিয়া তহতুল-লফয তর্জমা খুবই কঠিন কাজ। তবু আমি সাধ্যমত তাই করিয়াছি। আমার থনে যোগ্য পণ্ডিত ব্যক্তিরা শুধু শব্দের অনুবাদ না করিয়া শব্দটার পূর্ণ অর্থ-জ্ঞাপক বাংলা শব্দ ব্র্যাকেটে যোগ করিয়াছেন। আরবী না-জানা পাঠকরার সুবিধার লাগিই তাঁরা অবশ্য তা করিয়াছেন। আমি তা করি নাই। আমার বিবেচনায় শব্দার্থ পরিষ্কার বুঝাইবার লাগি অতিরিক্ত বাংলা শব্দ ব্র্যাকেটে বসাইলে সেটা ব্যাখ্যা হয়, অনুবাদ হয় না; তফসির হয় তর্জমা হয় না। তাতে অনুবাদকের নিজের ব্যাখ্যা পাঠকের উপর চাপান হয়। প্রত্যেক পাঠকরে তাঁর নিজ ব্যাখ্যা থনে বিরত ও বঞ্চিত রাখা হয়। এ বিষয়ে ইসলামিক একাডেমি-অনুসৃত নীতি আমার খুব পছন্দ হইয়াছে।

এই পুস্তকের ভাষা ও বানান সম্পর্কে দুইটি কথা বলা দরকার। এর ভাষায় এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে যা জনগণের মুখে আছে, কিন্তু সাহিত্যে নাই। সাহিত্যে নাই মানে এখনকার সাহিত্যে নাই। আগেকার দিনের সাহিত্যে এই সব শব্দের অনেকগুলিই চালু ছিল। পুঁথি সাহিত্যে ত ছিলই; গ্রাম-বাংলার বহু কবি-সাহিত্যিকের পুস্তকেও ছিল। স্বয়ং ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরও প্রথম দিকের লেখায় এই সব শব্দ ও বাচনভংগি ব্যবহার করিয়াছেন। 'বাংগাল' ও 'ইতর জনের ভাষা' বলিয়া পরে পরিত্যাগ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ পদ্যে ত এসব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেনই, গদ্যেও ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ইদানিং তাঁর গদ্য লেখায় সে সব শব্দ আর দেখিতে পাই না। আমি নিজে ছেলেবেলা রবীন্দ্রনাথের গদ্য লেখায় 'তার বদে' ও 'আমারে' 'আমাদেরে' পড়িয়াছিলাম। তাঁর মৃত্যুর পর ইদানিং প্রকাশিত রচনাবলীতে ঐ সব শব্দের

www.waytojannah.com

জায়গায় 'তার পরে 'আমাকে' ও ঘোরতর ব্যাকরণ-বিরোধী 'আমাদেরকে' ছাপা দেখিতেছি।

আমরার বাংলাদেশী 'বাংগাল' সাহিত্যিকরাও চোখ বুঝিয়া তাঁরারই অনুকরণ করিয়া চলিয়াছেন। যতই অযৌক্তিক ও অব্যাকরণিক হউক তাঁরার দেশের জনগণের ভাষা ওটা হইতে পারে এবং জনগণের ভাষা হিসাবে কিতাবেও তার ব্যবহার চলিতে পারে। কিন্তু আমি যে জনগণের ভাষায় লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি, সেটা বাংগাল দেশের জনগণ। কাজেই তারার মুখের যবানই আমি ব্যবহার করিয়াছি।

তারপর বানানের কথা। আরবী ছে (সে), ছিন (সিন), ছোয়াদ (সোয়াদ) ও ইংরাজি এছ (এস্) এর বাংলা বর্ণান্তরকরণ লইয়া মতভেদ অনেক দিনের। কেউ 'ছ' আর কেউ 'স' দিয়া এটা করিয়াছেন। পুঁথি সাহিত্যে 'ছ' ই প্রচলিত ছিল। তারপর আধুনিক সাহিত্যিকরা 'স' ব্যবহার শুরু করেন। আরবী হরফের বর্ণান্তরকরণের প্রয়োজনীয়তা বেশী বলিয়াই মুসলমান লেখকরার মধ্যেই তর্কটা বেশী জোরালো হইয়া দেখা দেয়। মওলানা মনিরুজ্জামান ইছলামাবাদী ও মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রভৃতি আলেমগণ এবং প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ প্রভৃতি ইংরাজি-নবিসগণ 'ছ' ব্যবহার করেন। আমরা তৎকালীন 'আধুনিকরা' 'স' ব্যবহার করিতে থাকি। 'স'-ওয়ালারার যুক্তি এই যে 'স' র প্রকৃত উচ্চারণ ইংরাজি 'এস' এর মতই নরম। অথচ 'ছ' টায় উচ্চারণ কড়া। দুইটা কথার একটাও ঠিক না। সংস্কৃত ও হিন্দী ছাড়া এবং বাংলায় যুক্তবর্ণের মধ্যে ছাড়া, আর কোথাও 'স' র নরম উচ্চারণ হয় না। 'হস্ত' 'হস্তী' ইত্যাদি শব্দেই শুধু 'স' র কোমল উচ্চারণ। 'সফল' 'সমান', সংসার, 'সত্য' 'সন্দেশ' ইত্যাদি সদা-প্রচলিত কোনও শব্দেই 'স' র কোমল উচ্চারণ নাই। মানে জিভের আগায় উচ্চারিত হয় না। 'ছ' সম্বন্ধেও ঐ কথা। 'বাংগালরা' ত বটেই রাঢ়ীরাও তাঁরার সাধারণ কথাবার্তায় শব্দের প্রথম বর্ণ হিসাবে ছাড়া মধ্য বা অন্তের সর্বত্রই 'ছ' কে জিভের আগার উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

এ সব তর্ক সত্ত্বেও আমরা যতদিন এক বাংলার অধিবাসী ছিলাম এবং কলিকাতা আমরার কৃষ্টি-কেন্দ্র ছিল, ততদিন অধিকাংশের মত হিসাবে আমরা ইংরাজি ও আরবী শব্দের সমধ্বনির হরফগুলি 'স' দিয়াই বর্ণান্তর করা মানিয়া লইয়াছিলাম।

বাংলা ভাগ হওয়ার পর এবং তার ফলে ঢাকা আমরার কৃষ্টি-কেন্দ্র হওয়ার বাদে সমস্যারও রূপান্তর ঘটিয়াছে। কাজেই ব্যাপারটার পুনর্বিবেচনার দরকার হইয়াছে। এই পরিবর্তিত অবস্থায় কবিবর শেখ হবিবুর রহমানের

www.waytojannah.com

কথা আমার মনে পড়িতেছে। কলিকাতায় বসিয়া আমরা যখন 'স' ও 'ছ'র ব্যবহার লইয়া তুমুল বাদ-বিতণ্ডা চালাই, তখন একমাত্র কবিবর শেখ হবিবুর রহমান সাহেবই এই বলিয়া একটা আপোস ফরমুলা দিয়াছিলেন যে অবস্থা-ও ব্যবহার-ভেদে 'স' ও 'ছ' উভয়টাই ব্যবহার করা সংগত হইবে। তিনি তার 'গুলিস্তান' ও 'বুস্তানের' কাব্যানুবাদে সেইরূপই করিয়াছেন। আমিও 'আল কোরআনের নসিহতের' ভাষায় তাই করিলাম।

বহুবচনের সম্বন্ধ পদের প্রচলিত 'দের' বিভক্তি আমি নীতিগতভাবেই বাদ দিয়াছি। তার জায়গায় 'রার' বিভক্তি যোগ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে বেশী কথা বলার স্থান এটা নয়; তার দরকারও নাই। সম্বন্ধ পদের এই 'দের' বিভক্তির পক্ষে বহুল প্রচলিত হওয়া ছাড়া আর কোনও যুক্তি নাই। ন্যায় বা ব্যাকরণ কোনও দিক হইতেই না। পক্ষান্তরে 'রার' পক্ষে উভয় দিককার যুক্তিই আছে। আঞ্চলিক বহুল প্রচলনও এর পক্ষে। বহু বচনে 'রা' ও সম্বন্ধ পদের 'র' ব্যাকরণসম্মত ও সর্বত্র প্রচলিত। অতএব দুইটির সমন্বয়ে 'রার'ই একমাত্র ব্যাকরণ-সংগত বিভক্তি। বহুল প্রচলিত হইলেও ব্যাকরণ-বিরোধী শব্দ বর্জন করিয়া সহজতর ব্যাকরণসম্মত শব্দ প্রচলনের নযির সব ভাষাতেই আছে। বাংলা ভাষায়ও আছে।

প্রতিটি আয়াতের শেষে যে দুইটি অংক দেওয়া হইয়াছে, তার প্রথমটি সুরা নম্বর ও দ্বিতীয়টি আয়াত নম্বর। স্থানাভাবে সুরার নাম না দিয়া শুধু সুরার নম্বর দেওয়া হইয়াছে।

ঢাকা
১লা জুলাই, ১৯৭৪।

খাদেম—
আবুল মনসুর আহমদ

www.waytojannah.com

প্রথম অধ্যায়

সৃষ্টিকর্তা—খালেক

১। আল্লার মধ্যেই আদি ও অন্ত। ৫৩ : ২৫
২। তোমার হাসি ও কান্না তাঁরই দান। ৫৩ : ৪৩
৩। তোমার হায়াত ও মউত তাঁরই দান। ৫৩ : ৪৪
৪। তিনিই নর ও নারীর জোড়া পয়দা করিয়াছেন। ৫৩ : ৪৫
৫। বেশক আল্লার কাছে আসমান-জমিনের কিছুই গোপন নাই। ৩ : ৫
৬। তিনি হক্কের উপর দুনিয়া-আসমান পয়দা করিয়াছেন। যে দিন তিনি বলিয়াছেন : 'হও', হইয়াছে। ৬ : ৭৩
৭। তিনি কোন ধারণার মধ্যে নাই। সব ধারণা তাঁরই মধ্যে। তিনি বড়ই চিকন খবরদার। ৬ : ১০৩
৮। আল্লাই সৃষ্টি শুরু করেন, ফের আবার করেন। তার বাদে তোমরা তাঁর দিকে রুজু হও। ৩০ : ১১
৯। আল্লাই তোমরারে পয়দা করেন, রেযেক দেন, মউত দেন, আবার যিন্দা করেন। ৩০ : ৪০
১০। বেশক, আমি সব চিজ পরিমাণ-মত পয়দা করিয়াছি। ৫৪ : ৪৯
১১। পুব ও পশ্চিম দুইটাই আল্লার। যে দিকেই তাকাও সেদিকেই আল্লা হাযির। তিনি সব জায়গায় আছেন। সবই জানেন তিনি। ২ : ১১৫
১২। তিনি আদি, তিনি অন্ত। তিনি যাহের, তিনি বাতেন। তিনি হরেক বিষয়ে জ্ঞানী। ৫৭ : ৩
১৩। তিনিই রাত ও দিন, চান ও সুরুজ পয়দা করিয়াছেন। এরা সকলে যার-তার গোলাকার পথে সাতরাইতেছে। ২২ : ৩৩
১৪। এর মধ্যে যা কিছু আছে সবই ফানা হইয়া যাইবে। বাকী থাকিবে শুধু তোমার রবের মুখ। ৫৫ : ২৬-২৭
১৫। তিনিই তোমরারে উদরের মধ্যে তাঁর ইচ্ছামত শেকেল দিয়া থাকেন। তিনি ছাড়া আর কোন এলাহি নাই। ৩ : ৬
১৬। তিনিই তোমরারে বিজলি দেখান ডর দেখাইতে, আশা দিতেও। তিনিই পানি-ভরা মেঘ উড়ান। ১৩ : ২২
১৭। বাজ তাঁরই তারিফ জপে। ফেরেশতারাও তাই করে ডরে। তিনি ঠাটা ছুঁড়েন, আর যারে খুশি আঘাত করেন। ১৩ : ১৩

www.waytojannah.com

১৮। তিনিই মরা থনে জেতা পয়দা করেন, আর জেতা থনে মরা। তিনি মরা মাটিরে জান দেন। এমনিভাবে তোমরাও বাহির হইবে। ৩০ : ১৯

১৯। এটাও তাঁর একটা ইশারা যে তিনি তোমরারে ধুলা থনে পয়দা করিয়াছেন। তারপর দেখ তোমরা মানুষ হইয়াছ। আর ছড়াইয়া পড়িয়াছ। ৩০ : ২০

২০। এটাও তাঁর একটা ইশারা যে তিনি আসমান-জমিন তৈয়ার করিয়াছেন আর তোমরার রং ও ভাষা রকম-রকম করিয়াছেন। বেশক এসবের মধ্যে জ্ঞানের ইশারা আছে। ৩০ : ২২

২১। তাঁর ইশারার মধ্যে রাতের বেলা তোমরার ঘুম, আর দিনের বেলা আল্লার ফযলের তালাশে বাহির হওয়া। যে কওম চিন্তা করে তারার লাগি এসবের মধ্যে ইশারা আছে। ৩০ : ২২

২২। এটাও তাঁর ইশারা যে তিনি তোমরার মাঝে থনেই তোমরার জওযা পয়দা করিয়াছেন যারার সাথে তোমরা শান্তিতে ঘর করিতে পার। আর তোমরার মধ্যে মহব্বত ও দয়া জাগাইয়াছেন। ৩০ : ২১

২৩। বেশক আমরা ইনসান পয়দা করিয়াছি : আর তার ঘাড়ের রগের থনেও কাছে আছি। ৫০ : ১৬

২৪। দুনিয়া ও আসমানের কত আলামতের পাশে তারা চলাফিরা করিতেছে। তবু ঐ সব থনে তারা মুখ ফিরাইয়া লয়। ১২ : ১০৫

২৫। বেশক তোমরার রব যিনি ছয় আইয়ামে আসমান ও জমিন পয়দা করিয়াছেন, আর আরশে কায়েম আছেন। আর সব শাসন করিতেছেন। ১০ : ৩

২৬। আল্লা ছাড়া এলাহি নাই। তিনি দায়েম ও কয়েম। তিনি ঝিমান না, ঘুমান না। আসমান-জমিনে যা-কিছু আছে সব তাঁর। এমন কে আছে তাঁর এযিন ছাড়া তাঁর কাছে শাফায়াত করিতে পারে? ২ : ২৫৫

২৭। আল্লা যর্‌রা পরিমাণও অবিচার করেন না। তিনি নেক কাজে ইযাফা করেন, আর নিজের থনে বড় আজুরা দেন। ৪ : ৪০

২৮। ওরা কয় : আল্লা এক পুতের জন্ম দিয়াছেন। সুবহান আল্লা! বরং আসমান-জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। সবাই তাঁরে মান্য করে। আসমান-জমিনের আদি স্রষ্টা তিনি। আর যদি তিনি কোনও বিষয়ে হুকুম দেন তারে বলেন : 'হও'। সে হইয়া যায়। ২ : ১১৬-১৭

২৯। তোমরার রব মালদার ও দয়াল। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমরারে তুলিয়া নিতে পারেন। তোমরায় বাদে তাঁর ইচ্ছামত আর কেউরে তোমরার

জায়গায় বসাইতে পারেন, যেমন তিনি তোমরারে অপরের জায়গায় বসাইয়াছেন। ৬ ঃ ১৩৩

৩০। আল্লা আসমান ও জমিনের নূর। তাঁর নূরের মিছাল এই : একটি তাকে একটি বাতি। সে বাতি কাঁচ দিয়া ঘেরা। সে কাঁচ ঝলমলা তারা। যেন একটি মোবারক যয়তুন গাছ থনে ঝলমল করিতেছে। সে গাছ যেন পুবেও না, পশ্চিমেও না। তার সে তেল চির হলক। তাতে আগুন লাগে না। নূরের উপরে নূর। আল্লা যারে-ইচ্ছা সে নূরের দিকে হেদায়েত করেন। তিনি মানুষের সামনে অনেক মিছাল পেশ করেন। সব কিছুর মানেও তিনিই জানেন। ২৪ ঃ ৩৫

www.waytojannah.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৃষ্টজীব—মখলুকাত

১। বেশক আল্লা আসমান ও জমিন হক্কের উপর পয়দা করিয়াছেন। যারা ইমান আনিয়াছে তারার লাগি এটা ইশারা। ২৯ : ৪৪

২। কও, দুনিয়া সফর কর আর দেখ, আল্লা কেমন করিয়া আওয়াল পয়দা করিয়াছেন, তার বাদে তিনি আখের-পয়দা করিবেন। সব চিজের উপর আল্লার ক্ষেমতা আছে। ২৯ : ২০

৩। আসমান ও জমিন আর এই দুই এর মধ্যে যা-কিছু আছে আমি হক ছাড়া আর কিছুর লাগি পয়দা করি নাই। আর বেশক ওয়াক্ত নিশ্চয়ই আসিতেছে। অতএব মুখ ফিরাও। ১৫ : ৮৫

৪। তারা কি জমিনের উপর নযর দিয়া দেখে না আমরা সেখানে কত রকমের দয়াল গাছ-পালার জোড়া পয়দা করিয়াছি? বেশক এ সবের মধ্যে ইশারা আছে। কিন্তু তারার মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করে না। ২৬ : ৭-৮

৫। আল্লাহ যে সব চিজ পয়দা করিয়াছেন, সে সবের দিকে তারা কি নযর করে না? কেমন করিয়া তারার ছায়া ডান দিক ও বাম দিক হইতে আল্লারে সেজদা করে আর পুরাপুরি নুইয়া পড়ে। ১৬ : ৪৮

৬। যে সব জীব ও ফেরেশতা আসমানে ও জমিনে আছে সবাই সেজদা করে। তারা তুকাব্বরি করে না। ১৬ : ৪৯

৭। আর আসমান ও জমিন আর এই দুই এর মধ্যে যা-কিছু আছে, আমি তা খেলার লাগি পয়দা করি নাই। ২১ : ১৬

৮। খেলা করাই যদি আমার এরাদা হইত, তবে আমি নিজের মধ্যেই তা পাইতাম। কিন্তু আমি তা করি নাই। ২১ : ১৭

৯। বেশক আমরা তোমরার মাথার উপর সাত তবকা আসমান বানাইয়াছি। আমার পয়দার কাজে আমি কখনও গাফেল থাকি না। ২৩ : ১৭

১০। আমরা এমন কেউরে পয়দা করি নাই যারা খানা খায় না, আর যারা মরে না। ২১ : ৮

১১। আমরা মেঘ হইতে পানি বর্ষাই পরিমাণ-মত। তারে মাটিতে জমাই। বেশক সেটা সরাইবার কুদরতও আমার আছে। ২৩ : ১৮

www.waytojannah.com

১২। তারপর আমরা তোমরার লাগি খেজুর ও আংগুর বাগিচা বানাই। তোমরা সেখান থনে ফল খাইতে পাও। ২৩ : ১৯

১৩। বেশক পোষা জানোয়ার থনেও তোমরার শিখিবার আছে। তোমরারে আমরা তারার পেটের দুধ খাওয়াই। তোমরা তারার থনে অনেক মুনাফা পাও, আর তারার গোশ্‌ত খাও। ২৩: ২১

১৪। আল্লাই শুরু করেন সৃষ্টি। তারপর আবার তিনি পয়দা করেন। তারপর সবাইকে তাঁরই দিকে ফিরাইয়া আনা হয়। ৩০ : ১১

১৫। বেশক আসমান ও জমিন সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির চেয়ে বড় কাজ। কিন্তু অনেক মানুষই তা জানে না। ৩০ : ৫৭

১৬। আল্লাই মাটিরে তোমরার বসতির জায়গা বানাইয়াছেন, আর আসমানরে বানাইয়াছেন চান্দোয়া। তারপর তোমরার শেকেল চেহারা বানাইয়াছেন, আরসুরত সুন্দর করিয়াছেন। আর তোমরারে ভাল রেযেক দিয়াছেন। ইনিই আল্লাহ, তোমরার রব। তাই তিনি মোবারক। তিনি সারে আলমের রব। ৪০ : ৬৪

১৭। আসমান ও জমিনের আদি স্রষ্টা তিনি। তোমরার লাগি তোমরার মধ্যে থনেই সাথী বানাইয়াছেন। আর জানোয়াররার সাথীও। যাতে তোমরার বংশ বৃদ্ধি হয়। তাঁর কোন মিছাল নাই। তিনি শুনেনেওয়ালা ও দেখনেওয়ালা। ৪২ : ১২

১৮। আসমান ও জমিনের মাল-মাত্তা সবই তাঁর। তিনি ইচ্ছামত কারও রেযেক বাড়ান, কারও কমান। তিনি সবই জানেন। ৪২ : ১২

১৯। হক্কের জন্য ছাড়া আসমান-জমিন আর এ দুই এর মাঝের সব আমরা সৃষ্টি করি নাই মোকর্‌রর আজলের লাগি ছাড়া। আর যারা কুফরি করে তারা হুশিয়ারি থনে সরিয়া যায়। ৪৬ : ৩

২০। তোমরা কি দেখ না যে আল্লা আসমান হইতে পানি নাযিল করেন? তা দিয়া আমি হরেক রকম ফসল জন্মাই, আর পাহাড়ে সাদা-কাল নানা রং এর ডোরা? ৩৫ : ২৭

২১। আর মানুষ, জানোয়ার ও পোষা পশুর মধ্যেও এমনি ধরনের নানা রং। আল্লার বান্দারার মধ্যে যারা জ্ঞানবান তারাই আল্লারে ডরায়। কারণ আল্লাই ক্ষেমতাবান মাফকরনেওয়ালা। ৩৫ : ২৮

২২। আর জমিনে এমন জানোয়ার নাই, ডানায় উড়ে এমন পরেন্দা নাই, যারা তোমরার মত উম্মত না। আমরা কোন চিজেরই কেতাবে উল্লেখ করিতে ছাড়ি নাই। তারপর সবাই তার রবের কাছে হাশর করিবে। ৬ : ৩৮

www.waytojannah.com

২৩। তিনি সূরুজরে তেজী ও চান্দেরে নূরানী করিয়াছেন। আর তার মন্‌যিল ঠিক করিয়া দিয়াছেন যাতে তোমরা সন গণিতে ও হিসাব করিতে পার। ১০ : ৫

২৪। তিনিই জানেন মাটিতে কি ঢুকে, আর মাটি থনে কি বাহির হয়, আসমান হইতে কি নামে, আর সেখানে কি উঠে। তুমি যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমার সাথেই আছেন। ৫৭ : ৪

২৫। তারিফ আল্লার যিনি আসমান ও জমিনের আদি স্রষ্টা, যিনি দুই-দুই তিন-তিন চার-চার ডানাওয়ালা রসুল রূপে ফেরেশ্‌তা পয়দা করিয়াছেন। তিনি যত ইচ্ছা সৃষ্টি বাড়ান। সব বস্তুর উপর তাঁর ক্ষেমতা আছে। ৩৫ : ১

২৬। গৌরব তাঁরই যিনি জোড়ায়-জোড়ায় পয়দা করিয়াছেন হরেক চিজ যা মাটি থনে গজায় আর নিজেরার মধ্যে থনে হয় ও আরও যার বিষয়ে তারা কিছু জানে না। ৩৬ : ৩৭

২৭। বেইমানেরা কি দেখিতে পায় না যে আসমান ও জমিন আগে একই ছিল, পরে আমরা আলাদা করিয়াছি? আমরা পানি থনে সব পয়দা করিয়াছি। এর পরেও তারা ইমান আনিবে না। ২১ : ৩০

২৮। আসমান ও জমিনের বাদশাহিতে, আর আল্লা যা পয়দা করিয়াছেন সেই চিজে, কিছুই কি তারার নযরে পড়ে না? ও-সবেরও আজব করীব হইয়াছে। তার বাদে আর কোন্‌ কথায় তারা ইমান আনিবে? ৭ : ১৮৫

২৯। আল্লাই বিছন ও বিচি থনে কেরুল পয়দা করেন। মউতা থনে যিন্দা ও যিন্দা থনে মউতা বাহির করেন। ইনিই তোমরার রব। তাঁরে অবিশ্বাস কর কেমনে? ৬ : ৯৬

৩০। আর আমরা রাত ও দিনের দুইটি ইশারা বানাইয়াছি। রাতের ইশারা আমরা গোপন রাখিয়াছি। দিনের ইশারা আমরা হুলক করিয়াছি যাতে তোমরা তোমরার রবের কাছে ফযল চাহিতে পার, আর যাতে তোমরা বছরের দিন গনিতে আর হিসাব রাখিতে পার। আর আমরা হরেক বিষয় তফসিল দিয়া বয়ান করিয়াছি। ১৭ : ১২

www.waytojannah.com

তৃতীয় অধ্যায়

মানুষ—ইনসান

১। ইনসান কি যেকের করে না, আমরা তারে কিছু-না থনে পয়দা করিয়াছি ? ১৯ : ৬৭

২। আমরা তোমরারে খাক থনে পয়দা করিয়াছি ও তাতেই তোমরারে মিলাইব, আর তার থনেই তোমরারে দুসরা দফায় বাহির করিব। ২০ : ৫৫

৩। জানিয়া রাখ, ইনসান ও তার কলবের মাঝখানে মৌজুদ আছেন আল্লা। আর তাঁরই কাছে তোমরার হাশর হইবে। ৮ : ২৪

৪। দেখ, যখন তোমার রব ফেরেশ্‌তারারে কহিলেন : 'বেশক আমি জমিনে আমার খলিফা বসাইতেছি' তারা কহিল : 'কি, আপনি তথায় এমন জন বসাইবেন যে সেখানে ফসাদ করিবে ও লহু বহাইবে ? আমরাই ত আপনার তারিফে জপ করিতেছি ও নারা লাগাইতেছি।' তিনি কইলেন : 'আমি তা জানি যা তোমরা জান না।' ২ : ৩০

৫। আর তিনি আদমরে সব চিজের নাম শিখাইলেন। আর তারে ফেরেশ্‌তারার সামনে রাখিলেন, আর কহিলেন : তোমরা যদি সত্যবাদী হও এ সবের নাম কও। ২ : ৩১

৬। তারা কহিল : সুবহানাল্লা। তুমি আমরারে যা শিখাইয়াছ, তা ছাড়া আমরা আর কিছু জানি না। তুমিই জ্ঞানী ও সুবিচারক। ২ : ৩২

৭। তিনি বলিলেন : 'হে আদম, তুমি এবারে এ সবের নাম শুনাও।' যখন সে ওরারে ও-সবের নাম জানাইল, তখন বলিলেন : 'আমি কি তোমরারে বলি নাই যে আমি আসমান-জমিনের গায়েব জানি ? তোমরা যা যাহির কর আর বাতেন রাখ, সবই আমি জানি। ২ : ৩৩

৮। আর আল্লা তারার বোঝা হাল্কা করিতে চান, কারণ মানুষেরে তিনি দুর্বল করিয়াই বানাইয়াছেন। ৪ : ২৮

৯। তিনিই তোমরারে মাটি থনে পয়দা করিয়াছেন। আর তার পরে তোমরার আজল ঠিক করিয়াছেন। আরও আছে একটি আজল তাঁরই কাছে। তার পরেও তোমরা মনে-মনে সন্দেহ কর। ৬ : ২

১০। তিনিই তোমরারে দুনিয়ায় তাঁর খলিফা বানাইয়াছেন। আর কিছু লোককে অপরের উপর দর্জা দিয়াছেন যাতে তাঁর ফযল দিয়া তোমরারে

www.waytojannah.com

পরখ করিতে পারেন। তোমরার রব সাজা দেওয়ায় চটপটা অথচ সদা মাফকরনেওয়ালা ও দয়াল। ৬ ঃ ১৬৫

১১। আমি তোমরারে পয়দা করিয়াছি, পরে সুরত দিয়াছি। তারপর ফেরেশ-তারারে বলিয়াছি : 'আদমরে সিজদা-কর।' তারা সিজদা করিল, ইবলিস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের শামিল হইল না। ৭ ঃ ১১

১২। বলিলেন : 'আমি যখন তোমারে বলিলাম তারে সেজদা করিতে, কে তোমারে মানা করিয়াছিল ?' সে বলিল : 'আমি ওর চেয়ে বেহ্‌তের। আমারে তুমি আগুন থনে পয়দা করিয়াছ, আর তারে পয়দা করিয়াছ মাটি থনে। ৭ ঃ ১২

১৩। হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস কর। তারপর তোমরার যত ইচ্ছা খাও। আর ঐ গাছের কাছে যাইও না। গেলে তোমরা যালেমরার শামিল হইবে। ৭ ঃ ১৯

১৪। তিনি তোমরারে একই নফস থনে পয়দা করিয়াছেন, আর তার থনেই তোমার সাথী বানাইয়াছেন যাতে তার সাথে ঘর করিতে পার। তারপর উভয়ে যখন মিলিত হয় স্ত্রী পাতলা হামেলা হয়। তা লইয়া চলাফেরা করিতে পারে। পরে যখন ভারি হয়, তখন দুই জনে তারার রব আল্লার দরগায় দোওয়া করে : 'যদি আমরারে একটি সুসন্তান দেও, আমরা কৃতজ্ঞ থাকিব।' ৭ ঃ ১৮৯

১৫। আল্লাই আসমান-জমিন সৃষ্টি করিয়াছেন। আর আসমান থনে পানি নাযিল করেন, পরে তা দিয়া ফসল পয়দা করেন যা তোমরার খোরাকি। তিনি জাহাজরে তোমরার অধীন করিয়াছেন যাতে তারা তাঁর হুকুমে সমুদ্দুরে চলাফেরা করিতে পারে। তিনি নদীরেও তোমরার অধীন করিয়াছেন। ১৪ ঃ ৩২

১৬। তিনি সুরুজ ও চান্দেরে তারার গতি-পথে তোমরার অধীন করিয়াছেন। আর তিনি দিন ও রাতরেও তোমরার অধীন করিয়াছেন। ১৪ ঃ ৩৩

১৭। আর তোমরা যা-যা চাও তার হরেকটি তিনি তোমরারে দান করিয়া থাকেন। তোমরা যদি আল্লার নিয়ামতের গণনা কর, তবে তা হিসাব করিতে পারিবে না। বেশক ইনসান যালেম ও বেঈমান। ১৪ ঃ ৩৪

১৮। বেশক আমরা মানুষ পয়দা করিয়াছি ছাঁচে-ঢালা প্যাঁকের ঝন-ঝনা শুকনা কাদা দিয়া। আগেই আমরা জিন পয়দা করিয়াছিলাম তেজী আগুন দিয়া। ১৫ ঃ ২৬

১৯। তিনি দিন ও রাতের আর সুরুজ ও চান্দেরেও তোমরার হুকুম-বরদার করিয়াছেন। আর তাঁর হুকুমে তারাগণও। বেশক এসবের মধ্যে আক্কেলমন্দ কওমের লাগি ইশারা রহিয়াছে। ১৬ ঃ ১২

২০। আর আমরা বনি আদমকে ইযযত দিয়াছি। মাট্টিতে ও দরিয়ায় তারার যান-বাহনের বন্দোবস্ত করিয়াছি। তারপরে তারারে পাক-সাফ খোরাকি দিয়াছি। আমরার সৃষ্টির মধ্যে সবার থনে বেশী ফযল দিয়াছি। ১৭ : ৭০

২১। বেশক তাঁর ইয়ারার মধ্যে এও একটা যে তিনি তোমরারে খাক থনে পয়দা করিয়াছেন এবং দুনিয়ায় ছড়াইয়া দিয়াছেন। ৩০ : ২০

২২। তোমরা কি দেখ না যে আল্লাহ্ আসমান-জমিনের সব কিছুরেই তোমরার তাবে করিয়া দিয়াছেন? আর তাঁর যাহেরী ও বাতেনী সব নিয়ামত তোমরার উপর বর্তাইয়াছেন। তবু তোমরার কেউ কেউ আল্লার বিরোধিতা করিয়া থাকে। ৩১ : ২০

২৩। তারপর আল্লাহ তারে শেকেল দিয়াছেন, আর তার মধ্যে তাঁর নিজের রুহের অংশ দম দিয়াছেন। আর তোমার কান চোখ ও অন্তর দিয়াছেন। তবু তোমরা খুব কম শোকরিয়া জানাও। ৩২ : ৯

২৪। বেশক আমরা আসমান জমিন ও পাহাড়ের উপর এই আমানত রাখিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু নাফরমান হইতে তারা অস্বীকার করিল। আর ডরাইল। ইনসান বহন করিল। আর তাতে ইনসান না-ফরমানি করিল। বেশক তারা যালেম ও জাহেল। ৩৩ : ৭২

২৫। ইনসান তাড়াহুড়ার মধ্যে পয়দা হইয়াছে। জল্দি তোমরারে আমরা ইশারা দেখাইব। অতএব আমারে তাড়াহুড়া করিতে বলিও না। ২১ : ৩৭

২৬। বেশক আমরা ইনসানরে মেহনতের মধ্যে পয়দা করিয়াছি। ৯০ : ৪

২৭। সে কি মনে করে যে তার উপর কারও ক্ষেমতা নাই? ৯০ : ৫

২৮। আসমান ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে সবই তিনি তাঁর তরফ থনে তোমরার তাবে করিয়াছেন। দেখ, এতে ভাবুক কওমের লাগি ইশারা আছে। ৪৫ : ১৩

২৯। আমরা জিন ও ইনসানরে এবাদত ছাড়া অন্য কিছুর লাগি পয়দা করি নাই। ৫১ : ৫৬

৩০। বেশক মানুষের হাত যা করিয়াছে তারই দরুন জমিন ও দরিয়ায় ফসাদ যাহির হইয়াছে, যাতে লোকেরা তারার কাজের কুফল ভোগ করিতে পারে, যাতে তারা ফিরিতে পারে। ৩০ : ৪১

www.waytojannah.com

চতুর্থ অধ্যায়

জীবন-মৃত্যু—হায়াত-মউত

১। হরেক নফস্ মউত চাখিবে। ৩ : ১৮৪

২। হরেক নফস মউত চাখিবে। আর আমরা তোমরারে ভাল-মন্দ দিয়া পরখ করিয়া থাকি। আমার কাছে তোমরা ফিরিয়া আসিবে। ২১ : ৩৫

৩। যেখানেই তুমি থাক মউত তোমারে ধরিবেই যদি তুমি খুব উচা বুরুজেও বাস কর। ৪ : ৭৮

৪। এই দুনিয়ার হায়াত খেলা ও কৌতুক ছাড়া আর কিছু না। বেশক আখেরের বাড়িই আসল হায়াত, যদি তারা তা জানিত। ২৯ : ৬৪

৫। তারা শুধু যাহেরী দুনিয়ার হায়াতটুকুই জানে, কিন্তু আখেরের বিষয়ে গাফেল। ৩০ : ৭

৬। তারা কি নিজের মনে ভাবে না যে আল্লা আসমান ও জমিন আর এই দুইএর মধ্যে যা কিছু আছে সব হক ছাড়া পয়দা করেন নাই। আর একটা মোকর্‌ররী আজলের লাগি। বেশক তারার রবের সাথে তারা মিলিত হইবে। ৩০ : ৮

৭। তবে কি তোমরা মনে কর আমরা তোমরারে নাহক পয়দা করিয়াছি? আর তোমরা আমরার দিকে ফিরিয়া আসিবে না? ২১ : ১১৫

৮। তোমরা জানিয়া রাখ বেশক এই দুনিয়ার হায়াত খেলা ও কৌতুক, আর তোমরার মধ্যে রূপ ও ফখরের আর ধন-দওলত ও আল-আওলাদের মোকাবিলা মাত্র। এর মিসাল এই। মেঘের পানিতে জম্মান লতা-পাতায় চাষীদের ফুর্তি। তার পরে মারা যায়। আর তুমি দেখিবে হলুদ বরণ পরে তা শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। আর আখেরে আছে শক্ত আযাব, আর আছে আল্লার তরফ থনে মাগফেরাত ও রেযামন্দি। ৫৭ : ২০

৯। বেশক এই দুনিয়ার হায়াতের মিছাল পানি যা আসমান থনে নাযিল করি। আর মাটিতে লতাপাতা গজায় যা মানুষে ও পশুতে খায় যত দিন মাটি সুন্দর পোশাক পরে ও সাজানো থাকে। তার লোকেরা ভাবে ও-সবের উপর ক্ষেমতা তারারই। তখন আমরার হুকুম রাতে বা দিনে আসে তার উপর। তাতে আমরা উহারে এমন মাড়াইয়া দেই যেন গতকালও উহার হাস্তি আছিল না। যে কওম ফিকির করে তারার কাছে আমরার ইশারা এইভাবেই তকসিল করি। ১০ : ২৪

Contents

১০। তারপর তিনি তারে পুরা করিয়াছিলেন আর তার মধ্যে নিজের রুহ দম ফিরাছিলেন। আর তোমার লাগি কান ও চৌখ ও অন্তর বানাইয়াছিলেন। তোমরা কমই শোকরগোযারি করিয়া থাক। ৩২ ঃ ৯

১১। তিনি মউত হইতে হায়াত ঘটান, আর এমনিভাবে হায়াত হইতে মউত। বেশক তিনি জান যিন্দা করেন যখন উহা প্রায় মরা। এমন করিয়া তোমরারেও যিন্দা করা হইবে। ৩০ ঃ ১৯

১২। কও, আল্লা তোমরারে হায়াত দেন, তারপর তোমরারে মউত দেন। তারপর তোমরারে কিয়ামতের দিন জমা করিবেন। এতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেকেই তা জানে না। ৪৫ ঃ ২৬

১৩। তারা কয় : আমরার এই দুনিয়ার হায়াত ছাড়া আর কিছু নাই। আমরা বাঁচি ও মরি, তবে সময় ছাড়া আর কেউ এটা করে না। এরা কিছু জানে না। অনুমান করে মাত্র। ৪৫ ঃ ২৫

১৪। আমরা তোমরার মধ্যে মউত বিধান করিয়াছি। আর আমরা বাতিল হইব না। ৫৬ ঃ ৫৩

১৫। কও : 'যে মউত থনে তোমরা পলাইতে চাও, সে তোমরারে ধরিবেই। তার বাদে তোমরারে আলেমুল-গায়েবের কাছে আনা হইবে। তোমরা যা যা করিয়াছ তা তিনিই তোমরারে জানাইবেন।' ৬২ ঃ ৮

১৬। আমরা তোমার আগেও কোনও মর জীবেরে চিরজীবী করিয়া পয়দা করি নাই। তোমরা যদি মর তাতে কি? তারা কি চিরজীবী হইবে? ২১ ঃ ৩৪

১৭। তিনিই তোমরারে হায়াত ও মউত দিয়া থাকেন। অতএব তিনি যখন কোন হুকুম জারি করেন, তিনি বলেন 'হও', তখন হইয়া যায়। ৪০ ঃ ৬৮

১৮। তিনি মউত ও হায়াত পয়দা করিয়াছেন যাতে তিনি তোমরারে পরখ করিতে পারেন তোমরার মধ্যে কে নেক কাজ করিতে পারে। তিনিই ক্ষেমতাবান ও মাফকরনেওয়ালা। ৬২ ঃ ২

১৯। আর আল্লার এযিম ছাড়া কোনও নফসের মউত ঘটিতে পারে না। কেতাবে মোকর্‌রর আছে। যদি কেউ দুনিয়ার ছওয়াব চায় আমরা তারে তা দিব। আর যদি কেউ আখেরাতের ছওয়াব চায় আমরা তারে তা দিব। বেশক আমরা শোকরগোযাররে শীগগির পুরস্কার দিব। ৩ ঃ ১৪৫

২০। যালিমরা মউতে কিরূপ গম করিবে তা যদি তোমরা দেখিতে পাইতে! ফেরেশ্‌তারা কিরূপে তারার হাত বাড়াইয়া বলিবে : 'তোমরার নফস

Contents

বাহির কর। আজই তোমরা তোমার বদলা পাইবে—শরমের আযাব। কারণ তোমরা আল্লার খেলাফে নাহক কথা বলিয়াছিলা আর তুকাব্বরি করিয়া তার ইশারা অগ্রাহ্য করিয়াছিলা।' ৬ঃ৯৩

২১। ফেরেশতারা কিরূপে কাফেররার মউত ঘটায় তা যদি দেখিতে পাইতে! ফেরেশতারা তারার মুখে ও পিঠে কিরূপ আঘাত করে আর কয়: 'জ্বলন্ত আগুনের আযাব চাখ।' ৮ঃ৫০

২২। বেশক যে তার রবের কাছে অপরাধী হিসাবে আসিবে তার লাগি আছে জাহান্নাম। সে তাতে না মরিবে না বাঁচিবে। ২০ঃ৭৪

২৩। আর যে তাঁর কাছে আসিবে মোমিন হিসাবে, যারা নেক কাজ করিয়াছে তারার লাগি আছে বুলন্দ দর্জা। ২০ঃ৭৫

২৪। বেশক আমরা ইনসান পয়দা করিয়াছি একটি নুৎফার মিছাল থনে। আমরা তারে পরখ করিতে চাই। গতিকেই তারে চোখওয়ালা ও কান-ওয়ালা বানাইয়াছি। ৭০ঃ২

২৫। বেশক আমরা তারে পথের হেদায়েত করিয়াছি। সে শোকরগোযারও হইতে পারে, ইমানদারও হইতে পারে, বেইমানও হইতে পারে। ৭০ঃ৩

www.waytojannah.com

পঞ্চম অধ্যায়

পরকাল—আখেরাত

১। তারা কয় : 'আমরার এই দুনিয়ার হায়াত ছাড়া আর কিছু নাই, আর আমরা আবার যিন্দা হইব না।' ৬ : ৩১

২। তোমরা কি দেখিতে পাও না, তারা যখন তারার রবের সামনে দাঁড়াইবে, তিনি বলিবেন : 'এটাই কি সত্য না ?' তারা বলিবে 'হাঁ হে আমরার রব।' তিনি বলিবেন : 'তবে তোমরা আযাব ভোগ কর কেন না তোমরা অবিশ্বাস করিয়াছিলা।' ৬ : ৩২

৩। এরাই তারা যারা আখেরাতের বদলে দুনিয়ার হায়াত কিনিয়াছিল। অতএব তারার আযাব কমান হইবে না। তারারে সাহায্য করা হইবে না। ২ : ৮৬

৪। যারার কাছে আমার রসুল পাঠাইয়াছিলাম, বেশক আমি তারারে ছওয়াল করিব, আর রসুলরারেও ছওয়াল করিব। ৭ : ৬

৫। আর সেদিনের ওযন হক হইবে। তারপর যারার ওযন ভারি হইবে, তারাই সেই লোক যারা সফল হইয়াছে। ৭ : ৮

৬। বেশক তোমরা মউতের পরে যিন্দা হইবা। যারা অবিশ্বাস করে তারা বলিবে : 'এটা পষ্ট যাদু।' ১১ : ৭

৭। বেশক এর মধ্যে ইশারা রহিয়াছে তারার লাগি যারা আখেরাতের আযাবরে ডরায়। ওটা এমন দিন যখন লোকেরা জমা হইবে। ওটা এমন দিন যেটা সবাই দেখিবে। ১১ : ১০৩

৮। সেদিন যখন আসিবে তখন তাঁর এযিন ছাড়া কেউ কথা বলিবে না। তারার মধ্যে কেউ অসুখী হইবে, আর কেউ হইবে সুখী। ১১ : ১০৫

৯। তবে যারা অসুখী হইবে তারা আগুনে থাকিবে যেখানে তারা লম্বা শ্বাস ফেলিবে ও খেদ করিবে। ১১ : ১০৬

১০। সেখানে তারা চিরদিন থাকিবে যতদিন আসমান জমিন থাকিবে। অবশ্য যদি তোমার রব অন্যকিছু না করেন। বেশক তোমার রব যা এরাদা করেন তা করেন। ১১ : ১০৭

১১। আর যারারে সুখী করা হইবে তারা জান্নাতে যাইবে। আর যতদিন আসমান জমিন থাকিবে ততদিন সেখানে বাস করিবে যদি তোমার রব অন্যরূপ না চান একটা অবিরাম দান। ১১ : ১০৮

১২। যদি তাজ্জব হইতে চাও তবে তাজ্জব হও তারার এই কথায় : 'কি আমরা যখন থাক হইয়া যাইব, তার পরে কি সত্যই নয়াভাবে পয়দা হইব ?' এরা তারা যারা তারার রবকে অবিশ্বাস করে। আর তারা গলায় শিকল পরিয়াছে। আর এরা আগুনের বাশেন্দা। সেখানে তারা চিরকাল থাকিবে। ১৩ : ৫

১৩। তারা আল্লার নামে তারার সবচেয়ে জোরের কসম খাইবে : 'যে মরিয়াছে আল্লা তারে যিন্দা করিবেন না।' হাঁ, এটা তার উপর হক্কের ওয়াদা। লেকেন অনেকে জানে না। ১৬ : ৩৮

১৪। দেখ আমরা কতকলোকেরে অপরের উপর ফযিলত দিয়াছি। আর অবশ্যই আখেরাতের দর্জা অনেক বেশী উচা, ফযিলত অনেক বেশী বুলন্দ। ১৭ : ২১

১৫। আর তার কয় : 'কি ? আমরা যখন হাড্ডি ও ধুলায় পরিণত হইব, আমরারে কি নতুন করিয়া পয়দা করা হইবে ?' ১৭ : ৪৯

১৬। কও, 'তুমি পাথরই হও আর লোহাই হও।' ১৭ : ৫০

১৭। অথবা তোমরার বিবেচনায় সৃষ্ট চিজের মধ্যে সবচেয়ে যা শক্ত।' তারা তখন বলিবে : 'কে আমরারে যিন্দা করিবে ?' কও : 'যিনি তোমরারে পয়দা বানাইয়াছেন।' তারপর তারা তোমার দিকে মাথা নাড়িয়া বলিবে : 'এটা ঘটিবে ?" বল : 'হয়ত খুব জল্‌দি।' ১৭ : ৫১

১৮। যেদিন তিনি তোমরারে দাওয়াত করিবেন, আর তোমরা জবাব দিবা তার তারিফ করিয়া। আর তোমরা ভাবিবা খানিকটা সময় পাইলে বুঝি। কিন্তু অতি সামান্য। ১৭ : ৬৬

১৯। মানুষ কয় : 'কি। আমরা যখন মরিয়া যাইব তার বাদে কি আমরা যিন্দা হইব ?' ১৯ : ৬৬

২০। কিন্তু তারার কি মনে পড়ে না আমরা তারে পয়লা কিছু-না থনে পয়দা করিয়াছিলাম। ১৯ : ৬৭

২১। অতএব তোমরার রবের নামে আমরা তারারে হাশর করিব। আর শয়তানরেও। তারপর তারে অবশ্যই হাযির করিব নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের ধারে। ১৯ : ৬৮

২২। তার বাদে বেশক আমরা হরেক দল থনে সেই সব লোকের মধ্যে তারে টানিয়া বাহির করিব যে রহমানের জোর বিরোধিতা করিয়াছিল। ১৯ : ৬৯

২৩। কিন্তু যারা তাকওয়া করিয়াছিল তারারে আমরা নাজাত দিব। ১৯:৭২

www.waytojannah.com

২৪। হে মানব, তোমরার যদি আবার যিন্দা হওয়ায় সন্দেহ থাকে, তবে বিবেচনা কর যে আমরা তোমরারে থাক থনে পয়দা করিয়াছিলাম। ২২ : ৫

২৫। কোন লোকই জানে না তার বরাতে কি আছে যা দেখিয়া তার চোখ জুড়াইবে। ৩২ : ১৭

২৬। তোমরা কি বিবেচনা কর নাই, যে-আল্লা আসমান-জমিন পয়দা করিয়াছেন, আর অত পয়দা করিয়াও ক্লান্ত হন নাই, তিনি মরাকে জান দিবার ক্ষেমতা রাখেন? ৪৬ : ৫৩

২৭। অতএব কাফেররা বলিবে : 'এটা একটা আজব ব্যাপার। আমরা মরিয়া ও থাক হইয়া কি হইব ওটা ত দূরের ফিরা।' ৫০ : ৩

২৮। তারা কহিত : 'কি। আমরা যখন মরিব, খাক ও হাড্ডি হইব, তখন কি আমরা যিন্দা হইব? আমরা ও আমরার বাপ-দাদারা?' ৫৬ : ৪৯-৫০

২৯। যে ব্যক্তি এতে আন্ধা হইবে আখেরাতেও সে আন্ধা হইবে। পথে আরও ভুল করিবে। ১৭ : ৭২

৩০। লেকেন যারা তারার রবের উপর তাকওয়া করিয়াছে, তারার লাগি আছে উচা জায়গা তার উপরে আরো উচা জায়গা যার নিচ দিয়া নহর বহিয়া যাইতেছে। এটাই আল্লার ওয়াদা। আল্লা কখনও তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না। ৩৯ : ২০

www.waytojannah.com

ষষ্ট অধ্যায়

ধর্ম—দীন্

১। বেশক আল্লার কাছে ধর্ম ইসলাম। ৩ : ১৮

২। হরেক উম্মতেরেই আমরা এবাদতের ধারা দিয়াছি যে মতে তারা আল্লার নাম যিকির করিতে পারে তারারে যা রেযেক দিয়াছি তার উপর। ২২ : ৩৪

৩। হরেক উম্মতেরে আমরা এবাদতের রসম দিয়াছি যা তারার মানিতে হয়। অতএব এ বিষয়ে কাউকে তর্ক করিতে দিও না। তোমার রবের দিকে দাওয়াত কর। বেশক তোমারটাই সিধা রাস্তা। ২২ : ৬৭

৪। কও : 'হরেকেই তার মেযাজ-মত আমল করে।' তবে তোমারার রব ভাল জানেন কে ঠিক পথে চলিতেছে। ১৭ : ৮৪

৫। কও : 'হে কাফেররা আমি তার এবাদত করি না তোমরা যার এবাদত কর। আর তোমরা তাঁর এবাদত কর না আমি যাঁর এবাদত করি। আর আমি তার এবাদত করিব না, তোমরা যার এবাদত করিতেছ। আর তোমরা তাঁর এবাদত করিবা না আমি যাঁর এবাদত করিতেছি। তোমরার দীন্ তোমরার আর আমার দীন্ আমার।' ১০৯ : ১-৬

৬। ধর্মে কোনও যবরদস্তি নাই। বেশক সত্য অসত্য থনে পষ্ট আলাদা। অতএব যে তাগুতের উপর ইমান না আনিয়া আল্লার উপর ইমান আনিবে, সে এমন হাতল ধরিবে যা ভাংগিবে না। বেশক আল্লাই শুন্‌নেওয়ালা ও জান্‌নেওয়ালা। ২ : ২৫৬

৭। আল্লা যদি ইচ্ছা করিতেন, তবে কেউ আল্লার শরিক বানাইত না। আমরা তোমারে তারার হেফাযতকারী বানাই নাই। আর তুমি তারার উকিলও নও। ৬ : ১০৮

৮। বেশক তোমার রব ভাল জানেন কে তাঁর পথ ছাড়িয়া বিপথে গিয়াছে। আর তিনিই জানেন কে তাঁর হেদায়েত পাইয়াছে। ৬ : ১১৭

৯। তবে তুমি ধর্মের দিকে মন ফিরাও পুরাপুরি সেই আদত লইয়া যে আদতে আল্লা তোমারে পয়দা করিয়াছেন। আল্লার সৃষ্টিতে কোনও তবদিল হয় না। এটাই কায়েমী দীন্। লেকেন অনেক মানুষই ত জানে না। ৩০ : ৩০

১০। বেশক, যারা তারার ধর্মে ফেরকা পয়দা করে আর দলাদলি করে, তারার সাথে কোনও বিষয়েই তোমার কিছু নাই। বেশক তারার

www.waytojannah.com

ব্যাপার আল্লার সাথে। তার বাদে আল্লাই তারারে জানাইবেন তারা কি করিয়াছে। ৬ ঃ ১৬০

১১। যারা নিজের ধর্মেরে খেলা ও কৌতুকের বিষয় মনে করে, আর যারা এই দুনিয়ার হায়াতের ফাঁকিতে পড়িয়াছে, তারারে পরহেয কর। আর এই যিকির কর : 'হরেক নফস তার কাজের দ্বারা নিজেরে ধ্বংস করে।' ৬ ঃ ৭০

১২। হে কেতাবীগণ, তোমরা ধর্মের মধ্যে সীমা ছাড়াইও না, আর আল্লার উপর নাহক কথা বলিও না। মরিয়মের বেটা ঈসা আল্লার রসুল, তিনি তাঁর কলেমা মরিয়মের উপর জারি করিয়াছিলেন, আর রুহও তাঁর তরফ থনেই। ৪ ঃ ১৭১

১৩। কও : 'হে কেতাবীগণ তোমরার ধর্মের গায়েরুল হক কাড়াকাড়ি করিও না। আর তোমরার আগে যে কওম বিপথে গিয়াছে তারা অনেকেরে গুমরাহ করিয়াছে, আর সরল পথ হইতে বিপথে গিয়াছে, তারার অনুসরণ করিও না।' ৫ ঃ ৮০

১৪। বেশক যারা ইমান আনিয়াছে তারা, আর ইহুদী, সাবায়ী ও নাসারা যে হউক না কেন, যারাই আল্লার উপর ও আখেরাতের দিনে ইমান আনিয়াছে, আর নেক কাজ করে, তারার লাগি কোন খওফ নাই ; তারার লাগি কোনও দুঃখ নাই। ৫ ঃ ৬৯

১৫। আর কিতাবীরার সাথে তর্ক করিও না ভালভাবে ছাড়া। আর তারার মধ্যে যারা যালেম তারা ছাড়া। আর বল : 'আমরা ইমান আনিয়াছি আমরার উপর যা নাযিল হইয়াছে আর তোমরার উপর যা নাযিল হইয়াছিল তারই উপর।' ২৯ ঃ ৪৬

১৬। নূহের উপর তিনি যে ধর্ম ওহি করিয়াছিলেন সেই ধর্মই তোমার উপর ওহি করিয়াছেন। আর এটা সেই ধর্ম যা আমরা ইব্রাহিম মুসা ঈসার উপর ওহি করিয়াছিলাম। বেশক এই ধর্মেই তুমি ঠিক থাক। আর এতে কোন ফেরকা করিও না। ৯২ ঃ ১৩

১৭। আর তার পরে তারা ফেরকা করে নাই যতদিন তারার মধ্যে একে অন্যের বিরুদ্ধে কিনার এলেম না আসিয়াছিল। আর তোমার রবের কাছ থনে যদি কালাম না আসিত একটি মোকর্‌রর আজলের লাগি, তবে তারার বিষয় ফয়সলা হইয়া যাইত। আর তারার বাদে যারা কিতাবের ওয়ারিসি পাইয়াছে, তারার মধ্যে এ ব্যাপারে দিশাহারা শক্-সুবা পয়দা হইয়াছে। ৪২ ঃ ১৪

১৮। আর বেশক আমরা যিকির করিবার বাদে যবুরে লিখিয়া দিয়াছিলাম আমরার সালেহ্ বান্দারা দুনিয়ার ওয়ারিস হইবে। ২১ ঃ ১০৫

১৯। আর ইহুদীরা কয় : 'নাসারারা কিছু মানে না।' আর নাসারারা কয় : 'ইহুদীরা কিছু মানে না।' আর তারা কিতাব তেলাওত করে। যারা জানে না তারাই এমন কথা বলে যার মিছাল এই সব কথা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ এরার এখতেলাফ সম্বন্ধে হাকিমি করিবেন। ২ঃ ১১৩

২০। বেশক ইনসান লোকসানের মধ্যে আছে তারা ছাড়া যারা ইমান আনিয়াছে ও নেক কাজ করিয়াছে, আর হক্কের উপর ও সবুরের উপর কায়েম হইয়াছে। ১০৩ঃ ২

২১-২৩। তাঁর দিকে নযর ফিরাও, তাঁর উপর তাকওয়া কর ও সালাত কায়েম কর। আর মুশরেকরার শামিল হইও না। আর এ সব লোকের মধ্যে যারা নিজের ধর্মে ফেরকা আনিয়াছে ও দল করিয়াছে, আর হরেক দল নিজেরারটা লইয়া উল্লাস করিতেছে। ৩০ঃ ৩১-৩২

২৪। কও : 'আল্লা আমারে সিরাতুল মুস্তাকিমেই হেদায়েত করিয়াছেন। সত্য ধর্ম পাক্কা ইমানদার ইব্রাহিমের মিল্লাত। তিনি কখনও মুশ-রেকরার শামিল ছিলেন না।' ৬ঃ ১৬১

২৫। আর আল্লা ছাড়া অন্য যারারে তারা ডাকিতেছে তারারে তোমরা গাল দিও না, পাছে তারা না জানিয়া আল্লারে গাল দিয়া বসে। এই ভাবে সকল উম্মতের কাজই আমরা যার-তার পছন্দের বানাইয়াছি। তারপর তারার রবের দিকে আসিতে হইবে। তিনিই তারারে জানাইবেন তারা কি কি করিয়াছে। ৬ঃ ১০৯

সপ্তম অধ্যায়

ধর্মগ্রন্থ—কিতাব

১। এই কিতাব, এতে কোনও সুরা নাই। মুত্তাকিদের গাইড। ২ ঃ ২
২। আল্লাহ্ নাযিল করিয়াছেন অতি সুন্দর-সুন্দর কথা কিতাবের আকারে একই ধরনে। ৩৯ ঃ ২৩
৩। তুমি কি দেখ নাই, যারারে কেতাবের খানিকটা দেওয়া হইয়াছিল, তারা মিছার ব্যাপারিগিরি করিয়াছিল? আর চাহিয়াছিল যে তুমিও বিপথে যাও? ৪ ঃ ৪৪
৪। বেশক আমরা তৌরিত নাযিল করিয়াছিলাম যাতে ছিল নুর ও হেদায়েত। আর তার সাথে নবীগণরেও। ৫ ঃ ৪৪
৫। আর তারা যদি তৌরিক ও ইঞ্জিল কায়েম করিত, আর যা রবের তরফ হইতে তারার উপর নাযিল হইয়াছিল, তবে তারা বেশক মাথার উপর থনে পায়ের তলা তক ভোগ করিতে পারিত। তারার মধ্যে একদল আছে যারা ঠিক কাজ করে; আর অনেকেই আছে যারা যা আমল করে তা কুকাজ। ৫ ঃ ৬৬
৬। সব তারিফ আল্লার যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাযিল করিয়াছেন যাতে তিনি কোনও কুটিলতা ঢুকিতে দেন নাই। ১৪ ঃ ১
৭। কও; 'হে কেতাবীগণ, তোমরা ভাল কিছুর অনুসরণ করিবে না যতদিন তোমরা তৌরিত ও ইঞ্জিল কায়েম না কর, আর যা কিছু তোমরার রব থনে নাযিল হইয়াছে। ৫ ঃ ৭১
৮। বেশক এমন এক ফেরকা আছে যারা কেতাব সম্বন্ধে মিছা কথা বলে যাতে তুমি তারার কথারে কিতাবের মনে কর। অথচ উহা কিতাবের না। তারা কয়, উহা আল্লার তরফ থনে, অথচ উহা আল্লার তরফ থনে না। তারা জানিয়া-শুনিয়া আল্লার নামে মিছা কথা কয়। ৩ ঃ ৭৭
৯। বেশক আল্লা বনি-ইসরাইলরার সাথে একটি ওয়াদা করিয়াছিলেন, আর আমরা তারার মধ্যে বার জন নকিব পয়দা করিয়াছিলাম। আর আল্লা বলিয়াছিলেন: 'বেশক আমরা তোমরার সাথে আছি যদি তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর। আর আমরার রসুলরার উপর ইমান আন, আর তারার সহযোগিতা কর,

www.waytojannah.com

আর আল্লারে কর্যে-হাসানা ধার দেও। আমি তোমরারে বদকাজ থনে বাঁচাইব। বেশক তোমরারে জান্নাতে দাখিল করাইব যার নিচ দিয়া নহর বহিয়া যায়। তবে তোমরার মধ্যে যে এর পরেও কুফরি করিবে, সে সুপথ হারাইবে।' ৫ : ১২

১০। আর যারা কয়: 'আমরা নাসারা' তারারেও আমি একটা ওয়াদা দিয়াছিলাম। কিন্তু তারারে যা শিখান হইয়াছিল তার খানিকটা তারা ভুলিয়া গিয়াছিল। ফলে আল্লা তারার মধ্যে কেয়ামত-তক আদাওতি ও কিনা পয়দা করিয়াছেন। তারা কি করিয়াছে, আল্লাই তারারে খবর দিবেন। ৫ : ১৪

১১। বেশক আমরা তোমার উপর ওহি নাযিল করিয়াছি যেমন ওহি নাযিল করিয়াছিলাম নূহ ও তাঁর পরের নবীরার উপর। আর ওহি নাযিল করিয়াছিলাম ইব্রাহিম ও ইসমাইলের উপর আর ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁরার বংশের উপর, আর ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন ও সুলেমানের উপর। আর আমরা দাউদরে যবুর দিয়াছিলাম। ৪ : ১৬৩

১২। কও: 'হে কিতাবীগণ, তোমরা ও আমরার মধ্যে একটি পাকা কথা হইয়া যাক যে আমরা আল্লা ছাড়া আর কারও এবাদত করিব না ও আল্লার শরিক করিব না। আমরা একজন অপরজনকে মনিব মনে করি না আল্লা ছাড়া।' যদি তারা না মানে তবে কও: 'সাক্ষী থাক আমরা মুসলমান।' ৩ : ৬৩

১৩। হে কিতাবীগণ, ইব্রাহিম সম্বন্ধে তর্ক তুল কেন? তৌরিত ও ইনজিল তাঁর বাদে ছাড়া নাযিল হয় নাই। তবু কি তোমরা বুঝ না? ৩ : ৬৪

১৪। দেখ, তোমরা তর্ক কর সেই বিষয় সম্বন্ধে যাতে তোমরার এলেম আছে। তবে তোমরা কেন তর্ক কর সেই বিষয়ে যে সম্বন্ধে তোমরার কোন এলেম নাই? আর আল্লাই জানেন তোমরা জান না। ৩ : ৬৫

১৫। ইব্রাহিম ইহুদী ছিলেন না। নাসারাও ছিলেন না। তিনি ছিলেন মুমিন। আর তিনি মুশরেকরার শামিল ছিলেন না। ৩ : ৬৬

১৬। আমরার বান্দার উপর যা নাযিল করিয়াছি তাতে যদি তোমরার সন্দেহ থাকে, তবে এর একটি সুরার মিছাল রচনা কর, আর আল্লা ছাড়া তোমরার সাক্ষীকে দাওয়াত কর যদি সত্যবাদী হও। ৩ : ২৩

১৭। তবে তারার বরাতে দুঃখ আছে যারা নিজ হাতে কিতাব লিখিয়া কম দামের বেসাতির লাগি বলে: 'এই কিতাব আল্লার নিকট থনে।' অতএব তারার হাত যা লিখিয়াছে তার লাগি তারার কপালে দুঃখ আছে, আর যা তারা ব্যবসা করিয়াছে তার লাগি। ২ : ৭৯

১৮। আমরা যারারে কিতাব দিয়াছি তারা তেলাওত করে যেমন তেলাওত করা দরকার। আর উহার উপর তারা ইমান আনিয়াছে। আর যারা ওতে অবিশ্বাস করে লোকসান তারারই। ২ ঃ ১২১

১৯। এই কোরআন এমন না যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রচনা করিতে পারে। লেকেন ইহা আগের ঘটনা তসদিক করিয়াছে। আর রাব্বুল আলা-মিনের তরফের এই কিতাবে কোনও সন্দেহ নাই। ১০ ঃ ৩৭

২০। তারা যদি কয় : 'কোরআন কে রচনা করিয়াছে ?' বল : 'এই মিছালের রচনা-করা দশটি সুরা আন, আর আল্লা ছাড়া যারে পার দাওয়াত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' ১১ ঃ ১৩

২১। যদি তারা তোমার জবাব না দেয় তবে জানিয়া রাখ বেশক যা নাযিল হইয়াছে আল্লার এলেমেই হইয়াছে। আর তিনি ছাড়া আর কোন এলাহি নাই। তবু কি তুমি মুসলিম হইবে না ? ১১ ঃ ১৪

২২। যারা জিবরাইলের দুশমন তারারে কও, বেশক আল্লার এযিনেই সে তোমার কলবের মধ্যে উহা নাযিল করিয়াছিল আগের-আগের ঘটনা তসদিক করিয়া। আর মোমেনরার হেদায়েত ও খোশ খবর হিসাবে। ২ ঃ ৯৭

২৩। কিতাবীরার অনেকে এরাদা করে যে তুমি তোমার ইমান আনার বাদে কাফের হইয়া যাও। তারার কাছে হক যাহির হইবার বাদেও তারা নিজেরার নফসের তরফ থনে কিনা করে। তবু তুমি তারারে মাফ কর, আর যতদিন আল্লা তাঁর হুকুম লইয়া না আসেন, তারারে পরহেয কর। বেশক আল্লা সকল চিজের উপর ক্ষেমতাওয়ালা। ২ ঃ ১০৯

২৪। যারার কাছে কিতাব আসিয়াছিল তুমি যদি তারার কাছে সব আয়াতও আন, তবু তারা তোমার কেবলার তাবে হইবে না। তারা একে অপরের কেবলার তাবেও না। আর যদি তোমার নিকট এলেম আসিবার পরও তুমি তারার লালচের তাবে হও, তবে নিশ্চয় তুমি যালেমরার শামিল হইবা। ২ ঃ ১৪৫

২৫। আমরা তোমার উপর এই কিতাব নাযিল করি নাই এ ছাড়া যে যারার মধ্যে এখতেলাক আছে তারার কাছে তুমি এই বিষয় বয়ান করিবা। আর যারা ইমান আনিয়াছে তারার হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ। ১৬ ঃ ৬৪

২৬। আমরা ইহা হক্কের সহিত নাযিল করিয়াছি ও ইহা হক্কের সহিত নাযিল হইয়াছে। আর আমরা তোমারে পাঠাই নাই খোশখবর ও হুঁশিয়ারির খবরিয়া হিসাবে ছাড়া। ১৭ ঃ ১০৫

২৭। তিনিই তোমার উপর কোরআন নাযিল করিয়াছেন। এর মধ্যে আয়াত আছে যা আদেশ-মূলক। এই সবই কেতাবের বুনিয়াদ। আর আর গুলি মিছালের কাহিনী। লেকেন যারার কলবের মধ্যে বিকার আছে, তারা মিছালের অংশ অনুসরণ করে ফেতনার তালাসে ও বাতেনী মানের তালাশে। আর আল্লা ছাড়া কেউ বাতেনী মানে জানে না। ৩ : ৭

২৮। আমরা আরবী কোরআন নাযিল করিয়াছি যাতে তোমরা আক্কেল হাসিল করিতে পার। ১২ : ২

২৯। যদি কোরআন আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় নাযিল করিতাম, তবে তারা বলিত : 'কেন এর আয়াত আমরারে বুঝাইয়া দেওয়া হয় না ?' কি আরবী ও আজমী ? কও যারা ইমান আনিয়াছে, এটা তারার লাগি হেদায়েত। ৪১ : ৪৪

৩০। আয়াত থনে কোনটাই আমরা মনছুখ করি না, অথবা ভুলিয়া যাইতে বলি না। বেহতের বা ঐ মিছালের কিছু দিয়া বদল করি মাত্র। তোমরা কি জান না যে সব চিজের উপর আমার ক্ষেমতা আছে ? ২ : ১০৬

অষ্টম অধ্যায়

নবী—রসুল

১। আমরা খোশখবর ও হুশিয়ারিরূপে ছাড়া রসুল পাঠাই নাই। যারা ইমান আনিয়াছে ও নেক কাজ করে তারার লাগি কোনও খওফ্ ও দুঃখ নাই। ৬ ঃ ৪৮

২। রসুলরারে আমার খোশখবর ও হুশিয়ারির খবরিয়া হিসাবে নাযিল করিয়াছি। যাতে লোকেরা পরে আল্লার বিরুদ্ধে হুজ্জত করিতে না পারে। ৪ ঃ ১৬৫

৩। আর বেশক আমরা হরেক উম্মতের মধ্যে রসুল পাঠাইয়াছি। তোমরা আল্লার এবাদত কর। আর তারার মধ্যে কেউ কেউ হেদায়েত পাইয়াছিল। আর তারার মধ্যে কারও কারও হক্কে ছিল বিপথে যাওয়া। তবে দুনিয়া ঘুরিয়া দেখ, মিথ্যুকরার কি আকবত হইয়াছে। ১৬ ঃ ৩৬

৪। সব মানুষ এক উম্মত। তাই আল্লাহ খোশখবর ও হুশিয়ারির খবরিয়া হিসাবে নবিরারে পয়দা করিয়াছেন। আর তাঁরার সাথে কিতাব নাযিল করিয়াছেন হক্কের সাথে যাতে মানুষ বিচার করিতে পারে যেসব বিষয়ে তারার মধ্যে এখ্তেলাফ আছে। ২ ঃ ২১৩

৫। হরেক উম্মতের লাগি একজন রসুল। অতএব যখন তারার রসুল আসেন তখন ইনসাফের সাথে তারার মধ্যের বিচার হইয়া যাইবে। তারার উপর কোন যুলুম হইবে না। ১০ ঃ ৪৭

৬। বেশক তোমরারে নিজের মধ্যে থনে তোমরার লাগি রসুল আসিয়াছেন। তোমরার বিপদে তাঁর মনে কষ্ট হয়। তোমরার উপর তাঁর টান আছে। মোমিনরার উপর তিনি অতি মেহেরবান। ৯ ঃ ১২৮

৭। তারা কয় : 'একজন ফেরেশতা নাযিল করা হইল না কেন?' যদি আমরা ফেরেশতা নাযিল করিতাম তবে তার হুকুম চূড়ান্ত হইয়া যাইত. কারও কিছু বলিবার থাকিত না। ৬ ঃ ৮

৮। যদি আমরা তাকে ফেরেশতা বানাইতাম তবু বেশক তাকে একজন ব্যক্তি বানাইতাম। আর মানুষ যে লেবাস পরে তারেও সেই লেবাস পরাইতাম। ৬ ঃ ৯

৯। আর যারা অবিশ্বাসী তারা কয় : 'তার রবের থনে কোন আলামত নাযিল হয় না কেন?' বেশক তুমি সব কওমের লাগি হুশিয়ারি ও হেদায়েতের খবরিয়ামাত্র। ১৩ ঃ ৭

Contents

১০। আর তারা কয় : 'তার রবের তরফ্ থনে কোনও ইশারা নাযিল হয় না কেন ?' তবে কও : 'গায়েব শুধু আল্লার লাগি। এন্তেযার কর। আমিও তোমরার সাথে একজন এন্তেষারী।' ১০ : ২০

১১। কি ? তোমরা কি তাজ্জব হইয়াছ যে তোমরার রবের নিকট থনে যিকির আসিয়াছে তোমরারই একজনের মারফতে যে তোমরারে হুশিয়ার করিবে ও তাকওয়া করিতে বলিবে যাতে তোমরার উপর রহমত নাযেল হইতে পারে ? ৭ : ৬২

১২। কও : 'আমি তোমরার মতই একজন মানুষ। আমার উপর ওহি নাযিল হইয়াছে যে তোমরার এলাহিই একমাত্র এলাহি। যে কেউ তার রবের সাথে মোলাকাত করিতে চায় সে নেক কাজ করুক আর তার একমাত্র রবের এবাদতে শেরেকি না করুক। ১৮ : ১১০

১৩। আর আমরা তোমার আগে মানুষ ছাড়া রসুল পাঠাই নাই যার উপর ওহি নাযিল করিয়াছি। তবে আহলে-যেকেররারে পুছ কর যদি না জান। ২১ : ৭

১৪। আর বেশক আমরা তোমার আগে রসুল পাঠাইয়াছিলাম। তারারে স্ত্রী ও সন্তান দিয়াছিলাম। আর রসুলরার এমন ক্ষেমতা নাই যে তারা আল্লার এযিন ছাড়া মাজেযা দেখাইতে পারে। কারণ হরেক আজলের একটি কেতাব আছে। ১৩ : ৩৮

১৫। কও : 'আমি আমার রবের রেসালত তবলিগ করি মাত্র, আর তোমরারে নসিহত করি। আল্লার থনে আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।' ৭ : ৬২

১৬। মসিহ্-ইবনে-মরিয়ম রসুল মাত্র ছিলেন। তাঁর আগে রসুলরাও মরিয়াছেন। তাঁর মা সৎ নারী ছিলেন। তাঁরা দুইজনেই খানা খাইতেন। ৫ : ৭৫

১৭। মোহাম্মদ তোমরার কারও বাপ না। লেকেন আল্লার রসুল ও খাতেমুন্নবিইন। আর আল্লা সবই জানেন। ৩৩ : ৪০

১৮। যেদিন আল্লা সব রসুলরারে জমায়েত করিবেন, তাঁরারে বলিবেন : 'তোমরার জবাব কি ?' বলিবেন : 'আমরা কিছু জানি না। তুমিই আলেমুল গায়েব।' ৬ : ১০৯

১৯। হে কিতাবীরা, বেশক আমরার রসুল তোমরার মধ্যে পয়দা হইয়াছেন। আর তোমরা কিতাবের যা অনেক কিছু গোপন করিয়াছিলা, তা তোমরার নিকট বয়ান করিয়াছেন। আর অনেক কিছু বাদ দিয়াছেন। বেশক আল্লার কাছ থনে নুর ও পষ্ট কিতাব তোমরার কাছে আসিয়াছে। ৫ : ১৫

www.waytojannah.com

২০। আর বেশক তোমরার আগে উম্মতরার কাছে রসুল পাঠাইয়াছিলাম। তারপর তারার উপর বালা-মুসিবত চাপাইয়াছিলাম যাতে তারা বিনয়ী হয়। ৬ : ৪২

২১। যখন তারার উপর মুসিবত পড়িল তখনও তারা বিনয়ী হইল না কেন? বরং তারার কলব কঠিন হইয়াছিল। আর তারা যা করিয়াছিল শয়তান সে সব কাজ তারার চোখে সুন্দর করিয়াছিল। ৬ : ৪৩

২২। আর আমি কোনও রসুল পাঠাই নাই তার কওমের যবান ছাড়া, যাতে তিনি তারার কাছে পরিষ্কার বয়ান করিতে পারেন। ১৪ : ৪

২৩। কও : যদি জমিনের উপর ফেরেশতারা বাশেন্দারূপে চলাফিরা করিত, তবে আমরা আসমান থনে ফেরেশ্তারেই রসুলরূপে পাঠাইতাম। ১৭ : ৯৫

২৪। বেশক আমরা তোমরারে রসুল বানাইয়াছি হক্কের সহিত খোশখবর ও হুশিয়ারির খবরিয়া হিসাবে। আর একটি উম্মতও নাই যারার কাছে হুশিয়ারির খবরিয়া পাঠাই নাই। ৩৫ : ২৪

২৫। বেশক আমরা তোমরার আগেও রসুল পাঠাইয়াছি যারার কতেকের কিচ্ছা তোমরারে কহিয়াছি, কতেকের কিচ্ছা তোমারে কই নাই। আর রসুলের লাগি এটার দরকারও নাই যে আল্লার এযিন ছাড়া আলামত আনিবে। আর আল্লার হুকুম যখন আসিয়াছে হক মতেই বিচার হইয়াছে। আর যারা ওটারে অসত্য গণ্য করিয়াছে তারা ধ্বংস হইয়াছে। ৪০ : ৭৮

২৬। আলেমুল-গায়েব কারও কাছে গায়েব যাহির করেন না যারে রসুল রূপে বাছাই করিয়াছেন তারে ছাড়া। কারণ বেশক তিনি তার আগে-পিছে পাহারা রাখেন। ৭২ : ২৬

২৭। ফেরেশতা অথবা তোমরার রবের নাযিল হওয়ার দরকার নাই। অথবা মাজেযা দেখাইবারও দরকার নাই। ৬ : ১৫৯

২৮। বেশক আমি কোনও শহরে রসুল পাঠাই নাই যেখানের মালদার লোকেরা বলে নাই : 'তুমি যে খবর আনিয়াছ তাতে আমরা বিশ্বাস করি না।' ৩৪ : ৩৪

www.waytojannah.com

নবম অধ্যায়

ফেরেশতা—মালাক

১। যখন তোমরা তোমরার রবের মদদ চাও, তখন তিনি তোমরারে জবাব দেন : 'আমি তোমরারে এক হাজার ফেরেশতা দিয়া মদদ দিব এক জনের পর আরেক জন।' ৮ : ১০

২। জিবরাইলের দুশমনরারে বলিয়া দাও, সে-ই আল্লার এযিনে তোমার কলবের মধ্যে ইহা নাযিল করিয়াছিল। ২ : ৯৭

৩। যারা আল্লা, তাঁর ফেরেশতা ও তাঁর রসুলরার দুশমন, বেশক আল্লা সেই অবিশ্বাসীরার দুশমন। ২ : ৯৮

৪। তিনি তাঁর হুকুমে রুহের সাথে ফেরেশতা নাযিল করেন তাঁর বন্দারার মধ্যে যাবার উপর তিনি খুশী হন। ১৬ : ২

৫। যেদিন তারা ফেরেশতা দেখিবে, সেদিন মুজরেমরার লাগি কোনও খোশ-খবর থাকিবে না। তখন তারা বলিবে : 'এমন বেড়া ডিংগান যাইবে না।' ২৫ : ২২

৬। আর সেদিন মেঘ-শুদ্ধা আসমান ফাটিয়া যাইবে, আর ফেরেশতারারে নাযিল করার মত নাযিল করা হইবে। ২৫ : ২৫

৭। আর যারা আমরার সাথে মোলাকাতের আশা করে না, তাঁরা বলিবে : 'ফেরেশতারা কেন আমরার কাছে নাযিল হয় না? অথবা আমরার রব ?' বেশক তারা তুকাব্বরি করে নিজেরারে লইয়া। ২৫ : ২১

৮। তোমরার রব ফেরেশতারারে ওহি করিবেন : 'আমি তোমরার সাথেই আছি। যারা ইমান আনিয়াছে তারারে মযবুত কর। আর যারা কাফের তারার কলবে ডর পয়দা কর।' ৮ : ১২

৯। আর তুমি দেখিবা ফেরেশতারা আরসের চারদিকে ঘেরিয়া তারার রবের লাগি সুবহানা ও হামদু পড়িতেছে। তারার মধ্যে হক-মতেই বিচার হইতেছে। তারা বলিবে : 'হে রাব্বুল আলামিন, সব তারিফ তোমারই।' ৩৯ : ৭৫

১০। আসমান উপর থনে ফাটিয়া যাইবে। আর ফেরেশতারা তারার রবের তারিফে সুবহানা ও আস্তাগফার পড়িতে থাকিবে। আর যারা জমিনের উপরে থাকিবে তারার লাগি বেশক আল্লাই গফুরুর-রহিম। ৪২ : ৫

১১। তারিফ আল্লার যিনি আসমান জমিনের আদি স্রষ্টা, যিনি দুই তিন চার জোড়া ডানাওয়ালা ফেরেশতারারে খবরিয়া বানান। তিনি তার সৃষ্টি যেমন ইচ্ছা বাড়ান। বেশক তিনি সব চিজের উপর ক্ষেমতাবান। ৩৫ : ১

১২। দুইজন তলকিন কর্‌নেওয়ালা যখন তলকিন করে : একজন ডাইনে আরেকজন বাঁয়ে বসিয়া, তখন তার কথার একটি লফযও বগলের পাহারাওয়ালা এড়ায় না। ৫০ : ১৭ : ১৮

১৩। ফেরেশতারা ও রুহ তারার রবের এযিন লইয়া হরেক কাজে সেখানে নাযিল হয়। ৯৭ : ৫

১৪। বেশক যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তারাই ফেরেশতারারে মেয়েলী নাম দিয়া থাকে। ৫৩ : ২৭

১৫। বেশক যারা কয় : 'আমরার রব আল্লাহ্', তারপর নেক কাজে কায়েম হয়, তারার উপর ফেরেশতা নাযিল হয়। তোমরা ভয় পাইও না, মনে কষ্ট পাইও না, যে জান্নাতের দাওয়াত তোমরারে করা হইয়াছিল, তার খোশখবর লও। ৪১ : ৩০

১৬। তারা কয় : 'ওহে তুমি, যার কাছে আল্লার যিকির আসিয়াছে, তুমি বেশক পাগল।' ১৫ : ৬

১৭। 'তুমি যদি সত্যবাদীরার শামিল হও, তবে আমরার সামনে ফেরেশতা আনিতেছ না কেন ?' ১৫ : ৭

১৮। আমরা হক ছাড়া ফেরেশতা নাযিল করি না। যদি তা হইত তবে তারা ফরছুত পাইত না। ১৫ : ৮

১৯। তার বাদে ফেরেশতারারে বলিলেন : 'আদমরে সিজদা কর। তারা সিজদা করিল ইবলিস ছাড়া। সে সিজদাকারীরার শামিল হইল না। ৭ : ১১

২০। সে যখন মেহরাবের ভিতরে সালাতে দাঁড়াইয়াছিল তখন ফেরেশতারা তারে নেদা দিল : 'বেশক আল্লা তোমারে ইয়াহিয়ার খোশখবর দিতেছেন।' ৩ : ৩৮

২১। আর তখন ফেরেশতারা বলিল : 'হে মরিয়ম, বেশক আল্লা তোমারে বাছাই করিয়াছেন ও পাক-সাফ করিয়াছেন। আর সারে-আলমের আওরতরার উপরে জায়গা দিয়াছেন।' ৩ : ৪১

২২। তুমি যখন মোমিনরারে কহিতেছিলা : 'এটা কি তোমরার লাগি কাফি না যে তোমরার রব তিন হাজার ফেরেশতা নাযিল করিয়া তোমরার মদদ দিবেন ?' ৩ : ১২৪

২৩। হাঁ, তোমরা যদি সবুর ও তাকওয়া করা আর তারা যদি ফওরান তোমরার উপর ঝাপাইয়া পড়ে, তবে তোমরার রব ছয় হাজার বাছাই করা ফেরেশতা দিয়া তোমরারে মদদ করিবেন। ৩ : ১২৫

www.waytojannah.com

২৪। তার বাদে আল্লা তাঁর রসুল ও মোমিনরার উপর শান্তি নাযিল করিলেন, আর এমন একদল ফৌজ পাঠাইলেন যা তোমরা চোখে দেখিতে পাও নাই। আর কাফেররারে আযাব দিলেন। আর কাফেরার বদ্‌লা ওটাই। ৯ : ২৬

২৫। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ আল্লা তোমরারে যে নিয়ামত দিয়াছেন তার যিকির কর। যখন তোমরার উপর ফৌজ পড়িয়াছিল, তখন আমরা তারার বিরুদ্ধে তুফান ও ফৌজ পাঠাইয়াছিলাম যা তোমরা দেখিতে পাও নাই। ৩৩ : ৯

২৬। তিনি তোমরারে সালাম করেন, আর তাঁর ফেরেশতারাও যাতে তোমরার আন্ধার হইতে বাহির করিয়া নূরের দিকে নিতে পারেন। ৩৩ : ৪৩

২৭। বেশক আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর উপর সালাম করেন। ওহে তোমরা যারা ইমান আনিয়াছ, তারাও তাঁরে সালামের মত সালাম কর। ৩৩ : ৫৬

২৮। ওহে তোমরা যারা ইমান আনিয়াছ, নিজেরার ও তোমরার পরিবারের লোকের এমন আগুন থনে বাঁচাও যার লাকড়ি মানুষ ও পাথর। আর আর উপরে রহিয়াছে ফেরেশতারা যারা কড়া ও কঠোর আর যারা কখনও আদেশ অমান্য করে না, যা হুকুম হয় তাই তামিল করে। ৬৬ : ৬

২৯। আর ফেরেশতারা তারার রবের বরাবরে সুবহানা ও হামদু পড়িতেছে আর জমিনের উপর যা কিছু আছে সকলের লাগি মাফ চাইতেছে। ৪২ : ৫

৩০। আসমানে যত ফেরেশতাই থাকুক না কেন, তারার সকলের শাফায়াতেও কিছু কাজ হইবে না যদি না সে শাফায়াত আল্লার এযিনের বাদে হয়। ৫৩ : ২৬

৩১। আর আমরা ফেরেশতা ছাড়া আর কেউরে আগুনের আসহাব বানাই নাই। আর কাফেররার লাগি ফেতনা ছাড়া তারার সংখ্যা ও ঠিক করিয়া দেই নাই। ৭৪ : ৩১

www.waytojannah.com

দশম অধ্যায়

বেহেশ্‌ত—সুখধ

১। আর যারা ইমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে আমরা তারারে কায়েমী জায়গাতে দাখিল করাইব যার নিচে নহর বহিয়া যায়। তারা সেখানে পাক-সাফ সাথী পাইবে। ৪ : ৫৭

২। আর যারা আমরার আয়াতে বিশ্বাস করিবে না তারারে আমরা শীগ-গির এত ঘন-ঘন আগুনে ডুবাইব যে তারার গায়ের খাল পুড়িয়া যাইবে, আর আমরা খাল বদল করিব যাতে তারা আমরার সাজা চাখিতে পারে। ৪ : ৫৬

৩। এরাই তারা যারার বসত হইবে জাহান্নামে। সেখান থনে তারা রেহাই পাইবে না। ৪ : ১২১

৪। একদিন আমরা জাহান্নামেরে বলিব : 'তুমি পুরাপুরি ভরিয়াছ?' আর সে বলিবে : 'আরও আছে কি?' ৫০ : ৩০

৫। আর অদূরেই জান্নাত আনা হইবে মুত্তাকীরার নিকটে। ৫০ : ৩১

৬। এটাই তা যা তোমরারে ওয়াদা করা হইয়াছিল : তোমরা যারা তওবা করিয়া ফিরিয়াছিলা ও হেফাযত করিয়াছিলা। ৫০ : ৩২

৭। যারা গায়েবী রহমানরে ভয় করিয়াছিল আর তাঁর দিকে বিনয়ী কলব আনিয়াছিল। ৫০ : ৩৩

৮। তোমরা সালামতে এতে দাখিল হও। এ দিন অনন্ত। ৫০ : ৩৩-৩৪

৯। তারার লাগি তারার রবের বগলে দারুস সালাম। আর তারা যা আমল করিয়াছিল তার লাগি তিনি হইবেন তারার ওলি। ৬ : ১২৮

১০। আর আমরা তারার বুকের ভিতর থনে ব্যথার অবসান করিব। তারার নিচে দিনা নহর বাহিয়া যাইবে। তারা বলিবে : 'আলহামদুলিল্লাহ, যিনি আমরারে এই পথে পরিচালিত করিয়াছেন। আল্লার হেদায়েত না পাইলে আমরা এই পথে আসিতে পারিতাম না। বেশক এটাই সত্য যে আমরার রবের রসুল আমরারে এখানে আনিয়াছেন।' আর তারা নেদা শুনিবে : 'বেশক তোমরার সামনে জান্নাত দেখিতেছ।' ৭ : ৪৩

১১। দেখ, এরাই কি তারা যারার বিষয়ে তোমরা কসম খাইয়াছিলা যে যে এরার উপর আল্লার রহমত হইবে না? তোমরা জান্নাতে দাখিল হও। তোমরার কোনও খওফ নাই। তোমরার কোনও কষ্ট নাই। ৭:৪৯

১২। আগুনের আসহাবরা জান্নাতের আসহাবরারে ডাকিয়া বলিবে : 'আমরারে বাঁচাইবার লাগি তোমরা আমরার উপর পানি অথবা আল্লা যা কিছু রেযেক দেন, তাই ঢাল। তারা বলিবে : 'বেশক তোমরার লাগি

আল্লা ও-সব হারাম করিয়াছেন তোমরা কুফরি করিয়াছিলা বলিয়া।
৭ : ৫০

১৩। তারার রব তারারে খোশখবর দেন তাঁর রহমতের ও রেজওয়ানের ও জান্নাতের, যেখানের নিয়ামত কায়েমী। ৯ : ২১

১৪। সেখানে তারা চিরকাল বাস করিবে। বেশক আল্লার কাছে এটাই বড় আজুরা। ৯ : ২২

১৫। মোমিন নর ও মোমিনা নারীর কাছে আল্লাহ ওয়াদা করিয়াছেন চির-কাল বাসের লাগি জান্নাত যার নিচে দিয়া নহর বহিবে। আদন জান্নাতে সুন্দর সুন্দর মকান, আর আল্লার মহান রেযামন্দি। দেখ, এটাই হইবে আযিম ফয়েয। ৯ : ৭২

১৬। বেশক যে তার রবের কাছে গোনাগার হইয়া যাইবে তার লাগি জাহান্নাম যাতে সে মরিবেও না, বাঁচিবে না। ২০ : ৭৪

১৭। আর বেশক এবার সকলের লাগি জাহান্নাম ওয়াদা করা হইয়াছে।
১৫ : ৪৩

১৮। এর সাতটি দরজা আছে। হরেক দরজায় কিসিম-কিসিম বদলা।
১৫ : ৪৪

১৯। কিন্তু যে মোমিন হইয়া আসিবে, যে নেক আমল করিয়াছে, তার দর্জা উচা হইবে। ২০ : ৭৫

২০। আমি জলদি তারে দুযখের আগুনে নিক্ষেপ করিব। ৭৪ : ২৬

২১। আর কে তোমারে বুঝাইবে দুযখের আগুন কি ? ৭৪ : ২৭

২২। এটায় জেতাও রাখে না মরাও ছাড়ে না। ৭৪ : ২৮

২৩। এটা মানুষের রং বদলায়। ৭৪ : ২৯

২৪। বেশক তোমরা শক্ত আযাবও চাখিবা। কিন্তু ওটা তোমরার আমলের বদলা ছাড়া আর কিছু না। ৩৭ : ৩৮-৩৯

২৫। আল্লার খালেছ বান্দারা ছাড়া। তারার লাগি আছে মালুম-করা রেযেক। তার ফলগুলি। আর উচা সম্মান। সুখের জান্নাতে। সোফার উপরে তারা সামনা-সামনি বসিবে। তারার হাতে-হাতে ফোয়ারার পিয়ালা ঘুরিবে। ফটিকের মত সাদা ও পিনেওয়ালারার কাছে খুব সাদের। তাতে মাথা ঘুরিবে না। নিশাও হইবে না।
৩৭ : ৪০-৪৭

২৬। এটা একটা যিকির। বেশক মুত্তাকীরার লাগি আছে মনোরম জায়গা। অফুরন্ত আরামের জান্নাত যার দরজা সব সময়ে খোলা। তাতে তারা তাকিয়া হেলান দিয়া বসিবে। অনেক ফল ও শরাবের দাওয়াত পাইবে। আর তারার পাশে থাকিবে সমান বয়সের লাজুক কুমারীরা। ৩৮:৪৯-৫৩

২৭। বেশক মুত্তাকীরা থাকিবে জান্নাত ও ফোয়ারার মধ্যে। তাতে দাখিল হইয়া যাও সালামতে ও আমানে। ১৫ ঃ ৪৫-৪৫

২৮। আর আমরা তারার বুকের মধ্যে থনে কিনা সাফ করিয়া দিব সোফায়-বসা ভাই এরা যেমন মোকাবেলা করে। ১৫ ঃ ৪৭

২৯। তাঁরা আদন জান্নাতে দাখিল হইবে। সেখানে তারা সোনা ও মতির বালায় সাজিবে। তারার লেবাস হইবে রেশমের। আর তারা বলিবে : আলহামদুলিল্লাহ যিনি আমরারে দুঃখ থনে সরাইয়াছেন। বেশক তিনি মাফকরনেওয়ালা ও সমঝদার যিনি তাঁর ফযলে আমরারে কায়েমী মকানে বহাল করাইয়াছেন। এখানে কোন মেহনত আমরারে ছুইবে না, তকলিফ আমরারে হয়রান করিবে না। ৩৫ ঃ ৩৩-৩৪

৩০। তবে যারা কুফরি করিবে তারার লাগি হইবে আগুনের পোশাক। তারার মাথার উপর ঢালা হইবে ফুটন্ত পানি যাতে তারার পেটের ও চামড়ার ভিতরের সবই গলিয়া যাইবে। তার উপর পড়িবে লোহার মুগুর ২২ ঃ ১৯-২১

৩১। বেশক আল্লা মোমিনরারে ও নেক আমলকারীরারে দাখিল করিবেন জান্নাতে যার নিচে নহর বহিবে। তারা সোনার বালা ও রেশমের লেবাস পরিবে। ২২ ঃ ২৩

৩২। তবে কেউই জানে না তার আমলের বদলা তার চোখ-জুড়ানো কি চিজ গোপন রাখা হইয়াছে। ৩২ ঃ ১৭

www.waytojannah.com

একাদশ অধ্যায়

বিচারের দিন—কিয়ামত

১। সব নফসই মউত চাখিবে। আর শুধু কিয়ামতের দিনে তোমরা উপযুক্ত বদলা পাইবে। সেই আগুন থনে বাঁচিবে ও জান্নাতে দাখিল হইবে কেবল সে-ই যে ফয়েয হাসিল করিয়াছে। ৩ : ১৮৫

২। বেশক সে সময় আসিবে, তাতে কোনও সন্দেহ নাই। বেশক আল্লা তোমরারে কবর থনে আবার জাগাইবেন। ২২ : ৭

৩। শিংগায় ফুঁ দেওয়া হইবে। তারপর দেখ তারা কবর থনে দৌড় দিবে তারার রবের দিকে। ৩৬ : ৫১

৪। তারা বলিবে : 'আমরার মন্দ বরাত। কে আমরারে আবার জাগাইল আমরার আরামের বিছানা থনে?' রহমান যে ওয়াদা করিয়াছিলেন এটা তাই। আর নবীরার কথা সত্য ছিল। ৩৬ : ৫২

৫। এটা একটি মাত্র দমকের বেশী হইবে না। তারপর দেখ : তারা জমাতে আমরার সামনে হাযির হইবে। ৩৬ : ৫৩

৬। না আমি কিয়ামতের দিনের কসম খাইতেছি। ৭৫ : ১

৭। আর না আমি অনুতাপী নফসের কসম খাইতেছি। ৭৫ : ২

৮। ইনসান কি হিসাব করে যে আমরা তার হাড্ডি জমা করিতে পারি না? ৭৫ : ৩

৯। হাঁ, আমরার ক্ষমতা আছে তারার আংগুলগুলি তক পুরা করিবার। ৭৫ : ৪

১০। সে সওয়াল করে : 'কিয়ামতের দিন কবে আসিবে?' ৭৫ : ৬

১১। অবশেষে যেদিন নযর বাকিক হইয়া যাইবে। ৭৫ : ৭

১২। আর চান হইবে আন্ধার। ৭৫ : ৮

১৩। আর চান-সুরুজ জমা হইয়া যাইবে। ৭৫ : ৯

১৪। সেদিন ইনসান বলিবে : 'পানা কই?' ৭৫ : ১০

১৫। কিছুতেই না। কোনও নিরাপদ জায়গা নাই। ৭৫ : ১১

১৬। সেদিন তোমরার রবের কাছেই হইবে জিরাইবার একমাত্র জায়গা। ৭৫ : ১২

১৭। সেদিন ইনসানকে বলা হইবে : 'যা কিছু পিছনে রাখিয়াছ, সামনে আন।' ৭৫ : ১৩

১৮। হাঁ, ইনসান হইবে নিজেরই নফসের সাক্ষী। ৭৫ : ১৪

১৯। যদিও সে ওযর দেখাইবে। ৭৫ : ১৫

২০। শিংগায় ফুঁ দেওয়া হইবে। এটা সেই সাজার দিন। ৫০ : ২০

www.waytojannah.com

২১। আর হরেক নফ্স বাহির হইয়া আসিবে। হরেকের সাথে থাকিবে একজন করিয়া রাখাল ও সাক্ষী। ৫০ : ২১

২২। তোমরা অবশ্যই এই ব্যাপারে গাফেল ছিলা। আজ তোমরার পর্দা উঠাইয়াছি। এই দিনে তোমরার নযর তেজ হইবে। ৫০ : ২২

২৩। তারপর সেইদিন কারও উপর যুলুম হইবে না। আর তোমরা যা-যা করিয়াছ তার বদলা ছাড়া আর কিছু পাইবা না। ৩৬ : ৫৪

২৪। সেদিন আমরা আসমান-জমিন উঠাইয়া ফেলিব যেমন করিয়া কাগজের দিস্তা গুটান হয়। আমরা পয়লা যেমন করিয়া পয়দা করিয়াছিলাম, আবার তেমনি পয়দা করিব, এটা আমরার ওয়াদা। বেশক আমরা ওয়াদামাফিক কাজ করিব। ২১ : ১০৪

২৫। তারপর যখন শিংগায় ফুঁ দেওয়া হইবে সেদিন তারার মধ্যে কোন নসব থাকিবে না। আর তারা একে অপরের হাল-পুরছিও করিবে না। ২৩ : ১০১

২৬। তারপর যারার ওজন ভারি হইবে, তারাই ফালাহ্ হাসিল করিবে। ২৩ : ১০২

২৭। আর যারার ওজন হাল্কা হইবে, তারার নফসগুলি জাহান্নামে হামেশার লাগি হারাইয়া যাইবে। ২৭ : ১০৩

২৮। তারা তোমারে কিয়ামতের কথা সওয়াল করে : 'কবে সেদিন আসিবে ?' বল : 'বেশক সে এলেম শুধুমাত্র তোমরার রবেরই আছে। তিনি ছাড়া সে দিনের কথা আর কেউ বলিতে পারে না। সেটা হইবে আসমান-জমিনে একটা বিরাট ব্যাপার। আতেক্কা ছাড়া সেটা হইবে না।' ৭ : ১৮৭

২৯। সেদিন যখন হরেক নফসকে তারার এমাম সহ আমরা ডাক দিব, সেদিন যারার ডান হাতে কিতাব দেওয়া হইবে, তারা সে আমলনামা পড়িবে। তারার উপর কিছুমাত্র বেইনসাফ হইবে না। ১৭ : ৭১

৩০। মহা বিপদ তারার দুঃখের কারণ হইবে না। ফেরেশতারা তারার সাথে মোলাকাত করিবে : 'এটা তোমরার দিন যাতে তোমরারে দাওয়াত করা হইয়াছিল।' ২১ : ১০৩

www.waytojannah.com

দ্বাদশ অধ্যায়

উপাসনা—এবাদত

১। আর আমি জ্বিন ও ইনসান পয়দা করি নাই আমার এবাদতের লাগি ছাড়া। ৫১ : ৫৬

২। তোমরার রবের কাছে দোওয়া কর মিনতির সাথে ও গোপনে। ৭ : ৫৫

৩। আসমান ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে সবাই আল্লাকে সেজদা করে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়। তারার ছায়ারাও সকালে ও সন্ধ্যায়। ১৩ : ১৫

৪। তোমরা কি দেখিতে পাও না যে আসমান-জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে সবাই আল্লার নাম যপ করে? আর মেলানো-ডানাওয়ালা পাখীরাও। হরেকেই জানে তাঁর সালাত ও তসবিহ। আর আল্লা জানেন তারা কি করে। ২৪ : ৪১

৫। তবে তোমরা আমার যিকির কর, আমরা তোমরার যিকির করিব। আমরার ঠাঁই শোকর কর। বেইমান হইও না। ২ : ১৫২

৬। আর তোমরার রব বলিয়াছেন: 'আমারে দাওয়াত কর, আমি তোমরার জবাব দিব। বেশক, যারা তুকাব্বরি করে আমরার এবাদতের উপরে, তারা জাহান্নামে দাখিল হইবে বেইযযতির সাথে।' ৪০ : ৬০

৭। যারা দাঁড়াইয়া ও বসিয়া ও শুইয়া আল্লার যিকির করে, আর আসমান জমিনের সৃষ্টি সম্বন্ধে যিকির করে: 'হে আল্লা! তুমি এ সব নাহক পয়দা কর নাই। তোমারই জয় হউক। আমরারে আগুনের আযাব থনে বাঁচাও।' ৩ : ১৯২

৮। তারার রব জবাব দেন: 'তোমরার একটি আমলও আমি নষ্ট হইতে দিব না।' ৩ : ১৯৫

৯। যখন আমার বান্দারা তোমারে সওয়াল করে, তখন আমি তারার কাছেই থাকি। আমি হরেকের দোওয়ার জবাব দেই যখন তারা দোওয়া করে। তারাও যেন আমার কথা শুনে আর আমার উপর ইমান আনে যাতে তারা সিধা পথে চলিতে পারে। ২ : ১৮৬

১০। যারা তওবা করে ও হামদ পড়ে, রোযা রাখে, রুকু-সেজদা করে ও নেক কাজে আদেশ দেয়, কুকাজ মানা করে, আল্লার হদ্ হেফাযত করে, সেই মোমিনরারে খোশখবর দেও। ৯ : ১১২

১১। আর আসমান ও জমিনের গায়েব আল্লার কাছে। আর সব চিজ যায় তাঁরই কাছে। তাঁর উপর তাওয়াক্কুল কর। আর তুমি যা কিছু কর তোমার রব সেদিকে গাফেল নন। ১১ ঃ ১২৩

১২। তাঁরই দিকে দাওয়াত হক্কের। আর যারা তাঁর থনে ভিন্ন জনের কাছে দোওয়া করে, তারার কারো কাছে জবাব পাইবে না যেমন পাইবে না যদি কেউ পানির দিকে হাত বাড়ায় যাতে পানি তার মুখে আসে যে পানি তার মুখে পোঁছে না। কাফেররার দোওয়া এমনি ভুল পথে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই না। ১৩ ঃ ১৪

১৩। কও : আল্লার কাছেই দোওয়া কর, আর রহমানের কাছেই দোওয়া কর যে নামেই দোওয়া কর, সব ভাল-ভাল নাম তাঁরই। আর তোমরার সালাতে চিল্লাইও না, আবার চুপি-চুপিও পড়িও না। এর মাঝামাঝি পথ ধর। ১৭ ঃ ১১০

১৪। তোমরার উপর যে ওহি হইয়াছে তার থনে তেলাওত কর। আর সালাত কায়েম কর। কারণ সালাত ফাহেশা ও বদ কাজ থনে দূরে রাখে। আর আল্লার যিকির বড় কাজ। আর তুমি কি কর, আল্লা জানেন। ২৯ ঃ ৪৫

১৫। গতিকে ঐসব মুসুল্লির বরাতে দুঃখ আছে যারা লোক দেখানোর জন্য করে ও ছোট ছোট মদদ মানা করে। ১০৭ ঃ ৪-৭

১৬। সালাতের হেফাযত কর, আর সালাতুল-উস্তা। আর আল্লার সামনে খাড়া হও দিনদারের মত। ২ ঃ ২৩৮

১৭। আর দিনের দুই তরফের সালাত কায়েম কর, আর রাত আসার সময়ে। বেশক নেক কাজ বদ কাজকে তাড়াইয়া দেয়। এটাই যাকেররার যিকির। ১১ ঃ ১১২

১৮। সালাত কায়েম কর সুরুজ কাৎ হওয়ার সময় থনে রাতের আন্ধার আসাতক। আর ফজরের কেরাত। বেশক ফজরের কেরাতের সাক্ষী থাকে। ১৭ ঃ ৭৮

১৯। আর তুমি সালাত কায়েম কর ও যাকাত দেও। আর যারা রুকুতে গিয়াছে তারার সাথে রুকুতে যাও। ২ ঃ ৪৩

২০। আর তুমি সালাত কায়েম কর ও যাকাত দেও। তুমি তোমার নফসের লাগি যা কিছু নেক কাজ আগে পাঠাইবা সবই আল্লার নিকট জমা থাকিবে। ২ ঃ ১২০

২১। কও : তোমরারে কি আমরা এর থনে অনেক ভাল খোশখবর দিব? মুত্তাকীরার লাগি তারার রবের নিকট আছে জান্নাত যার নিচে নহর বহিতেছে। সেখানেই তারার চিরবসতি। পাক-সাফ সংগীরার সাথে।

www.waytojannah.com

আর আল্লার তরফ থনে রেযামন্দি। এবাদত-কারীরার উপর আল্লার নযর আছে। ৩ ঃ ১৫

২২। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ তোমরা সালাতের কাছে যাইও না যখন তোমরা মাতাল থাক যতখন না তোমরা যা কও তা জান। আর না, যদি তোমরা নাপাক থাক যতখন না গোসল কর। অবশ্য যদি পথ চলিতে না থাক, আর যদি অসুস্থ থাক অথবা যদি সফরে থাক। আর যদি কেউ পায়খানা থনে আসিয়া থাক, অথবা যদি তোমরা আওরত ছুইয়া থাক, আর যদি পানি না পাও, তবে পাক-সাফ মাটি দিয়া তৈয়েম্মুম কর ও হাত ও মুখ মুসেহ্ কর। বেশক আল্লা গোনা মাফ করেন। ৪ ঃ ৪৩

২৩। যদি তোমার খওফ থাকে তবে পায়ের উপর অথবা রেকাবের উপর। তারপর যখন নিরাপদ হও তখন আল্লার যিকির কর যেমন তোমরারে তিনি শিখাইয়াছেন যা তোমরা আগে জানিতা না। ২ ঃ ৩৯

২৪। ওহে যে কাপড় মুড়ি দিয়া আছ, উঠিয়া দাঁড়াও রাতের বেলার খানিকটা বাদ দিয়া, আধারাত এবং তার থনেও কিছু কম, অথবা তার উপর কিছু বেশী। আর ইলহানে কোরআন তেলাওয়াত কর তেলাওত করার মত। বেশক জলদি তোমার উপর একটি দামী কওল বর্তাইবে। ৭৩ ঃ ১-৫

২৫। বেশক রাত জাগায় ভাব জমাট হয় ও কথা সুগঠিত হয়। বেশক দিনের বেলা তোমরার অনেক কাম-কাজ থাকে। তবু তোমার রবের এছেম যিকির করিও। তাঁর দিকে সারা অন্তর বিলাইয়া দিও। ৭৩ঃ৬-৮

২৬। আর তোমরা হজ ও ওমরা পালন কর। যদি তা না পার তবে সহজের মধ্যে কোরবানি কর। ২ ঃ ২৯৬

২৭। মানুষের মধ্যে হজের আযান দেও, তারা তোমার কাছে হাঁটিয়া আসিবে অথবা হরেক রকমের উটে চড়িয়া। আর আসিবে তারা হরেক গহিন গিরি-পথে। ২২ ঃ ২৬

২৮। রমযান মাস। এই মাসে কোরান নাযিল হইয়াছে মানুষের হেদায়েত রূপে। ও হক-না-হকের ফরককারী হিসাবে। গতিকে তোমরার মধ্যে যারা মাস দেখিবা রোযা রাখিবা। আর কেউ অসুস্থ অথবা সফরে থাকিলে বাদে অন্য সময় সমান মুদ্দত। আল্লা তোমরার সুবিধা চান। তিনি অসুবিধা চান না। ২ ঃ ১৮৫

২৯। ওহে যারা ইমান আনিয়াছে তোমরার লাগি সিয়াম বিধান করা হইয়াছে যেমন হইয়াছিল তোমরার আগের লোকরার উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া করিতে পার। ২ ঃ ১৮৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তকদির ও আমল

১। হরেক ব্যক্তি যার-তার কামাই এর রেহানে বান্ধা। ৭৪ : ৩৮

২। তোমরার উপর যত মুসিবত হইয়াছে সবই তোমরার হাতের কাজের ফল। অনেকগুলিই তিনি মাফ করিয়া দিয়াছেন। ৪২ : ৩০

৩। আল্লা তারার উপর যুলুম করেন নাই। তারা নিজেরাই নিজের উপর যুলুম করিয়াছে। ৩০ : ৯

৪। যারা বদ কাজ করিবে তারার আকবত খারাব হইবে, যারা আল্লার ইশারাকে মিথ্যা বলিয়াছিল ও ঠাট্টা করিয়াছিল। ৩০ : ১০

৫। তোমার যাকিছু ভাল ঘটে, সবই আল্লার থনে। খারাব যাকিছু ঘটে, সবই তোমার নিজের থনে। ৪ : ৭৯

৬। হরেক ইনসানের বরাত আমরা কিতাবের মত তার গলায় বাঁধিয়া দিয়াছি। কিয়ামতের দিন আমি তা বাহির করিব, তারা তা মেলাম দেখিবে। ১৭ : ১৩

৭। দুনিয়ায় কোনও মুসিবত আসে না যা আমরা আগেই একটি কিতাবে লিখিয়া রাখি নাই। বেশক এটা আল্লার লাগি খুবই সহজ কাজ। ৫৭ : ২২

৮। একের বোঝা আরেকজন বহিতে পারে না। যদি ভারি বোঝাওয়ালা আরেকজনরে ডাকে, নিকট আত্মীয় হইলেও তার সে বোঝা বহিবে না। ৩৫ : ১৮

৯। তার বাদে সেদিন কেউরেও যুলুম করা হইবে না কোনও বিষয়ে। তুমি বদলা পাইবে তুমি যা করিয়াছ তারই। ৩৬ : ৫৪

১০। যে নেক কাজ করে, সে তার নিজেরই উপকার করে। আর যে বেইনসাফ করে সে করে তার নিজের উপরেই। তোমার রব তোমার উপর কোন যুলুম করেন না। ৪১ : ৪৬

১১। আল্লা কখনও যর্‌রা পরিমাণ বেইনসাফ করেন না। যদি কোন নেক কাজ করা হইয়া থাকে, আল্লা তার তিনগুণ করেন। আর নিজের তরফ থনে বড় আজুরা দিয়া থাকেন। ৪ : ৪০

১২। যে ব্যক্তি কোন নেক কাজের সুপারিশ করিবে সে ঐ নেক কাজের শরিক হইবে। আর যে ব্যক্তি বদ কাজের সুপারিশ করিবে, সে ঐ বোঝার শরিক হইবে। ৪ : ৮৫

১৩। যে ব্যক্তি নেক কাজ করিবে, সে তার দশগুণ সওয়াব পাইবে। আর যে ব্যক্তি বদ কাজ করিবে, সে তার সাজা পাইবে। তারার উপর কোন বেইনসাফ হইবে না। ৬০ : ১৬০

১৪। এমন কোনও চিজ নাই যার খাযাঞ্চিখানা আমরার কাছে না। আর আমরা সে চিজ নাখিল করি ঠিক-করা পরিমাণ মত। ৩৫ : ১০

১৫। তোমরা কি হিসাব কর তোমরা অমনি-অমনি জান্নাতে দাখিল হইবে? আর তোমরার আগে যারা গুযারিয়া গিয়াছে তারার মিসালে তোমরার উপর কিছু ঘটিবে না? তারাও দুঃখ-কেলেশে পড়িয়াছিল। আর এমন ঘল্‌ঘলা পয়দা হইয়াছিল যাতে রসুলেরা ও যারা ঈমান আনিয়াছিল তারাও বলিয়াছিল; 'আল্লার মদদ আসিবে করে?' হায়! আল্লার মদদ কাছেই ছিল। ২ : ২১৪

১৬। আর বেশক আমরা জাহান্নামের লাগি অনেক জিন ও ইনসান পয়দা করিয়াছি। তারার কলব আছে যা বুঝে না, তারার চোখ আছে যা শুনে না। ওরা পশুর মত। না, তারার থনেও গুমরাহ্। ওরা গাফেল। ৭ : ১৭৯

১৭। আর আমরা কোন ব্যক্তিরে বোঝা দেই না তার সাধ্যের বেশী। আর আমরার কাছে কিতাব আছে যাতে হকের সাক্ষী দেয় যে তারার উপর যুলুম করা হইবে না। ২৩ : ৬২

১৮। আল্লাহ্ যারে মদদ দিতে এরাদা করেন, তারে মদদ দেন। তিনিই ক্ষেমতাবান ও বিচারক। ২৫ : ৫

১৯। বল. আমাদের কোনও বিপদ হইবে না আল্লা যা লিখিয়াছেন তা ছাড়া। তিনিই আমরার মওলা। আর আল্লার উপর ভরসা করাই মোমিনরার উচিৎ। ৯ : ৫১

২০। বেশক আমরা ইনসান পয়দা করিয়াছি নুৎকার মিশাল হইতে। আমরা তারে পরখ করিতে চাই। গতিকে আমরা তারে চোখ ও কান দিয়াছি। ৭৬ : ২

২১। বেশক আমরা তারে পথের হেদায়েত করিয়াছি। সে ইমানদারও হইতে পারে, বেইমানও হইতে পারে। ৭৬ : ৩

২২। গতিকেই হরেকের লাগি যার-তার আমল অনুসারে দর্জা রহিয়াছে। আর সকলকে তারার আমল মোতাবেক বদলা দেওয়া হইবে। আর তারার উপর কোন বেইনসাফ হইবে না। ৪৬ : ১৯

২৩। কোনও বারবরদারই অপরের বোঝা বহিবে না। ৫৩ : ৩৮

২৪। আর বেশক ইনসান যার লাগি চেষ্টা করে তা ছাড়া আর কিছু পাইবে না। ৫৩ : ৩৯

২৫। এই এই কারণে যে আল্লা কোনও কওমকে যে নিয়ামত এনাম দিয়াছেন তার বদল করেন না, যতদিন তারা নিজেরা তা বদল না করে। ৮ : ৫৩

২৬। বেশক আল্লার কোনও কওমের অবস্থা পালট করেন না যতদিন তারা নিজেরা পালট না করে। আর আল্লা যখন কোনও কওমকে সাজা দিবার এরাদা করেন, তখন তা রদ করিবার কিছু নাই। আর তিনি ছাড়া আর কেউ তারার ওলি হইতে পারে না। ১৩ : ১১

২৭। আল্লা তোমরার কাছে বয়ান করিতে ও তোমরার আগে যারা গুযারিয়া গিয়াছে তার পথে হেদায়েত করিতে, এরাদা করেন। আর তোমরার দিকে ফিরিতে চান। আর আল্লা জ্ঞানী ও বিচারক। ৪ : ২৬

২৮। আর আল্লা এরাদা করেন তিনি তোমরার দিকে তাকান। আর যারা শাহাওতের তাবে হইয়াছে তারার থনে তোমরা বড় রকমের দূরে সরিয়া যাও, এটাও তিনি চান। ৪ : ২৭

২৯। যারা আমরার আয়াতকে মিছা বলিবে তারা আন্ধারে কালা ও বোবা। যারারে চান আল্লা বিপথে চালান, আর যারারে চান তিনি সিধা পথে চালান। ৬ : ৩৯

৩০। না, তাঁর কাছেই তোমরা দোওয়া কর যাতে, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে মাফ করিতে পারেন যা তোমরা চাইতেছ, অথবা তোমরা যাতে শেরেকি ভুলিতে পার। ৬ : ৪১

www.waytojannah.com

চতুর্দশ অধ্যায়

শয়তান ও ওয়াছওয়াছা

১। যদি শয়তানের কোনও ওয়াছওয়াছা তোমারে হামেলা করে, তবে তুমি আল্লার কাছে পানা চাও। বেশক তিনি শুননেওয়ালা জ্ঞানী। ৭ ঃ ২০০

২। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ. তোমরা পুরাপুরি শান্তিতে দাখিল হও। আর শয়তানের কদমের তাবে হইও না। বেশক সে তোমরার খোলাখুলি দুশমন। ২ ঃ ২০৮

৩। তার বাদে আমরা ফেরেশতারারে বলিলাম : তোমরা আদমরে সেজদা কর। তখন তারা সেজদা করিল ইবলিশ বাদে। সে সাজেদিনের মধ্যে শামিল হইল না। ৭ ঃ ১১

৪। আল্লা কহিলেন : 'আমরা যখন তোমারে সিজদা করিতে বলিয়াছিলাম তখন কিসে তোমাকে বারণ করিয়াছিল ?' সে বলিল ঃ 'আমি তার থনে উত্তম। তুমি আমারে আগুন থনে বানাইয়াছ। তারে বানাইয়াছ মাটি থনে। ৭ ঃ ১২

৫। কহিলেন : 'তুমি এখান থনে নামিয়া যাও। এখানে থাকিয়া তোমার তুকাব্বরি করা চলিবে না। গতিকেই তুমি বাহির হইয়া যাও। বেশক তুমি অধমরার শামিল হইলা।' ৭ ঃ ১৩

৬। কহিল ঃ 'আমারে অবকাশ দাও সেই দিনতক যেদিন তারারে আবার জাগান হইবে।' ৭ ঃ ১৪

৭। কহিলেন : 'বেশক তুমি অবকাশওয়ালারার শামিল হইবা।' ৭ ঃ ১৫

৮। বলিল : 'যেহেতু তুমি আমারে কুপথে ফেলিয়া দিয়াছ সেই হেতু তোমার ছিরাতুলমুস্তাকিমে তারার অপেক্ষায় আমি ওৎ পাতিয়া থাকিব। ৭ ঃ ১৬

৯। 'তার বাদে সেখান থনে আমি তারারে সামনে থনে, পিছন থনে, ডাইন থনে ও বায় থনে হামলা করিব। আর তুমি তারার আকছার লোকেরে শোকরগোযার পাইবা না।' ৭ ঃ ১৭

১০। বলিলেন : এখান থনে তুমি বাহির হইয়া যাও ঘৃনিত ও বিতাড়িত হিসাবে। তারার মধ্যে থনে যে তোমার তাবে হইবে, তারার সকলকে দিয়া জাহান্নাম ভরিব। ৭ ঃ ১৮

১১। তার শয়তান তারারে ওয়াছওয়াছা দিল তারার দুইজনের নিকট থনে শরমের যা গোপন রাখা হইয়াছে তা দেখাইতে। আর বলিল ঃ 'তোমরার রব তোমরারে ঐ গাছের কাছে যাইতে বারণ করেন নাই সেওয়ায় যাতে তোমরা ফেরেশতা হইতে না পার, অথবা চিরজীবী হইতে না পার।' ৭ ঃ ১৯

১২। আর সে তারার দুইজনের কাছে কসম খাইল যে সে তারার হিতকামী-রার একজন। ৭ : ২০

১৩। এইভাবে সে ফাঁকি দিয়া তারার পতন ঘটাইল। তারা যখন গাছের ফল চাখিল তখন তারার শরম ন্যাংটা হইয়া গেল ও তারা জান্নাতের পাতা দিয়া নিজেরারে ঢাকিতে লাগিল। আর তারার রব তারারে নেদা করিলেন : 'আমি কি তোমরারে ঐ গাছের নিকট যাইতে মানা করি নাই? আর বলি নাই যে শয়তান তোমরার খোলাখুলি দুশমন?' ৭ : ২১

১৪। তারপর শয়তান তারার পতন ঘটাইল আর তারারে বাইর করা হইল সেখান থনে যেখানে রাখা হইয়াছিল। ২ : ৩৬

১৫। শুধু শয়তানই তোমরারে সলা দেয় তার সংগীরারে ডরাইতে। তবে তোমরা তারারে ডরাইও না। তোমরা যদি মোমিন হও, তবে আমারেই ডরাও। ৩ : ১৭৪

১৬। আল্লা তারে লান্নত দিয়াছেন। আর সে বলিয়াছে : 'বেশক তোমার বান্দারার মধ্যে থনে এক হিস্‌সাকে আমি সরাইয়া নিব।' ৪ : ১১৮

১৭। 'আর নিশ্চয় আমি তারারে কুপথে লইয়া যাইব। তারার মধ্যে দুরাশা জাগাইব। আর আমি তারারে পশুর কান ছেদা করিতে বলিব। আর নিশ্চয় আমি আল্লার সৃষ্টির চেহারা বদলাইতে বলিব।' ৪ : ১১৯

১৮। আর যে আল্লার বদলে শয়তানরে তার মুরুব্বী বানাইবে বেশক সে লোকসানের মত লোকসান পোহাইবে। ৪ : ১২০

১৯। সে তারার কাছে ওয়াদা করে ও আশা জাগায়। আর শয়তানের ওয়াদা ফাঁকি ছাড়া কিছু না। ৪ : ১২১

২০। হে বনি আদম, শয়তানকে তোমরার মধ্যে ফেতনা পয়দা করিতে দিও না, কারণ সেই তোমরার বাপ-মাকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়াছিল।

২১। সে তারার লেবাস খুলিয়া ফেলিয়াছিল যাতে সে তারার শরম দেখাইতে পারে। সে তারপর নিশ্চয়ই তোমরারে দেখিতে পায় এমন জায়গা থনে যেখানে তোমরা তারে দেখিতে পাও না। বেশক আমরা শয়তানরে কাফেররার ওলি বানাইয়াছি। ৭ : ২৭

২২। আর বল : 'হে আমার রব, আমি তোমারই পানা চাই শয়তানের ওয়াছওয়াছা থনে।' ২৩ : ৯৭

২৩। 'আর আমি তোমার পানা চাই পাছে তারা আমার সামনে হাযির হয়।' ২৩ : ৯৮

২৪। পরিশেষই ফেরেশতারা সকলে জমাতে সেজদা করিল ইবলিস ছাড়া। বেশক সে সাজেদিনের শামিল হইল না। ১৫ : ৩০-৩১

২৫। বলিলেন : 'হে ইবলিস, সাজেদিনের শামিল না হওয়ার তোমার অজুহাত কি ?' ১৫ : ৩২

২৬। বলিল : 'যে মানুষকে তুমি কালা মাটির ডৌল-করা কাদা থনে বানাইয়াছ, তারে আমি সিজদা করিতে পারি না।' ১৫ : ৩৩

২৭। তিনি বলিলেন : 'তবে তুমি এখান থনে বাহির হইয়া যাও। বেশক তুমি বিতাড়িত হইলা।' ১৫ : ৩৪

২৮। 'আর বেশক কিয়ামতের দিন তক্ তোমার উপর লান্নত দেওয়া হইল।' ১৫ : ৩৫

২৯। বলিল : 'হে রব, তবে আমারে তুমি কিয়ামতের দিন তক অবকাশ দেও।' ১৫ : ৩৬

৩০। বলিলেন : 'বেশক তুমি অবকাশওয়ালারার শামিল হইলা মালুমদিন তক্।' ১৫ : ৩৭-৩৮

৩১। বলিল : 'হে রব যেহেতু তুমি আমারে গুমরাহ্ করিয়াছ, আমি দুনিয়ারে লোভনীয় করিব। আর আমি তারার সবাইকে গুমরাহ্ করিব।' ১৫ : ৩৯

৩২। আমি কি তোমরারে বলি নাই, শয়তানরা কার উপর নাযিল হয় ? ২৬ : ২২১

৩৩। তারা নাযিল হয় হরেক মিথ্যুক বদমায়েশের উপর। ২৬ : ২২১

www.waytojannah.com

দ্বিতীয় ভাগ

সংসার জীবন

www.waytojannah.com

প্রথম অধ্যায়

মা-বাপ

১। আর তোমার রব বিধান করিয়াছেন যে আল্লার এবাদত কর ও বাপ-মার উপর এহসান কর। যদি তারার উভয়েই বা একজন বুড়া হয়, তবে তুমি দিকদারি যাহির করিও না ; তম্বি করিও না। আর তারার সাথে দরদী ভাষা ব্যবহার করিও। ১৭ : ২৩

২। আর তারার দিকে তোমরা বিনয়ের ডানা নিচু কর ও বল : 'হে রব এঁরা আমার ছেলেবেলা আমারে যেমন পালন করিয়াছেন তুমি এরার উপর তেমনি রহমত কর।' ১৭ : ২৪

৩। আর আমরা ইনসানকে ওসিয়ত করিয়াছি, বাপ-মার উপর এহসান করিতে। কিন্তু তারা যদি তোমারে শেরেকি করিতে বলে, যার বিষয় তোমার কোনও এলেম নাই, তবে তারারে তুমি মানিও না। ২৯ : ৮

৪। আর আমরা ইনসানকে ওসিয়ত করিয়াছি তার বাপ-মার বিষয়ে। তার মা তারে পেটে ধরিয়াছে বেহুশের উপর বেহুশ হইয়া। আর দুই বছর ধরিয়া বুকের দুধ খাওয়াইয়া। বেশক আমরার ও বাপ-মার বরাবরে শোকরিয়া জানাও। ৩১ : ১৪

৫। আর যদি তারা তোমারে দিয়া শেরেকি করাইবার চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোনও এলেম নাই, তবে তুমি তারারে মানিও না। তবু দুনিয়ার কাজে সহানুভূতির সাথে তারার সহবতে থাকিও। আর তারার রাস্তায় চলিও যারা আমার দিকে আসিয়াছে। ৩১ : ১৫

৬। আমরা ইনসানরে ওসিয়ত করিয়াছি বাপ-মার উপর এহসান করিতে। তার মা তাকে পেটে ধরিয়াছে বেদনার মধ্যে, তারে প্রসব করিয়াছে বেদনার সাথে, পেটে ধরিতে ও বুকের দুধ খাওয়াইতে তিরিশ মাস লাগিয়াছে। অবশেষে সে যখন পূর্ণ সাবালক হয় ও চল্লিশ বছর বয়স হয় সে বলে : 'হে রব, আমারে তৌফিক দেও যাতে আমারে ও আমার বাপ-মারে যে নিয়ামত তুমি দিয়াছ, সে জন্য আমি শোকরিয়া জানাইতে পারি।' ৪৬ : ১৫

৭। তারা তোমারে সওয়াল করে, তারা কি ভাবে দান-খয়রাত করিবে ? বল : 'যা কিছু তুমি বাপ-মা খেশ-আকরাব ও এতিম-মিসকিনের খায়েরের লাগি দান করিবা, আর যা ভাল জানিয়া করিবা। আল্লাহ সবই জানেন।' ২ ; ২১৫

৮। আর যে লোক তার বাপ-মাকে কয় : 'ধিক তোমরার দুজনরেই। তোমরা কি আমারে কইতে চাও যে আমারে আবার বাহির করা হইবে

www.waytojannah.com

যেখানে আমার আগে কত পুস্ত গুযারিয়া গিয়াছে ?' আর তারা দুজন আল্লার মদদ চায় : 'তোমার বরাত্তে দুঃখ আছে। তুমি ইমান আন, বেশক আল্লার ওয়াদা সত্য।' তবু সে বলে : 'এটা বুড়ারার আযগুবি গল্প ছাড়া আর কিছু না।' ৪৬ : ১৭

৯। এরাই তারা যারার উপর কওল সত্য হইয়াছে আগে গুযারিয়া-যাওয়া জিন ও ইনসানের কওমের মধ্যে। বেশক তারা লোকসান দেনে-ওয়ালা। ৪৬ : ১৮

১০। 'হে আমার পিতা, আমার খওফ হয় পাছে রহমানের তরফ থনে আপনার উপর আযাব হয় যাতে আপনে শয়তানের ওলি হইয়া যাইবেন।' ১৯ : ৪৫

১১। বলিল : 'হে ইব্রাহিম, তুমি কি আমার এলাহিরে ঘিন্না কর? তুমি যদি এ কাজে বিরত না হও, তবে তোমারে পাথর মারা হইবে। আর তুমি বহুদিনের জন্য আমার নিকট থনে দূর হও।' ১৯ : ৪৬

১২। বলিলেন : 'আপনার উপর শান্তি নামুক। আমি আমার রবের কাছে আপনার লাগি মাফ চাহিব। বেশক তিনি আমার উপর বিশেষ মেহেরবান।' ১৯ : ৪৭

১৩। 'আর মাফ কর আমার বাবারে যিনি বেশক গুমরাহরার শামিল ছিলেন।' ২৬ : ৮৬

১৪। ইব্রাহিম তাঁর বাবার লাগি মাফ চাহিত না যদি সে ওয়াদায় বান্ধা না থাকিত। তার বাদে যখন তার কাছে পষ্ট হইল যে সে আল্লার দুশমন, তখন সে তার সাথে তাবাররা করিল। বেশক ইব্রাহিম কোমল-হৃদয় ও সহনশীল। ৯ : ১১৪

www.waytojannah.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বামী—স্ত্রী

১। তোমরার স্ত্রীরা তোমরার লেবাস আর তোমরা তোমরার স্ত্রীর লেবাস। তোমরা একে অপরের সাথে গোপনে কি কর, আল্লাহ তা জানেন। ২ঃ১৮৭

২। আর বিয়া কর তোমরার মধ্যে যারা একা আছ। আর তোমরার গোলাম-বান্দীর মধ্যে যারা নেককার। তারার মধ্যে যারা গরিব, আল্লার ফযলে তারারও উপায় হইবে। আর আল্লা দয়াল ও জ্ঞানী। ২৪ঃ৩২

৩। যারার বিয়া করিবার তৌফিক নাই, যতদিন বিয়া করিতে না পারে ততদিন যেন তারা সতী থাকে, যতদিন আল্লা তারারে তৌফিক না দেন। ২৪ঃ৩৩

৪। তোমার যদি খওফ হয় যে এতিমের উপর তুমি এহসান করিতে পারিবা না, তবে তুমি নারীরার মধ্যে থনে তোমার পছন্দ-মত বিয়া কর দুই তিন বা চার। আর তোমার যদি খওফ হয় যে তুমি সকলের উপর ইনসাফ করিতে পারিবা না, তবে মাত্র একজন। অথবা তোমার বান্দীরার মধ্যে থনে একজনরে। তোমারে অবিচার থনে বাঁচাইবার লাগি এটাই হইবে উত্তম। ৪ঃ৩

৫। তোমার কোন গোনাই হইবে না যদি তুমি নারীর কাছে বিয়ার পয়গাম দেও। অথবা নিজের মনে-মনে রাখ। আল্লাহ তোমার মনের কথা জানেন। লেকেন, তারার বরাবরে আদবের সাথে কথা বলা ছাড়া কোন গোপন ওয়াদা করিও না। ২ঃ২৩৫

৬। কোনও মুশরেক নারীরে বিয়া করিও না যতখন সে ইমান না আনে। মোমিন বান্দী মুশরেক নারীর থনে ভাল, যতই লোভনীয় হউক না সে। আর মুশরেকের কাছে বিয়া দিও না যতদিন সে ইমান না আনে, যতই লোভনীয় হউক না সে। ২ঃ২২১

৭। হে মোমিনগণ, তোমরার লাগি হালাল করা হয় নাই স্ত্রীরে ওয়ারিসি হিসাবে পাওয়া। ৪ঃ১৯

৮। পুরুষেরা নারীরার কর্তা। কারণ আল্লা একেকে অপরের থনে বেশী ফযল দিয়াছেন। আরও কারণ এই যে, তারা এরার মাল থনেই এরার লাগি খরচ করে। এই জন্য সালেহা নারী অনুগত হয় ও খসম অনুপস্থিত থাকা কালেও তার হেফাযত করে যা আল্লা হেফাযত করিতেন। ৪ঃ৩৪

৯। আর তুমি যতই ইচ্ছা কর না কেন, স্ত্রীরার মধ্যে সুবিচার করিবার সাধ্য তোমার নাই। তাই বলিয়া একজনের উপর একেবারে বিমুখ হইয়া তারে শূন্যে ঝুলাইয়া রাখিও না। আর তুমি যদি সোলেহ কর তবে বেশক আল্লা মাফ করনেওয়ালা মেহেরবান। ৪ঃ১২৯

১০। তবু তারা যদি ফারাক হইয়া যায় তবে আল্লা সকলের লাগি নিজের অফুরন্ত ভাণ্ডার থনে ধন দিবেন। আর বেশক আল্লা সকলের লাগি যত্ন নেন ও সুবিচার করেন। ৪ : ১৩০

১১। তোমরার স্ত্রীরা তোমরার লাগি খেতের শামিল। গতিকে যেভাবে ইচ্ছা খেতে যাইতে পার। তবে আগে নিজের জানের উপর কিছু নেক কাজ হিসাবে আল্লার উপর তাক্ওয়া কর। ২ : ২২৩

১২। তারা তোমারে হায়েযের কথা পুছ করে। বল : ওটা নাপাক। হায়েযের সময় স্ত্রীর থনে দূরে থাক। তারা পাক না হওয়া তক তারার কাছে যাইও না। তারপর তারা পাক হইলে আল্লার হুকুম মোতাবেক যখন যেমন ইচ্ছা তারার কাছে যাও। ২ : ২২২

১৩। গাফলতি করিয়াই হউক, বিশ্বাস করিয়াই হউক, যারা সতী নারীর খেলাফে তহমত দেয়, তারা ইহকালে ও পরকালে লান্নত পাইবে ও শক্ত আযাব ভুগিবে। ২৪ : ২৩

১৪। যারা সতী নারীর খেলাফে তহমত দেয় তারা যদি চারজন স্বাক্ষী হাযির করিতে না পারে, তবে তারারে আশিটা বেত মার। আর ভবিষ্যতে তারার গাওয়া কবুল করিও না। ২৪ : ২৪

১৫। আর স্ত্রীরারে তোমরা দায়মুক্ত উপহার হিসাবে দেনমোহর দেও। তবে যদি তারা নিজের খুশিতে তার কিছু অংশ মাফ করিয়া দেয়, তবে তা আনন্দের সাথে ভোগ কর। ৪ : ৪

১৬। যদি তোমরার মধ্যে কারও আযাদ মোমিনা নারীরে বিয়া করিবার তৌফিক না থাকে, তবে তোমরার বান্দীরার মধ্যে থনে মোমিনা নারীরে বিয়া কর। আর তোমরার মধ্যে কে কতখানি ইমানদার, আল্লা তা জানেন। গতিকে তোমরা তারার মুরুব্বিগণের এযিন লইয়া তারারে বিয়া কর। আর ইনসাফ-মাফিক তারারে আজুরা দেও। তারা যেন নেককার হয়, যিনাকার না হয়. আর আশনাই না রাখে। ৪ : ২৫

১৭। আর যারা নিজের সতী স্ত্রীর নামে তহমত দেয়, আর নিজে ছাড়া সাক্ষী হাযির করিতে না পারে, তবে তারার গাওয়াহি কবুল করা যাইতে পারে, যদি চারবার আল্লার নামে হলফ করিয়া বলে যে তারা সত্য কথা বলিতেছে। আর পাঁচ বারের বেলায় বলে যে সে যদি মিছা কথা বলিয়া থাকে তবে তার উপর আল্লার লান্নত পড়িবে। ২৪ : ৬-৭

১৮। তবে তাতেও স্ত্রীর উপর কোনও আযাব হইবে না যদি স্ত্রীরা আল্লার নামে হলফ করিয়া চার বার বলে তার খসম মিছা কথা বলিয়াছে। আর পাচ বারের বেলা কয় সে যদি মিছা কথা বলিয়া থাকে, তবে তার উপর আল্লার লান্নত পড়িবে। ২৪ : ৮

তৃতীয় অধ্যায়

তালাক

১। তোমরার গোনাহ হইবে না যদি স্ত্রীরে তালাক দেও সহবত করিবার ও দেনমোহর ঠিক হইবার আগে। আর চলতি নিয়ম অনুসারে তারার দরকার মিটাইবার বন্দোবস্ত কর, ধনীরা তারার সাধ্যমত। আর গরিবরা তারার সাধ্যমত। নেককাররার লাগি এটাই হক পথ। ২ : ২৩৬

২। আর যদি সহবত করিবার আগে দেনমোহর ঠিক করিবার পরে স্ত্রীরে তালাক দেও ; তবে ধার্য করা পরিমাণের আধা তারারে দিয়া দাও যদি না তারা কিছু অংশ মাফ দেয়। ২ : ২৩৭

৩। যারা নিজের স্ত্রীর কাছে যাইবে না বলিয়া কসম খাইয়াছে, তারার লাগি চার মাস দেরি করার বিধান করা হইয়াছে। তার বাদে যদি তারা ফিরিয়া আসে তবে আল্লা বেশক মাফ করনেওয়ালা মেহেরবান। ২ : ২২৬

৪। আর যদি তারা তালাকই ঠিক করে তবে বেশক আল্লা জান্‌নেওয়ালা ও শুন্‌নেওয়ালা। ২ : ২২৭

৫। আর তালাকী নারী নিজেরা তিন হায়েয দেরি করিবে। আর তারার পেটের মধ্যে আল্লা যা পয়দা করিয়াছেন তা গোপন রাখা তারার লাগি হালাল হইবে না, যদি তারা আল্লাতে ও আখেরের দিনে ইমান আনিয়া থাকে। যদি তারা সোলেহ কারবার এরাদা করে তবে তারার সাথী-গণের দাবি আগে গণ্য হইবে। তারার নিজের হকও তারার খেলাফ হকের মিসাল হইবে। আর আল্লা অতি ক্ষেমতাবান বিচারক। ২ : ২২৮

৬। এই তালাক দুইবার। তারপরে নিয়ম মত একত্রে থাকিতে পারে। অথবা এহ্‌সানের সাথে আলাদাও হইতে পারে। এটা তোমরার লাগি হালাল না যে তুমি স্ত্রীরে যা দান করিয়াছিলা তা ফেরত নিবা। ২ : ২২৯

৭। তারপরেও যদি সে স্ত্রীরে তালাক দেয় তবে তারে তার বাদে আর বিয়া করিতে পারিবে না। যতক্ষণ না অন্য স্বামী তারে বিয়া করিয়াছে ও সে তালাক দিয়াছে। ২ : ২৩০

৮। যখন তোমরার স্ত্রীরারে তালাক দেও আর তারা আজ্জল পুরণ করে, তখন ইনসাফ মাফিক তারারে আবার ফিরাইয়া নেও অথবা ইনসাফ মাফিক তারারে ছাড়িয়া দেও। আর সাতাইবার মতলবে অথবা না-জায়েয সুবিধা আদায়ের লাগি তারারে রাখিও না। যদি কেউ তা করে, তবে

Contents

নিজের উপরেই যুলুম করিবে। আর আল্লার ইশারাকে মযাক মনে করিও না। ২ ঃ ২৩০

৯। যখন তোমরা স্ত্রীরারে তালাক দেও ও তারা আজল পূরণ করে, তখন তারারে আগের স্বামীরে বিয়া করিতে বাধা দিও না যদি তারা রেওয়ায মোতাবেক রাযী হয়। ২ ঃ ২৩২

১০। যদি তোমরা এক স্ত্রীর বদলে অন্য স্ত্রী নিতে এরাদা কর, তবে আগের স্ত্রীরে যদি সোনার দলাও দান করিয়া থাক তবু তার থনে কিছুই ফেরত নিও না। তোমরা মিছা তহমত দিয়া ও খোলাখুলি গোনাহ করিয়া সে কাজ করিবা? ৪ ঃ ২০

১১। যদি কোনও স্ত্রীর মনে স্বামীর হাতে মারপিটের বা হেলার খওফ হয়, তবে তারার কোন গোনাহ হইবে না যদি তারা দুইজনের মধ্যে যে কোনও সোলের মত সোলে করে। আর সোলেই উত্তম। ৪ ঃ ১৩৮

১২। খবিস নর খবিস নারীর লাগি আর খবিস নারী খবিস নরের লাগি। তেমনি পাক নর পাক নারীর লাগি পাক নারী পাক নরের লাগি। লোকে যা বলে তাতেও এই নিয়মের বদল হয় না। তারার লাগি মাগ-ফেরাত ও উত্তম রেযেক রহিয়াছে। ২৪ ঃ ২৬

১৩। যদি তোমরার মধ্যে কেউ নিজের স্ত্রীরে মা ডাকিয়া তালাক দেয় তবে তারা তারার মা হইতে পারে না। বেশক কেউ তারার মা হইতে পারে না যারার পেটে রহিয়াছিল তারা ছাড়া। আর আসলে তারা যে মা বলিয়াছিল, তা খারাপ কথা ও ঝুট কথা ছিল। আর আল্লা মুছিয়া ফেলনেওয়ালা ও মাফকরনেওয়ালা। ৫৮ ঃ ২

১৪। আর যারা তারার কোনও স্ত্রীকে মা ডাকিয়া তালাক দিয়াছে, তার বাদে যদি তারা যে কথা বলিয়াছিল সে কথা পালটায় তবে তারা একে অন্যকে ছুইবার আগে একজন গোলাম আযাদ করিবে। এটাই তারার লাগি রেওয়ায করা হইল। বেশক আল্লা খবর রাখেন তোমরা কি কর। ৫৮ ঃ ৩

www.waytojannah.com

চতুর্থ অধ্যায়

এতিম

১। তারা তোমারে এতিমের বিষয়ে ছওয়াল করে। বল : তারার যাতে ভাল হয় সে কাজই উত্তম। আর যদি তারার মালমাত্তা তোমরার মাল-মাত্তার সাথে মিশাইয়া ফেল, তবে তারা তোমরার ভাই। আর আল্লাহ ফসাদী লোক থনে সোলেহকারী লোকেরে ভাল করিয়াই চিনেন। আর আল্লা যদি চাহিতেন, তবে তোমরারে কষ্ট দিতে পারিতেন। বেশক আল্লা অতি ক্ষেমতাবান হাকিম। ১ : ২২৩

২। তুমি এতিমরারে তারার মাল-মাত্তা ফিরাইয়া দেও। আর তোমার খবিস মালের সাথে তারার পাক মাল বদল করিও না। আর তোমরার মালের সাথে তারার মাল খাইয়া ফেলিও না। বেশক এটা কবিরা গোনাহ। ৪ : ২

৩। যদি তোমার মনে খওফ হয় যে তুমি এতিমরার উপর ইনসাফ করিতে পারিবা না, তবে নারীরার মধ্য থনে তোমার পছন্দমত বিয়া কর দুই তিন বা চার। কিন্তু তোমার মনে যদি খওফ হয় তারার উপর আদল করিতে পারিবা না, তবে মাত্র একজন। ৪ : ৩

৪। যারা এতিমরার মাল যুলুম করিয়া খাইবে তারা তারার পেটের মধ্যে আগুন খাইবে। আর জলদি তারা জ্বলন্ত আগুনে ঢুকিবে। ৪ : ১০

৫। আর এতিম যতদিন সাবালক না হয়, ততদিন তার মালের নিকট যাইও না ভাল করার লাগি ছাড়া। ইহাই উত্তম যতদিন সে পূর্ণ সাবালক না হয়। ৬ : ১৫৩

৬। যতদিন এতিম পূর্ণ সাবালক না হইবে ততদিন তার মালের কাছে যাইও না উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্য ছাড়া। আর ওয়াদায় ওফাদারি করিও। হরেক ওয়াদায় ওফাদারির বিষয়ে তোমারে ছওয়াল করা হইবে। ১৭ : ৩৪

৭। তিনি তোমারে কি একজন এতিমরূপে বানান নাই ও পানা দেন নাই? ৯৩ : ৬

৮। গতিকেই তুমি এতিমের উপর কহর করিও না। ৯০ : ৯

৯। পূর্ব-পশ্চিমকে কেবলা করার নাম নেক কাজ না। নেক কাজ হইল তোমার মাল-মাত্তা আল্লার মহব্বতে এতিম মিসকিন ও গরিব খেশ-আকরাবের মধ্যে দান করা। ২ : ১৭৭

১০। আর বেশক তোমরা কায়েম হইয়া দাঁড়াও এতিমের উপর ইনসাফ

করিতে। আর তোমরা এমন একটিও নেক কাজ কর না যার বিষয়ে আল্লা জানেন না। ৪ : ১২৭

১১। আর তারা আল্লার মহব্বতে এতিম ও মেসকিনরারে খানা খাওয়াইয়া থাকে। ৭৬ : ৮

১২। কে তোমারে বুঝাইবে আকবতের পথ কি ? এটা গোলাম আযাদ করা, আকালের দিনে খানা খাওয়ান এমন এতিমরারে যারা খেশ্-আক্‌রাব। ৯০ : ১২, ১৪, ১৫

১৩। ভাবিয়াছ কি তার কথা যে ধর্মকে ঝুটা কয় ? সে সেই ব্যক্তি যে এতিমের উপর কহর করে। ১০৭ : ১-২

১৪। যতদিন এতিমরা বিয়ার উপযুক্ত সাবালক না হয় ততদিন তারারে পরখ কর। তার বাদে তোমরা যখন তারারে ঠিক পথে দেখিতে পাও, তখন তারার মাল-মাত্তা খাইয়া ফেলিও না অথবা তাদের সাবালক হওয়ার ভয়ে আগেই তাড়াতাড়ি উড়াইয়া দিও না। ৪ : ৬

পঞ্চম অধ্যায়

ধন-দওলত

১। আর যে ধন-দওলত জমা করে ও হিসাব করে এই ভাবিয়া যে তার দওলত তারে অমর করিবে, কখনই না, তারে হুতামা দুযখে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। ১০৪ : ২-৪

২। হুতামা কি, তা কে তোমরারে বুঝাইবে? উহা আল্লার জ্বলন্ত আগুন যা দিলের উপরে চড়ে। বেশক উহা তারে খেচিয়া রাখিবে এক লম্বা খাম্বায়। ১০৪ : ৫-৯

৩। বেশক ধনের উপর ভালবাসা কড় কঠিন। সে কি জানে না, যা-কিছু কবরে আছে সবই ছড়াইয়া পড়িবে। আর যা কিছু অন্তরে আছে সবই হাযির হইবে। ১০০ : ৮-১১

৪। মালমাত্তা ও সন্তানাদি এই দুনিয়ার হায়াতের শোভা। কিন্তু কায়েমী নেক কাজ তার থনে ভাল। আর তোমার রবের বরাবরে সওয়াব ও উত্তম আশা। ১৮ : ৪৬

৫। আর যারা রেবার লগ্নিতে পরের মালে নিজের সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টা করিবে, আল্লার কাছে তারা বাড়িবে না। আর যারা যাকাতে লগ্নি করিবে, তারারই ইযাফা হইবে। ৩০ : ৩৯

৬। ওহে যারা ঈমান আনিয়াছ, তোমরার মাল-মাত্তা ও সন্তানাদি যেন আল্লার যিকির হইতে তোমরারে সরাইয়া না নেয়। যারা তা করিবে, তারা হইবে লোকসানের ভাগী। ৬৩ : ৯

৭। তোমরার মাল-মাত্তা ও সন্তানাদি তোমরার ফেতনা হইতে পারে। আর আল্লার নিকট আছে বিপুল পুরস্কার। ৬৪ : ১৫

৮। যিয়াদা ধন-দওলত তোমরারে বিপথে চালায় যতদিন তোমরা কবরে না যাও। না, তোমরা জলদি জানিতে পারিবে। না, না, তার বাদে আবার জানিতে পারিবে। যদি একিনের সাথে তোমরার এলেম হয়, তবে তোমরা নিশ্চয় জানিবে। তার বাদে আবার একিনী চোখে দেখিতে পাইবে। সেই দিন তোমরারে নিয়ামতের বিষয়ে ছওয়াল করা হইবে। ১০২ : ১-৮

৯। আর বাতিল কাজে তোমরার মাল-মাত্তা নিজেরাই খাইয়া ফেলিও না। আর অন্যায়ভাবে দখল-করা পরের মাল-মাত্তা খাইবার মতলবে হাকিমরারে ধরিও না। ২ : ১৮৮

১০। আল্লা তোমরার নিজ পায়ে খাড়া হওয়ার লাগি যে সব মাল-মাত্তা দিয়াছেন, আহমকরারে দান করিয়া তা নষ্ট করিও না। বরং তার

থনে তোমরা তারারে রেযেক ও পোশাক-পাতি দেও। আর তারার সাথে দস্তুর-মাফিক ভাল কওল কর। ৪ : ৫

১১। আর কিছুতেই লোভ করিও না সেই সব জিনিসে যা আল্লা তার ফযল রূপে কিছু লোকেরে অপরের থনে বেশী দিয়াছেন। পুরুষ যা কামাই করে সেটা তার। নারী যা কামাই করে সেটা তার। আর আল্লার কাছে তাঁর ফযলের ছওয়াল কর। বেশক তিনি সব বিষয়ে জানেন। ৪ : ৩২

১২। তোমহারে যা কিছু দেওয়া হইয়াছে সবই দুনিয়ার হায়াতের সুবিধার লাগি। আর আল্লার কাছে আছে খায়ের ও বাকা, যারা ইমান আনি-য়াছে ও আল্লার উপর তাওয়াক্কুল করে তারার লাগি। ৪২ : ৩৬

১৩। আর এই দুনিয়ার হায়াতে পরখ করিবার মতলবে আমরা যে সব আড়ম্বরের মাল-মাত্তা অনেকরে দিয়াছি তা দেখিয়া যেন তোমরার চোখ না টাটায়। তোমার রব তোমারে যে রেযেক দিয়াছেন তাই উত্তম।

www.waytojannah.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

পোশাক-পাতি

১। হে বনিআদম, আমি তোমরারে লেবাস দিয়াছি অবশ্যই শরমের জায়গা ঢাকিবার ও বেশ-ভূষা করিবার লাগি। আর তাকওয়ার পোশাকই সবচেয়ে ভাল। তোমরা যাতে আল্লার যিকির কর সেই জন্য এটা আল্লার একটা ইশারা। ৭ঃ২৬

২। হে বনিআদম, হরেক ওয়াকতে মসজিদে যাইবার কালে তোমরা খুব-সুরত পোশাক পিন্দিয়া যাইবা। ৭ঃ৩১

৩। কও: 'আল্লাহ তার বান্দারার লাগি যে সব সুন্দর পোশাক নাযিল করিয়াছেন, যেগুলি হারাম করিল কে? আর তারার রেযেকের লাগি যে সব পাক সাফ চিজ?' কও: 'যারা ঈমান আনিয়াছে এ সব চিজই তারার দুনিয়ার হায়াতের লাগি। আর খালেছ করিয়া কিয়ামতের দিন।' যে কওম জানিতে চায় আমরা এমন তফছিল করিয়াই তারারে বুঝাইয়া দেই। ৭ঃ৩২

৪। হে বনিআদম, শয়তান যেন তোমরারে ফেতনায় ফেলিতে না পারে যেমন করিয়া তোমরার বাপ-মারে বেহেশত হইতে খারিজ করিয়াছিল। আর শরমের জায়গা দেখাইবার লাগি তারারে ন্যাংটা করিয়াছিল। ৭ঃ২৭

৫। তার বাদে শয়তান তারারে ওয়াছওয়াছা দিল তারার যে শরমের জায়গা গোপন রাখা হইয়াছিল, সেই শরমের জায়গা ন্যাংটা করিবার লাগি। ৭ঃ২০

৬। এইভাবে সে তারারে ফাঁকি দিল। আর তারা শাজারা গাছের ফল খাইল। তাতে তারার শরমের জায়গা ন্যাংটা হইয়া গেল। তারা জান্নাতের পাতা-পুতুরি দিয়া নিজেরার শরমের জায়গা ঢাকিল। ৭ঃ২২

৭। মোমেনরারে কও তারা যেন তারার পারনের গহনা, যা আপনা-আপনি দেখা যায় তা ছাড়া; দেখাইয়া না বেড়ায়। আর গহনায় আওয়াজ শুনাইবার মতলবে জোরে-জোরে পা ফেলিয়া না চলে। ২৪ঃ৩০

সপ্তম অধ্যায়

মিতব্যয় ও অপব্যয়

১। আর বাতিল কাজে তোমরার মাল-মাত্তা নিজেরার মধ্যে খাইয়া ফেলিও না। ২ : ১৮৮

২। আল্লাহ তোমরারে খাড়া হওয়ার লাগি যে মাল-মাত্তা দিয়াছেন, আহমক-রারে দান করিয়া তা নষ্ট করিও না। বরং তার থনে তোমরা তারারে রেযেক ও পোশাক দেও। ৯ : ৫

৩। ওহে যারা ঈমান আনিয়াছ, তোমরা তোমরার মাল-মাত্তা বাতিল কাজে নিজেরাই খাইয়া ফেলিও না। অবশ্য একে অন্যের বেয়ামন্দিতে তেজা-রতি করিতে পার। ৪ : ২৯

৪। হে বনিআদম, তোমরা হরেক মসজিদে তোমরার সুন্দর পোশাক-পাতি পরিয়া যাইবা। আর খাইবাও পান করিবা। তবে অপব্যয় করিও না। কারণ অপব্যয়কে আল্লা ভালবাসেন না। ৭ : ৩১

৫। আর যারা দান করিবার সময় অপব্যয়ও করে না, আর বখিলিও করে না, বরং এই দুই এর মাঝখানে ইনসাফমত মধ্যপথ ধরে। ২৫ : ৬৭

৬। বেশক ফযুল খরচ করনেওয়ালারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের কাছে বেশুক্কুর। ১৭ : ২৭

৭। তোমার হাত ঘাড়ের সাথে বাঁধিয়া রাখিও না। আবার এমন লম্বাও করিও না যাতে তুমি ঘৃনিত ভিখারী রূপে পথে বসিবে। ১৭ : ২৯

৮। আর খেশ-আকরাবরারে তারার হক দেও। আর মিস্‌কিন ও মুসা-ফিররারে। আর অপব্যয় করিও না অপব্যয়ীর মত। ১৭ : ২৬

৯। তিনিই বেড়া-দেওয়া ও বেড়া-ছাড়া বাগান তৈয়ার করেন এবং খেজুর গাছ। আর চাষ-করা জমিতে নানা রকমের ফল, যয়তুন ও ডালিম। একই রকম ও হরেক রকম। তোমরা এ সব ফল খাইবা মৌসুমে মৌসুমে। তবে ফসল মাড়াইবার সময় হক পাওনা শোধ করিবা। কিন্তু ফযুল খরচ করিবা না। কারণ ফযুল খরচকারীরারে আল্লা ভাল-বাসেন না। ৬ : ১৪১

১০। শয়তান তোমরারে গরিবির ডর দেখায় ও তোমরারে ফাহেশা কাজের আদেশ দেয়। আর আল্লা তোমরারে তার তরফ থনে মাগ্‌ফেরাতের ওয়াদা করেন। আর ফযলের। আল্লা সকলের যত্ন নেন ও সবই জানেন। ২ : ২৬৮

১১। আমরা তোমরারে যে সব পাক জিনিস রেযেকের লাগি দিয়াছি, তা খাও। কিন্তু তার মধ্যে বেআন্দাযি করিও না যাতে তোমরার উপর আমার গযব পড়িতে পারে। আর যারার উপর আমার গযব পড়ে তারা বিনাশ হয়। ২০ : ৮১

অষ্টম অধ্যায়

বখিলি ও সাখাওয়াতি

১। আর যারা আল্লার মর্যি মোতাবেক ও নিজের নফছের তরক্কির লাগি তারার মাল-মাত্তা দান করে তারার মিসাল উচা জায়গার একটি বাগিচা যাতে খুব মেঘ পড়ে ও দুগুনা ফল হয়। ২ : ২৬৫

২। যারা তারার মাল-মাত্তা দান করে রাতে ও দিনে যাহেরী ও বাতেনী-ভাবে, তারার রবের তরফ থনে তারা আজুরা পাইবে। ২ : ১৭৪

৩। বেশক দানশীল নরের ও দানশীলা নারীর ও যারা আল্লাকে কর্যে-হাছানা দেয়, তারার আয়ে ইযাফা হয়। আর পায় তারা তাযিমী আজুরা। ৫৭ : ১৮

৪। তোমার সদকার কথা যদি তুমি যাহির কর তবে সেটা দোষের না। তবে সেটা যদি গোপন কর ও ফকিররার কাছে পেঁছাইয়া দেও, তবে তা হয় আরও ভাল। ২ : ৭১

৫। যতদিন তুমি তোমার ভালবাসার চিজ দান না কর, ততদিন তুমি নেককার হইবা না। ৩ : ৯২

৬। আর হিসাব করিও যে যারা আল্লার-দেওয়া ফযলগুলি লইয়া বখিলি করে, তারার লাগি ও-সব ভাল হইবে না। বরং খারাপ হইবে। যে সব চিজ লইয়া তারা বখিলি করিয়াছে, জলদি ওসব তারার গলায় ঝুলিবে কিয়ামতের দিন। আসমান-জমিনের সব মিরাছ আল্লার। তোমরা যা কিছু কর সবই আল্লা জানেন। ৩ : ১৮০

৭। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ, বড়াই করিয়া তোমরার দান বাতিল করিও না তারার মত যারা লোক-দেখানো দান-খয়রাত করে, আর আল্লার ও বিচারের দিনের উপর ইমান আনে নাই। তারার মিছাল নালায়েক পাথরের সাথে যার পিঠে মাটি নাই। তার উপর ভারি মেঘ হইলেও ফসলহীন পাথরই থাকিয়া যায়। তারা যে রোযগার করিয়াছে, তা দিয়া কিছুই হইবে না। আল্লা কাফের কওমের হেদায়েত করেন না। ২ : ২৬৪

৮। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ, তোমরা যা রোযগার করিয়াছ, তার থনে ভালটুকু দান কর। আর আমি মাটি থনে যা তোমরার লাগি বাহির করিয়াছি। যে খবিস চিজ তুমি নিজে চোখ না বুজিয়া নিতে পারিবা না, তা দান করিবার মতলব করিও না। আর জানিয়া রাখ, বেশক আল্লা অভাবহীন মালদার ও তারিফের যোগ্য। ২ : ২৬১

৯। যারা আল্লার ওয়াস্তে দান-খয়রাত করে, তারার মিছাল ফসলের বীজের সাথে। একটি বীজে সাতটি কেরুল হয়। হরেক কেরুলে একটি দানা হয়। আল্লা যারে খুশী হাজার গুণ ইযাফা দেন। আর আল্লা জ্ঞানী ও হেফাযতকারী। ২ : ২৬১

১০। যারা তারার মাল-মাত্তা আল্লার রাস্তায় দান-খয়রাত করিয়াছে, আর সে দানকে বড়াইর ও তম্বির ভাবে করে নাই, তারার লাগি আছে আল্লার আজুরা। ২ : ২৬২

১১। আর যারা যা-কিছু দান-খয়রাত করে অন্তরের সাথে করে, আর এই ভয়ে করে যে, তারার রবের কাছে ফিরিয়া যাইতে হইবে, তারাই সব দান-খয়রাতে আগুয়ান। আর তারাই ফল পাইবে সকলের আগে। ২৩ : ৬০

১২। গতিকেই যে দান করে ও তাকওয়া করে, আর শুধু ভালটুকু কবুল করে, আমরা তার আখের সহজ করিব। ৯২ : ৫৬-৭

১৩। যে ব্যক্তি নিজেরে পাক করিবার লাগি নিজের মাল দান করে ও কারও কাছে পুরস্কাররূপে কোনও নিয়ামত আশা করে না শুধু তার মহান রবের মুখ চাহিয়া, জলদি সে তাঁর রেযামন্দি হাসিল করিবে। ৯২ : ১৮-২১

১৪। খেশ-আকরাবের যা পাওনা তারারে দেও। আর মিসকিন ও মুসাফিরারেও। যারা আল্লার মুখের দিকে চায়, তারার লাগি এটাই উত্তম। এরাই তরক্কি করিবে। ৩০ : ৩৮

১৫। আর আল্লা অহংকারী ফখরকারীরারে ভালবাসেন না, আর যারা নিজেরা বখিলি করে ও পরকে বখিলি করিতে আদেশ দেয়। ৫৭ : ২৪-২৫

www.waytojannah.com

নবম অধ্যায়

লোভ ও সবুর

১। আর তোমরা লালচ করিও না আল্লার সেই সব ফযলে যা তিনি কেউ-কেউরে অপরের থনে বেশী দিয়াছেন। পুরুষরা যা কামাই করিবে সেটুকু তারার, আর নারী যা কামাই করিবে সেটুকু তারার। ৪ ঃ ৩২

২। যে যা করিয়াছে তার দরুন উল্লাস করে, আর যা করে নাই তার দরুনও তারিফ পাইতে চায়, হিসাব করিও না যে তারা আযাব হইতে নিরাপদ। বরং তারার লাগি রহিয়াছে কঠিন আযাব। ৩ ঃ ১৮৮

৩। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ, তোমরা মদদ চাও সবুর ও সালাতের সাথে। বেশক আল্লাহ সবুরীরার সাথে আছেন। ২ ঃ ১৫৩

৪। বেশক আমরা তোমরারে পরখ করি খওফ দিয়া, ক্ষিধা দিয়া। আর মাল-মাত্তা লোকজন ও ফল-মূলাদির লোকসান। আর সবুর কর-নেওয়ালারারে খোশখবর দেও। ২ ঃ ১৫৫

৫। যারা মুসিবতের দিনেও বলে : 'ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না এলায়হে রাজেউন' তারাই ওরা যারার উপর হইবে তারার রবের তরফ হইতে বরকত ও রহমত। আর তারাই পাইবে হেদায়েত। ২ ঃ ১৫৬

৬। আর সবুর কর। বেশক আল্লাহ নেককাররার আজুরা নষ্ট হইতে দিবেন না। ১১ ঃ ১৫

৭। ইনসান কখনও হয়রান হয় না দোওয়া-খায়ের করিতে, কিন্তু যদি একটি মুসিবত পড়ে অমনি নাউম্মেদ ও নিরাশ হইয়া পড়ে। ৪ ঃ ৪৯

৮। আর যখন আমরা তারে আমরার তরফ থনে একটা রহমত দান করি একটা মুসিবতের বাদে, তখন সে নিশ্চয় বলে : 'এটা আমার পাওনা।' ৪১ ঃ ৫০

৯। বেশক ইনসানকে বেসবুর করিয়াই পয়দা করা হইয়াছে। একটা মুসিবত ঘটিলেই সে ঘেন্‌ঘেন্ শুরু করে। আর খায়ের ঘটিতেই কারুন হইয়া পড়ে। ৭০ ঃ ১৯-২১

১০। আর তোমরা মদদ চাও সবুর ও সালাতের সাথে। বিনয়ী লোক ছাড়া অন্যের লাগি এটা খুবই কঠিন কাজ। ২ ঃ ৪৫

১১। তোমার উপরে যা ওহি হইয়াছে তারই তাবে মাফ আর সবুর কর, যতদিন আল্লার হুকুম না হয়। আর তিনিই সবচেয়ে উত্তম হাকিম। ১০ ঃ ১০৯

www.waytojannah.com

১২। আর তোমরা সবুরী হও। বেশক তোমার সবুর আল্লার দেওয়া ছাড়া না। আর তারার আচরণে দুঃখ করিও না। আর তারার মক্করে ঘাবড়াইও না। বেশক আল্লা তারার সাথেই আছেন যারা তাকওয়া ও নেক কাজ করে। ১৬ ঃ ১২৭-১২৮

১৩। গতিকেই তোমরা সবুর কর। বেশক আল্লার ওয়াদা হক। আর তোমরার আয়েবের লাগি আস্তাগফার পড় ও সকাল-সন্ধ্যায় তোমরার রবের হাম্‌দ জপ কর। ৪০ ঃ ৫৫

১৪। আল্লা ও রসুলকে মান। ফসাদে জড়াইয়া পড়িও না। তাতে তোমরা মনের বল ও পায়ের শক্তি হারাইবে। সবুর কর। আল্লা সবুরীরার সাথেই আছেন। ৮ ঃ ৪৬

১৫। আর সবুর কর, কারণ বেশক আল্লাহ নেককাররার আজুরা যারা করেন না। ১১ ঃ ১১৫

১৬। আর তোমরা এন্তেযার কর, আমরাও এন্তেযার করিতেছি। ১১ ঃ ১২২

দশম অধ্যায়

অধ্যবসায়—জঙ্গ জেহাদ

১। তবে বেশক কষ্টের সাথেই আরাম আছে। অতএব যখনই ফারাগত হও, তখনই মেহনত কর। ৯৪ : ৫-৭

২। আর বেশক মানুষ কিছুই পাইবে না যার লাগি সে চেষ্টা করিবে না। ৫৩ : ৩৯

৩। আর বেশক জলদি সে তার চেষ্টার ফল দেখিতে পাইবে। ৫৩ : ৪৩

৪। তার বাদে সে পুরস্কার পাইবে আউয়াল আজুরা। ৫৩ : ৪১

৫। তবে তুমি যদি সবুরের সাথে কোশেশ কর, আর যদি তাক্ওয়া কর, তবে বেশক তাতেই হইবে সব বিষয়ের ফয়সলা। ৩ : ১৮৬

৬। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ, তোমরা সবুরের সাথে কোশেশ কর আর সবুরীর মত লাগিয়া থাক। আর আল্লাকে তাকওয়া কর যদি উন্নতি করিতে চাও। ৩ : ২০০

৭। আর যারা অধ্যবসায়ের সাথে চেষ্টা করে আমরার লাগি, আমরা তারারে সুপথে হেদায়েত করি। বেশক আল্লা নেককাররার সাথেই আছেন। ২৯ : ৯৬

৮। বেশক আল্লাহ কোনও কওমের অবস্থা বদল করেন না, যতদিন তারা নিজেরা তা বদলাইবার চেষ্টা না করে। ১৩ : ১১

৯। এটা কারণে যে আল্লা কোনও কওমকে যে সব নিয়ামত এনাম দিয়াছেন, তার কোনও বদল করেন না, যতদিন সেই কওম তারার যা আছে তা বদলাইতে না চায়। ৮ : ৫৩

১০। আর তোমরা জেহাদ কর আল্লার পথে যেমন জেহাদ করা তোমরার হক। তিনি তোমরারে বাছাই করিয়াছেন ও তোমরার উপর কোন কঠিন ধর্ম চাপাইয়া দেন নাই। তোমরার মিল্লাত তোমরার বাবা ইব্রাহিমেরই। আগেও যেমন এখনও তেমনি তিনি তোমরার নাম রাখিয়াছেন মুসলমান। ২২ : ৭৮

১১। আর যে অধ্যবসায়ের সাথে চেষ্টা করিবে সে নিজের জন্যই তা করিবে। বেশক আল্লা লা-মহতাজ রাব্বুল আলামিন। ২৯ : ৬

১২। তোমরা কি হিসাব কর যে তোমরা জান্নাতে দাখিল হইবা আল্লার পরীক্ষা ছাড়াই? যা তিনি করিবেন তোমরার মধ্যে যারা অধ্যবসায়ের সাথে চেষ্টা করিয়াছিল ও সবুর করিয়াছিল? ৩ : ১৪১

১৩। এটা মানুষের লাগি একটা বয়ান ও হেদায়েত, আর যারা মুত্তাকি তারার লাগি একটা ওয়ায। ৩ : ১৩৮

১৪। তবু নিরাশ হইও না, উদ্যম হারা হইও না। তোমরা জয় লাভ করিবেই যদি তোমরা মোমিন হও। ৩ : ১৩৯

১৪। যারা ইমান আনিয়াছে, দেশত্যাগ করিয়াছে ও জানমাল দিয়া আল্লার পথে জেহাদ করিয়াছে, আল্লার নিকট তারার দর্জা উঁচা। ৯ : ২০

একাদশ অধ্যায়

বিনয় ও অহংকার—আজিযিও তুকাব্বরি

১। ইবলিস তুকাব্বরি করিয়াছিল ও কাফেরের শামিল হইয়াছিল। ২ : ৩৪

২। সে বলিল : 'আমি তার থনে শ্রেষ্ঠ। তুমি আমারে আগুন থনে বানাইয়াছ। আর তারে মাটি থনে।' ৭ : ১২

৩। তিনি বলিলেন : 'তুমি এখান থনে নামিয়া যাও। তুকাব্বরি করিয়া তুমি এখানে থাকিতে পার না।' ৭ : ১৩

৪। তোমরার এলাহি একমাত্র এলাহি। তারপরেও যারা ইমান আনে না, আখেরাতের উপর তারার কলব এনকার করে। আর তারা তুকাব্বর। ১৬ : ২২

৫। কোনও সন্দেহ নাই আল্লা জানেন তারা কি বাতেনে রাখিতেছে আর কি তারা যাহির করিতেছে। বেশক তিনি তুকাব্বররারে ভালবাসেন না। ১৬ : ২৩

৬। আর জমিনের উপর দম্‌দমাইয়া চলিও না। কারণ তুমি জমি ফাড়িয়া ফেলিতেও পারিবা না, আর পর্বতের মত উঁচাও হইতে পারিবা না। ১৭ : ৩৮

৭। তোমার রবের রহমত পাইবার আশায় তোমার যদি তারারে পরহেয করিয়া চলিতে হয়, তবু তারার সাথে মিঠা যবানে কথা বলিও। ১৭ : ২৮

৮। মানুষের দিকে হেকারতে মুখ বাঁকাইও না। জমিনের উপর দম্ভভরে চলিও না। বেশক আল্লা গরুরি ও ফখরকারীরে ভালবাসেন না। ৩১ : ১৮

৯। আর তোমার পথ চলায় ধীর হও, কথা বলায় গলার সুর নরম কর। বেশক সবার থনে উঁচা গলায় আওয়ায গাধার। ৩১ : ১৯

১০। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ, তোমরা এক কওম আরেক কওম লইয়া মযাক করিও না। হইতে পারে ওরা এরার থনে ভালা। আর নারীরাও নারী লইয়া মযাক করিও না। হইতে পারে ওরা এরার থনে ভালা। আর একজন অপরের লকব লইয়া মযাক করিও না ও ফাহেশা নামে ডাকিও না ইমান আনার বাদে। আর যারা তওবা করে না, তারা যালেম। ৪৯ : ১১

১১। আমরা তোমার আগে এমন কোনও নবি-রসুল পাঠাই নাই শয়তান যার

মনে তুকাব্বরির ওয়াছওয়াছা না চালিয়াছে। তবে আল্লা সে ওয়াছ-
ওয়াছা মনছুখ করিয়া দিয়াছেন ও নিজের ইশারা কায়েম করিয়াছেন।
আল্লা জ্ঞানী ও সুবিচারক। ২২ ঃ ৫২

১২। আর রহমানের বান্দারা যারা দুনিয়ার পথ চলিবার সময় ধীরে চলে,
আর দেখ, জাহেলরা তারারে খেতাব করিলে বলে : 'সালাম'। ২৪ ঃ ৬২

১৩। গতিকেই এটা আল্লার রহমত যে তুমি তারার সাথে তমিয কর। যদি
তুমি বেরহম ও গলিয-দিল হইতা, তবে তারা তোমার কাছে থনে সরিয়া
পড়িত। গতিকেই তারারে মাফ কর ও তারার মাগফেরাত চাও। আর
তারার সাথে সল্লা করিয়া কাজ কর। যখন কিছু এরাদা কর, আল্লার
উপর তাওয়াক্কুল কর। আল্লা তাঁর মওয়াক্কেলরারে ভালবাসেন।
৩ ঃ ১৫৯

www.waytojannah.com

দ্বাদশ অধ্যায়

সততা ও ভণ্ডামি—ইমানদারি ও মুনাফেকি

১। ওহে যারা ইমান আনিয়াছে, তোমরা যা কও, তা কর না কেন ?
৬১ : ২

২। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ, আল্লার উপর তাকওয়ায় হুশিয়ার থাক। আর যারা কথায় ও কাজে এক, তারার সাথে থাক। ৯ : ১১৯

৩। তোমরা লোকেরে নেক কাজ করার আদেশ কর অথচ নিজেরা ভুলিয়া যাও। আর তোমারই কিতাব তেলাওত কর। তোমরার কি আক্কেল হইবে না ? ২ : ৪৪

৪। মুনাফেক নর ও মুনাফেক নারী একজন আরেক জনের লাকান। তারা বদ কাজের হুকুম দেয়, আর নেক কাজে মানা করে। তারা দানে খাট-হাত ! তারা আল্লারে ভুলিয়া গিয়াছে। ফলে তিনিও এরারে ভুলিয়াছেন। বেশক মুনাফেকরা ফাসেক। ৯ : ৬৭

৫। আর কও : 'সত্য আসিয়াছে। মিথ্যা দূর হইয়াছে। বেশক মিথ্যা দূর হইতেই থাকিবে।' ১৭ : ৮২

৬। তোমরার রব জানেন, তোমরার মনে কি আছে। তোমরা যদি সালেহ হও, তবে তিনি বহুৎ-বহুৎ মাফ করনেওয়ালা তারার উপর যারা বারে-বারে তাঁর দিকে চায়। ১৭ : ২৫

৭। আর মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে : 'আমরা আল্লার উপর ও আখেরাতের দিনে ইমান আনিয়াছি', কিন্তু তারা মোমেন না।
২ : ৮

৮। তারা আল্লারে ও যারা ইমান আনিয়াছে তারারে, ঠকাইতে পারিবে না নিজেরারে ছাড়া। কিন্তু তারা তা বুঝে না। ২ : ৯

৯। তারার কলবের মধ্যে রোগ আছে। আল্লা তারার সে রোগ বাড়াইয়াছেন। আর তারার লাগি আছে কঠিন আযাব। কারণ তারা ঝুটা।
২ : ১০

১০। যখন তারারে বলা হয় : 'দুনিয়াতে ফসাদ পয়দা করিও না', তারা কয় : 'বেশক শান্তি বহাল করিতেছি আমরাই।' ২ : ১১

১১। আর যদি তারারে বলা হয় : 'অন্যেরা যেমন ইমান আনিয়াছে তোমরাও তেমনি ইমান আন।' তারা বলে : 'আহমকেরা যা বিশ্বাস করিয়াছে, আমরা কি তাই বিশ্বাস করিব ?' নিশ্চয়ই তারাই আহমক। কিন্তু তারা তা জানে না। ২ : ১৩

www.waytojannah.com

১২। মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যার কথা তোমারে তাজ্জব বানাইয়া দেয় দুনিয়ার হায়াত বিষয়ে। তার কল্বে কি আছে, সে বিষয়ে সাক্ষী মানে আল্লারে। অথচ সেই সবার থনে বেশী বিরোধী। ২ ঃ ২০৪

১৩। বেশক মুনাফেকরা আল্লারে ঠকাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু তিনিই ওরারে ঠকান। আর তারা যখন সালাতে খাড়া হয়, তখন ঢিলামি করিয়া কেবল লোক দেখানের লাগি দাঁড়ায়। তারা আল্লার যিকির খুব কমই করে। ৪ ঃ ১৪২

১৪। যারা তোমরার ভালমন্দের এন্তেযারে থাকে, আর আল্লার তরফ থনে তোমরার যখন ফতেহ হয়, তখন তারা বলে : 'আমরা কি তোমরার সাথেই ছিলাম না?' আর ফতেহ যদি কাফেররার নসিবে থাকে, তখন তারারে বলে : 'আমরা কি তোমরার উপরে মদদ দেনেওয়ালা ছিলাম না বা তোমরারে মোমিনরার হাত থনে বাঁচাই নাই?' বেশক আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমরার মধ্যে হাকিমি করিবেন। ৪ ঃ ১৪১

১৫। কে ইমানদার আর কে মুনাফেক, আল্লা তা ভাল করিয়াই জানেন। ২৯ ঃ ১১

১৬। বেশক মুনাফেকরা আগুনের সবার থনে নিচু তবকায় আছে। তারার লাগি তোমরা কোন মদদগার পাইবা না। ৪ ঃ ১৪৫

১৭। হে নবি, তুমি কাফের ও মুনাফেকরার খেলাফে জেহাদ কর। তারার উপর কঠোর হও। তারার বসতির জায়গা জাহান্নামে। কত খারাপ আক্বত এটা। ৯ ঃ ৭৩

১৮। আল্লার কাছে এটা বেজায় ঘিন্নার বিষয় যে তোমরা যা বল, তা কর না। ৬১ ঃ ৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অনুতাপ—তওবা

১। বেশক আমি মাফ করি তারারে যারা তওবা করে ও ইমান আনে ও নেক আমল করে। তার বাদে সে হেদায়েত লাভ করে। ২০ : ৮২

২। কোনও ফাসেক লোক যদি তোমারে কোনও খবর দেয়, তবে তা যাচাই করিও পাছে জাহেলিতে কওমের কোনও লোকসান করিয়া বস, যার লাগি আফসোস করিতে হইবে। ৪৯ : ৬

৩। যদি কেউ বদ কাম করে অথবা নিজের নফ্‌সের উপর যুলুম করে, তার বাদে আল্লার কাছে মাফ চায়, তবে সে দেখিবে, আল্লা মাফকরনেওয়ালা ও দয়াল। ৪ : ১১০

৪। তবে তারা যদি তওবা করে ও ইমান আনে, আর নেক আমল করে, তবে আল্লাহ তারার বদিরে নেকিতে বদল করিবেন। আর আল্লা মাফকরনে-ওয়ালা ও দয়াল। ২৫ : ৭০

৫। আর যে তওবা করে ও নেক আমল করে, সে বেশক আল্লার দিকে সত্য সত্যই ফিরিয়াছে। ২৫ : ৭১

৬। আর যারা ফাহেশা কাজ করিবার বাদে, অথবা নিজের নফসের উপর যুলুম করিবার বাদে, আল্লার যেকের করে ও নিজের খায়েরের লাগি আস্তাগ্‌ফার পড়ে, আর সে যা করিয়াছে, তাতে জানিয়া-শুনিয়া বেয়াড়া হয় না, তবে আল্লা ছাড়া আযাব মাফ করিবার কে আছে? ৭ : ১৫২

৭। বেশক আল্লার দরগায় তারারই তওবা কবুল হয় যারা জাহেলিতে গুনা করে, তার বাদে তাড়াতাড়ি তওবা করে। তবে তারার উপর আল্লা ফিরিয়া তাকান। আর বেশক আল্লা জ্ঞানী ও বিচারক। ৪ : ১৭

৮। তারার তওবার কোন দাম নাই যারা গুনা করিতেই থাকে যতদিন তারার মওত না হয়। আর বলে : 'আমি এখন সত্যই তওবা করিতেছি।' তারারও না, যারা কাফের হিসাবেই মারা যায়। তারার লাগি আমরা কঠিন আযাবের ওয়াদা করিয়াছি। ৪ : ১৮

৯। তার বাদে বেশক তোমার রব তারার উপর মাফকরনেওয়ালা ও দয়াল যারা জাহেলিতে গুনা করে ও তার বাদে তওবা করে ও সোলেহ করে। ১৬ : ১১৯

১০। আর যারা আমরার আয়াতে ইমান আনিয়াছে তারা যখন তোমার কাছে আসে, তারারে কও : 'সালামু আলায়কুম।' তোমরার রব নিজের উপর বিধান করিয়াছেন তাঁর রহমত, যাতে যদি তোমরার কেউ জাহে-লিতে গুনা করে, তার বাদে তওবা করে, আর সোলেহ করে, তবে তিনি বেশক মাফকরনেওয়ালা দয়াল। ৬ : ৫৪

১১। বেশক, যারা কাফের হইয়াছিল, তার বাদে ঈমান আনিয়াছে, তার বাদে আবার কাফের হইয়াছে, তারার তওবা কখনও কবুল হইবে না। আর বেশক তারা গুমরাহ্। ৩ : ৯০

১২। যারা তওবা করে, এবাদত করে, আল্লার হাম্‌দ্ করে, সিয়াম করে, রুকু ও সেজ্‌দা করে, নেক কাজের আদেশ দেয়, বদ কাজে মানা করে, আল্লা তারার হেফাযত করে। সেই মোমিনরারে খোশ্‌খবর দেও। ৯ : ১১২

১৩। পরে তারা বুঝিতে পারিল যে আল্লা ছাড়া তারার মদদের আর জায়গা নাই, তখন আল্লা তারার উপর দয়া করিলেন যাতে তারা তওবা করে। বেশক আল্লা মাফকরনেওয়ালা দয়াময়। ৯ : ১১৮

১৪। ওরা কি দেখে না যে বছরে-বছরে তারা দুই-একবার ফেৎনায় পড়ে? তার বাদেও তারা কেন তওবা করে না ও যিকির কবুল করে না? ৯ : ১২৬

১৫। আর তিনিই যিনি তাঁর বান্দারার তওবা কবুল করেন। আর তারা যে গুনাহ্ করিয়াছে, তা মাফ করিয়া দেন। আর তিনি জানেন তোমরা কি আমল কর। ৪২ : ২৫

১৬। কিন্তু যারা তওবা করে, নিজেরে দুরুস্ত করে, আল্লাকে মজবুত করিয়া ধরে, আর আল্লার ওয়াস্তে নিজের দীনেরে খালেছ করে, তারা মোমিন-রার সাথেই থাকিবে। আর আল্লাহ মোমিনরারে বড় আজুরা দিবেন। ৪ : ১৪৬

www.waytojannah.com

চতুর্দশ অধ্যায়

হালাল-হারাম

১। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ, তোমরা যা আকিদা করিয়াছ তা পুরণ করিবা। যে সব জানওয়ারের কথা বলা হইতেছে, তা ছাড়া আর সব চার-পায়া জানওরারই তোমরার লাগি হালাল করা হইল। তবে এহরাম বান্ধা অবস্থায় শিকার করা জায়েয করিবা না। আল্লা যা এরাদা করেন তাই হুকুম দেন। ৫ : ১

২। তোমরার লাগি হারাম করা হইয়াছে মড়া, লহু, শুয়রের গোশ্ত, আল্লা ছাড়া আর কারো নামে মারা হইয়াছে, পিটাইয়া মারা হইয়াছে, পড়িয়া মরিয়াছে, শিংগায় গুতাইয়া মারা হইয়াছে আর বনের পশুতে খাই-য়াছে। তোমরা যবেহ করিয়া হালাল করিয়াছ তা বাদে আর যা পাথরের মূর্তির সামনে বলি দেওয়া হইয়াছে, আর যা তীর দিয়া দুইভাগ করা হইয়াছে, এসব ফাসেকের কাজ। তোমরার দীন থনে যারা কুফরি করিয়াছে তারা নিরাশ হইয়াছে, তারারে ভয় করিও না। কেবল আল্লারে ডরাও। আজ তোমরার দীন কামাল করিয়াছি। আর আমার নিয়ামত সব তোমরারে দিয়াছি। আর তোমরার লাগি ইসলাম ধর্ম পছন্দ করিয়াছি। তবে কেউ যদি গুনার দিকে না ঝুকিয়া ক্ষিধার জ্বালায় বাধ্য হইয়া কিছু করে, তবে আল্লা মাফ করনেওয়ালা। ৫ : ৩

৩। তারা তোমারে সওয়াল করে, তারার লাগি কি কি হালাল করা হইয়াছে? কও: 'সব পাক-সাফ জিনিসই তারার লাগি হালাল। আর শিকারী পশু-পক্ষীরে তোমরা যা শিখাইয়াছ আল্লাহ যেভাবে তোমরারে এলেম শিখাইয়াছেন, তারা তোমরার লাগি যা ধরে, তা আল্লার নাম যিকির করিয়া খাইও। আর আল্লার তাকওয়া কর। বেশক আল্লা বড়ই হিসাবী। ৫ : ৪

৪। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ, নিজেরার লাগি হারাম করিও না সেই সব ভাল জিনিস আল্লা তোমরার লাগি যা হালাল ও তৈয়ব করিয়া-ছেন। আর তোমরা সীমা ছাড়াইও না। আল্লা বাড়িবাড়ি করনে-ওয়ালারারে ভালবাসেন না। ৫ : ৮৭

৫। আল্লা তোমরার লাগি যে সব রেযেক হালাল ও তৈয়ব করিয়াছেন তা খাও। আর যার উপর ইমান আনিয়াছ সেই আল্লার উপর তাকওয়া কর। ৫ : ৮৮

৬। তারা নিশা ও জুয়া খেলা বিষয়ে তোমারে সওয়াল করে। বল : 'দুইটার মধ্যেই কবিরা গুনাহ আছে। মানুষের লাগি মুনাফাও আছে। আর মুনাফার থনে গুনাই বেশী।' আর তারা তোমারে সওয়াল করে : তারা কত দান করিবে ? বল : 'তোমরার যা সাধ্য তাই।' আল্লা এমনি করিয়া ইশারা করেন যাতে তোমরা ভাবিয়া দেখিতে পার। ২ : ২১৯

৭। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ, নেশা, জুয়া খেলা, পাথর বসান ও তীর মারা শয়তানের নাপাক কাজ। ও-সব পরহেয কর যাতে তোমরা উন্নতি করিতে পার। ৫ : ৯০

৮। শুধু শয়তানই চায় তোমরার মধ্যে আদাওতি পয়দা করিতে। আর আল্লার ধ্যান ও সালাত হইতে দূরে রাখিতে তোমরারে নেশা খাওয়াইয়া ও জুয়া খেলা করাইয়া থাকে। তোমরা কি বিরত হইবে না ? ৫ : ৯১

৯। যারা ইমান আনিয়াছে, আর নেক কাজ করে, তারা আগে যা খাইয়াছে তাতে গুনাহ হইবে না যদি তারা তাক্ওয়া করে, ইমান আনে ও নেক কাজ করে। আল্লা নেককাররারে ভালবাসেন। ৫ : ৯৩

১০। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ, তোমরারে পরখ করিবেন আল্লা সেই চিজ দিয়া যা তোমরা হাত ও বল্লম দিয়া শিকার করিতে পার যাতে আল্লা জানিতে পারেন কে গায়েবী আল্লারে খওফ করে। কাজেই এর পরেও যারা হদ ছাড়াইয়া যায় তারার উপর কঠিন সাজা রহিয়াছে। ৫ : ৯৪

১১। কও : "আইস তোমরার রব তোমরার লাগি যা হারাম করিয়াছেন, তোমরারে তা শুনাই। তা এই : তোমরা তাঁর শরিক করিও না। বাপ-মার উপর এহ্সান করিও। অভাবের দরুন আওলাদ খুন করিও না। আমিই তোমরার ও তারার রেযেক দিয়া থাকি। যাহেরে ও বাতেনে ফাহেশার কাছে যাইও না। আল্লাহ যার কাতল মানা করিয়াছেন, হক ছাড়া তারে কাতল করিও না। তিনি এই ওসিয়ত করিলেন, যাতে তোমরার আক্কেল হয়। ৬ : ১৫১

১২। এতিমের মালের কাছে যাইও না এহছান করা ছাড়া, যতদিন তারা সাবালেগ না হয়। ঠিক-ঠিক ওজন ও পরিমাণ দিও। আমি কাকেও তারার সহ্যের বেশী তকলিফ দেই না। যখন কথা বলিবা স্বজনের খেলাফে হইলেও হক কথা বলিবা। আল্লার কাছে দেওয়া ওয়াদার ওফাদারি করিবা। তোমরারে এই ওসিয়ত করিলাম যাতে তোমরা যিকির কর। ৬ : ১৫২

১৩। হে বনিআদম, মসজিদে যাওয়ার কালে সুন্দর পোশাক পরিবা। খাও ও পান কর কিন্তু তছরুফ করিও না। বেশক আল্লা তছরুফকারীরারে ভালবাসেন না। ৭ : ৩১

১৪। কও : 'আল্লা তাঁর বান্দারার লাগি যে সব সুন্দর ও পাক-সাফ চিজ পয়দা করিয়াছেন, কে তা হারাম করিয়াছে?' কও : 'যারা ঈমান আনিয়াছে, তারার লাগি দুনিয়ার হায়াতে ও খাস করিয়া কিয়ামতে এসব চিজ তারার লাগি হালাল।' যে কওমের এলেম আছে তারার লাগি আমি এসব কথা তফসিল করিয়া বয়ান করি। ৭ : ৩২

www.waytojannah.com

তৃতীয় ভাগ

সমাজ—জীবন

www.waytojannah.com

প্রথম অধ্যায়

সাম্য-ভ্রাতৃত্ব—বরাবরি—বেরাদরি

১। হে মানুষ, বেশক আমরা তোমরারে খাক থনে পয়দা করিয়াছি। ২২ : ৫

২। বেশক, আমরা ইনসানকে সবার থনে সুন্দর ছাচে বানাইয়াছি। ৯৫ : ৪

৩। তার বাদে তারে সবার থনে খারাপ নীচ করিয়াছি, তারা বাদে যারা তার পরে ইমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে। ৯৫ : ৫-৬

৪। আমরা কি তার লাগি এক জোড়া চোখ ও এক জোড়া ঠোঁট ও একটি জিভ বানাই নাই? ৯০ : ৮-৯

৫। বেশক, যারা ইমান আনিয়াছে তারা সকলে এক বেরাদরি। ৪৯ : ১০

৬। হে মানব জাতি আমরা তোমরারে একটি নর ও একটি নারী থনে পয়দা করিয়াছি। আর তোমরারে রকম-রকম শিয়া ও কবিলা বানাইয়াছি যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনিতে পার। বেশক তোমরার মধ্যে সেই সবার থনে সম্মানী যে ব্যক্তি আল্লার উপর তাক্ওয়া করে। বেশক আল্লা জ্ঞান ও খবর রাখেন। ৪৯ : ১৩

৭। বেশক তোমরার এই উম্মত একই উম্মত। আর আমি তোমরার রব। গতিকেই আমারই এবাদত কর তোমরা। ২১ : ৯২

৮। বেশক তোমরার এই উম্মত এক ওয়াহেদ উম্মত। আর আমি তোমরার রব। গতিকে আমারই তাকওয়া কর। ২৩ : ৫২

৯। তবে তারা তারার ধর্মকে নিজেরার মধ্যে জুদা-জুদা ভাগ করিয়াছে। হরেকেই উল্লাস করে যার তারটা লইয়া। ২৩ : ৫৩

১০। আমরা আল্লার রসুলরারে এক জনরে ওপর জন থনে ফারাক করি না। ২ : ২৮৫

১১। বেশক মুসলিম নর ও মুসলিম নারী, মোমিন নর ও মোমিন নারী, সত্যবাদী নর ও সত্যবাদী নারী, সবুরী নর ও সবুরী নারী, বিনয়ী নর ও বিনয়ী নারী, দানশীল নর ও দানশীল নারী, রোযাদার নর ও রোযাদার নারী, সৎ নর ও সতী নারী, আল্লার যাকের নর ও যাকের নারী, সকলের লাগি আল্লা মাগফেরাত ও বিপুল অজুরা ওয়াদা করিয়াছেন। ৩৩ : ৩৫

১২। বেশক যদি কেউ এক ব্যক্তিরে কাতল করে, যদি তা ব্যক্তির বদলারা ফসাদ পয়দার দরুন না হইয়া থাকে, তবে সে যেন গোটা মানব জাতিরে কাতল করিল। ৫ : ৩৫

১৩। কও : 'আমরা আল্লায় ইমান আনিয়াছি, আর তিনি আমরার উপর যা নাযিল করিয়াছেন। আর যা-যা নাযিল করিয়াছেন ইব্রাহিম ইসমাইল ইসহাক ও ইয়াকুব বা শোয়েবের উপরে। আর যা দেওয়া হইয়াছে মুসা ও ইসা ও নবীরারে তাঁরার রবের তরফ থনে। আমরা তাঁরার মধ্যে একে অন্যের থনে ফারাক করি না। আমরা তাঁরই কাছে নিজেরারে সোপর্দ করিয়াছি।' ৩ : ৮৪

১৪। হে মানব, তোমরা তোমরার রবের উপর তাকওয়া কর যিনি তোমরারে কেবল একজন ব্যক্তি থনে পয়দা করিয়াছেন আর তার থনে তার সাথী পয়দা করিয়াছেন ও এই জোড়া থনে বহুৎ নর ও নারী পয়দা করিয়াছেন। ৪ : ১

www.waytojannah.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদব-কায়দা

১। যদি কেউ তোমারে সালাম দেয় তবে তুমি তার থনে ভাল সালাম দিও অথবা তার সমান। বেশক আল্লাহ্ হরেক চিজের হিসাব রাখেন। ৪ : ৮৬

২। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ, তোমরার নিজের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে দাখিল হইও না যতখন ঐ ঘরের মালিকের অনুমতি না চাহিয়াছ ও সালাম না দিয়াছ। এটাই তোমরার লাগি খায়ের যাতে তোমরা যিকির করিতে পার। ২৪ : ২৭

৩। যদি তোমরা সেখানে কাউকে না দেখ, তবে ওতে তুমি দাখিল হইও না যতখন তোমরারে দাওয়াত না করা হয়। আর যদি তোমরারে বলা হয় বাহির হইয়া যাইতে, তোমরা বাহির হইয়া যাও। ইহাই তোমার লাগি উত্তম। আর আল্লা জানেন তোমরা কি কর। ২৪ : ২৮

৪। এতে তোমার গুনা হইবে না যদি তুমি দাখিল হও যে ঘরে কেউ থাকে না যদি তাতে তোমার মাল-মাত্তা থাকে। আর আল্লা জানেন তুমি কি বাহির কর আর কি গোপন কর। ২৪ : ২৯

৫। ওহে যারা ইমান আনিয়াছে, তোমরা এক কওম আরেক কওমকে ঠাট্টা করিও না। হইতে পারে ওরা এরার থনে ভাল। আরও না একদল নারী অপর দল নারীকে। হইতে পারে ওরা এবার থনে ভাল। আর নিজেরার মধ্যে একে অপরের মানহানি করিও না। আর লকব ধরিয়া ঠাট্টা করিও না। ইমান আনার বাদে মন্দ নামে ডাকা ফাসেক কাজ। আর যারা তওবা করে না তারা যালেম। ৪৯ : ১১

৬। মোমিনরার অবশ্যই তরক্কি হইবে যারা সালাতে মিনতি দেখায়, যারা তুকাব্বরি পরহেয করে, যারা যাকাতে মন দেয় ও যারা শরমগাহ্ হেফাযত করে বিবাহিত সাথী ছাড়া। ২৩ : ১—৬

৭। আর মোমিন নারীরারে বল, তারা যেন চোখ নত করে ও শরমগাহ্ হেফাযত করে। আর তারার সুরতের যতটুকু অমনি দেখা যায় তার বেশী না দেখায়। আর যেন বুকের উপর চাদর রাখে। আর যেন তারার সুরত না দেখায় নিজেরার স্বামী, আর বাপ আর স্বামীর, বাপ ও স্বামীর ছেলে ও স্বামীর ভাই, ভাতিজা, ভাগিনা, অনুগত বান্দী ও অবোধ শিশু ছাড়া, যাতে তোমরার তরক্কি হয়। ২৪ : ৩১

৮। চোগলখোর ও গিবতকারীরার বরাতে দুঃখ আছে। ১০৩ : ১

৯। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ, তোমরা তোমরার বান্দীরারে ও নাবালকরারেও কও তারা যেন তিন বার তোমরার এযিন লইয়া তোমরার সামনে আসে : ফজরের সালাতের আগে, দুপরের গরমে তোমরা যখন কাপড় ছাড়, আর এশার সালাতের পরে। এই তিনটি তোমরার পর্দার ওয়াকত। এর বাদে তোমরার ও তারার কোন গুনা হইবে না তোমরা যদি একে অন্যের কাছে তাওয়াফ কর। আল্লা এই ভাবেই তোমরার কাছে তাঁর আয়াত বয়ান করেন। আর আল্লা জ্ঞানী ও বিচারক।

২৪ : ৪৮

১০। আর যখন তোমরার সন্তানরার মধ্যে শিশুরা সাবালক হয় তখন তারাও এযিন লইবে যেমন লইয়াছে তারার আগের লোকেরা। এই ভাবেই আল্লা তোমরার কাছে তার আয়াত বয়ান করিয়া থাকেন।

২৪ : ৫৯

১১। তোমরার রবের যে রহমত পাইতে তুমি আশা কর, তা পাইবার লাগি তোমার যদি তারারে পরহেয করিতে হয়, তবু তুমি তারারে মিঠা কথা বলিও। ১৭ : ২৮

১২। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ, বেশীর ভাগ সুবাহ-সন্দেহ এড়াইয়া চল। বেশক কোনও-কোনও ব্যাপারে সন্দেহ অপরাধ। আর কতিপয়ের উপর গোয়েন্দাগিরি ও আর কতকের খেলাফে চোগলখুরি করিও না। তোমরার কেউ কি আর ভাই-এর গোশ্‌ত খাইবা ? বরঞ্চ কেরাহিয়াত করিবা। আর আল্লাতে তাকওয়া কর। বেশক আল্লা বারে-বারে মেহেরবান। ৪৯ : ১২

তৃতীয় অধ্যায়

ওয়াদা ও আমানত

১। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ, তোমরা আল্লা ও রসুলের খেয়ানত, আর তোমরার কাছে, রাখা আমানত খেয়ানত-করিও না যদি তোমরা জান।
৮ : ২৭

২। বেশক আল্লা তোমরারে আদেশ করেন যে আমানত তার মালিকরে ফেরত দাও। ৪ : ৫৮

৩। আর যারা তারার আমানত হেফাযত ও ওয়াদা পূরণ করে, তারাই সেই ওয়ারিস যারা জান্নাতুল ফেরদৌস ওয়ারিসি পাইবে। আর সেখানে চিরদিন থাকিবে। ২৩ : ৮, ১০, ১১

৪। আল্লাহ্ তোমরার ওয়াদার মধ্যে বাচালতার লাগি তোমরারে দায়ী করিবেন না। বরং দায়ী করিবেন তোমরার কলব কি করিয়াছে, তার লাগি। বেশক আল্লা ক্ষমা করনেওয়ালা ও সহ্য করনেওয়ালা।
২ : ২২৫

৫। আহলে-কিতাবরার অনেকেই এমন আছে যারার কাছে একদলা সোনা আমানত রাখিলেও তোমারে ফেরত দিবে। আর তারার মধ্যে এমনও আছে যার কাছে একটি দিনার আমানত রাখিলেও ফেরত দিবে না যদি না তুমি কড়া তাকিদ করিতে থাক। কারণ তারা বলিবে, 'উম্মি লোকের লাগি আমরার কোন পা-বন্দী নাই।' আর আল্লার উপর তারা জানিয়া-শুনিয়া মিছা কথা কয়। ৩ : ৭৫

৬। হাঁ, যে কেউ নিজের ওয়াদায় ওফাদারি করিলে ও তাকওয়া করিলে তবে আল্লাহ্ বেশক মুত্তাক্কীরারে ভালবাসেন। ৩ : ৭৬

৭। বেশক, যারা আল্লার ওয়াদা ও নিজেরার হলফ অল্প দামে বিক্রয় করে, আখেরাতে তারার কোন অংশ নাই। আর আল্লা কিয়ামতের দিন তারার সাথে কথা কইবেন না। তারার তরফ নযর দিবেন না। তারারে পাক-সাফ করিবেন না। তারার লাগি রহিয়াছে কঠিন আযাব। ৩ : ৭৭

৮। আর তোমরার হলফে ঠকামির কাজে লাগাইও না। তাতে মজবুত-কদমের একজনের পা পিছলাইতে পারে। এক জনকে আল্লার রাস্তা হইতে সরাইবার দায়ে তুমি বিপদ চাখিতে পার। আর তোমার উপরে আযাব। ১৬ : ৯৪

৯। তোমরার ওয়াদার মধ্যে যা-কিছু ফালতু, আল্লা তার লাগি তোমরারে দায়ী করিবেন না। লোকেন তোমরার ওয়াদার মধ্যে যা কিছু আকিদা

www.waytojannah.com

করিয়াছিলা, তার লাগি আল্লা তোমরারে দায়ী করিবেন। তার কাফফারা বাবত দশ জন মিসকিন খাওয়াও তোমরার পরিবারের গড়-পড়তা খানার মোতাবেক। অথবা তারারে কাপড় পরাও অথবা আযাদ কর গোলামকে। তবে যদি না পার, তবে তিন দিন রোযা রাখ। এটাই হইবে তোমার হলফ-করা ওয়াদার কাফফারা। আর তোমরার ওয়াদার হেফাযত কর। ৫ : ৯২

১০। আর হজে-আক্‌বরের দিনে ইনসানের কাছে আল্লা ও রসুলের তরফ থনে আযান এই যে বেশক মশরেকবার সাথে আল্লার ও রাসুলের কোন সম্পর্ক রহিল না। কিন্তু তোমরা যদি তওবা কর, তবে তা তোমরার লাগি খায়ের হইবে। আর যদি তোমরা মুখ ফিরাও তবে জানিয়া রাখ তোমরা আল্লারে দুর্বল করিতে পারিবা না। আর কাফেররার লাগি কঠিন আযাবের খবর দাও। ৯ : ৩

১১। তবে মুশরেকরার মধ্যে যারা তোমরার সাথে ওয়াদা করিয়াছে ও তার বাদে তোমরার সাথে চুক্তি রক্ষায় ত্রুটি করে নাই, তোমরার খেলাফে কেউরে মদদও দেয় নাই, তারার সাথে তোমরা চুক্তির মুদ্দত পুরণ কর। বেশক আল্লা মুত্তাকেকরারে ভালবাসেন। ৯ : ৪

১২। মুশরেকরার সাথে আল্লা ও রসুলের কি রূপে চুক্তি হইতে পারে তারারে ছাড়া যাবার সাথে পবিত্র মসজিদের কাছে আগেই তোমরার চুক্তি হইয়া গিয়াছে। যতদিন তারা তোমরার সাথে কায়েম থাকে, তোমরা তারার সাথে কায়েম থাক। বেশক আল্লা মুত্তাকেকরারে ভালবাসেন। ৯ : ৭

১৩। আর আল্লার সাথে ওয়াদার ওফাদারি কর ও চুক্তি করিবার পর উহা ভাংগিও না। বেশক তোমার আল্লাকে তোমার চুক্তির যামিন রাখিয়াছ। বেশক আল্লা জানেন তুমি কি কর। ১৬ : ৯২

www.waytojannah.com

চতুর্থ অধ্যায়

ন্যায় বিচার—ইনসাফ

১। কও : 'আমার রব আদেশ করিয়াছেন ইনসাফ।' ৭ : ২৯

২। যখন তুমি মানুষ ও মানুষের মধ্যে বিচার কর তখন আদেলের সাথে করিও। বেশক আল্লা তোমরারে সুন্দর শিক্ষা দেন। বেশক তিনি শুনলেওয়ালা ও দেখনেওয়ালা। ৪ : ৫৮

৩। আমরা তোমার উপর হক্কের সাথে কিতাব নাযিল করিয়াছি যাতে তুমি মানুষের মধ্যে সুবিচার করিতে পার, আল্লা যা শিখাইযাছেন সেই মত। আর তুমি নিমকহারাম খেয়ানতকারীরার সাথী হইও না। ৪ : ১০৫

৪। তোমরার নিজেরার মধ্যে একে অন্যের মাল-মাত্তা বাতেল কাজে খাইও না, আর পরের মালের অংশের কিছু অংশ নিজেরা খাইবার আশায় বিচারকরারে ঘুষ দিও না। ২ : ১৮৮

৫। বেশক আল্লা হুকুম করেন সুবিচার ও পরোপকার। আর খেশ-আকবরের উপর এহসান। আর মানা করেন ফাহেশা, অসৎ ও বাগাওতির কাজ। তোমরারে তিনি ওয়ায করেন যাতে তোমরা মনে রাখ। ১৬ : ৯০

৬। 'ওহে যারা ইমান আনিয়াছ, তোমরা ইনসাফের পক্ষে কায়েম হইয়া দাঁড়াও আল্লারে সাক্ষী রাখিয়া তোমরার নিজেরার তোমরার বাপ-মার ও খেশ-আকরাবের খেলাফে হইলেও। অথবা সে মালদার হউক আর ফকির হউক আল্লা তারার দুইজনেরই ওলি। গতিকেই তুমি লোভের তাবেদার হইও না। যদি তুমি দুদেলী হও, কিম্বা তাল-বাহানা কর, কিম্বা পাশ কাটাও তবে জানিয়া রাখ, তোমরা যা কর আল্লা তার খবর রাখেন। ৪ : ১৩৫

৭। আর তুমি পুরা মাপ ও ওজন দেও ইনসাফের সাথে। আমরা কোনও লোকেরে তাঁর সাধ্যের বেশি তকলিফ দেই না। তোমরা যখন কথা বলিবা তখন ইনসাফ করিবা তোমরার খেশ-আকরাবের খেলাফে গেলেও। আর আল্লার সাথে চুক্তি পালন কর। এই ভাবেই আল্লা তাঁর ওসিয়ত বয়ান করিয়া থাকেন যাতে তোমরা যিকির করিতে পার। ৬ : ১৫২

৮। নিশ্চয় আমরা আমরার রসুলরারে পাঠাইয়াছি বয়ান সমেত, আর নাযিল করিয়াছি তারার সাথে কিতাব ও মিযান যাতে মানুষ ইনসাফের সাথে চলে। ৫৭ : ২৫

৯। আর কিয়ামতের দিনে আমরা একটি ইনসাফের মিযান বসাইব যাতে কোনও লোকের উপর অবিচার না হয়। আর যদি এক সরিষা পরিমাণ ওজনেরও হয়, তাও আমরা তার সাথে আনিব। হিসাব-নিকাশের লাগি আমিই কাফি। ২১ : ৪৭

www.waytojannah.com

Contents

১০। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ, তোমরা আল্লার পক্ষে খাড়া হও ইনসাফের সাক্ষী রূপে। কোনও কওমের পরে তোমরার ঘিন্না যেন তারার উপর অবিচার করাইতে ও ইনসাফ না করাইতে না পারে। ইনসাফী হও। ইহাই তাকওয়ার কাছাকাছি। আল্লাই সবচেয়ে বেশী খবর রাখেন যা তোমরা আমল কর। ৫ : ৮

www.waytojannah.com

পঞ্চম অধ্যায়

যুদ্ধ ও শান্তি—কাতল ও সালামত

১। আর আল্লার রাস্তায় কাতল কর তারারে যারা তোমরারে কাতল করে, আর হদ ছাড়াইও না। কারণ আল্লা হদ্ ভাংগারারে ভালবাসেন না।

২ : ১৯০

২। আর যেখানে তারারে পাও সেখানেই তারারে কাতল কর। আর বাহির করিয়া দেও তারারে যেখান থনে তারা তোমরারে বাহির করিয়া দিয়াছে। কারণ ফেতনা কাতলের থনে খারাপ। আর পবিত্র মস্জিদের মধ্যে কাতল করিও না যতক্ষণ তারা আগে কাতল না করে। তবে তারা যদি আগে কাতল করে, তোমরাও কাতল কর। কাফেররার শাস্তি এটাই। ২ : ১৯১

৩। তবে তারা যদি থামে তোমরাও থাম। আল্লা মাফকরনেওয়ালা মেহেরবান। ২ : ১৯২

৪। আর কাতল কর যতদিন ফেতনা আর না থাকে, আর আল্লার দীন না হয়। তবে তারা যদি থামে তবে আদাওতি করিও না যালেমরার উপর ছাড়া। ২ : ১৯৩

৫। তোমরার লাগি কাতলের বিধান করা হইল, যদিও তোমরা এটা পছন্দ কর না। হইতে পারে তোমরা যা তা না-পছন্দ কর যা তোমরার লাগি ভাল, আর তোমরা যা পছন্দ কর তা তোমরার লাগি খারাপ। আর আল্লা জানে না, তোমরা জান না। ২ : ২১৬

৬। পাক মানে কাতল করার বিষয় তারা তোমারে সওয়াল করে। কওঃ সে মাসে কাতলকরা খুবই অন্যায়। কিন্তু আল্লার রাস্তায় ও পাক মস্জিদে যাইতে বাধাদেওয়া বা তার বাশেন্দারারে বাহির করিয়া দেওয়া আল্লার কাছে আরও বেশী অন্যায়। ফেত্না কাতলের থনে খারাপ। যতদিন তারা তোমরারে দীনথনে সরাইতে না পারিবে, ততদিন তারা তোমরারে কাতলকরা ছাড়িবে না। আর তোমরার মধ্যে যারা দীন ছাড়িবা তারা কাফের রূপে মরিবা। তবে দুনিয়া ও আখেরাতে তারার আমলে ফল হইবে না। তারা আগুনের সাথী হইবে। চির দিনের লাগি। ২ : ২১৭

৭। আর তোমরার কি হইল যে তোমরা কাতল করিবানা আল্লার রাস্তায় ? আর তারার লাগি যে সব নর ও নারী আর শিশু ও যইফ বলিতেছে : 'হে আমরার রব, আমরারে বাহির করিয়া নেও এই শহর থনে যার লোকেরা যালেম। আর তোমার তরফ থনে এমন লোক পয়দা কর যে

www.waytojannah.com

Contents

আমরার ওলি হইবে ও আর তোমার তরফ থনে এমন, লোক পয়দা কর যে আমরার সহায় হইবে। ৪ ঃ ৭৫

৮। সেই সব লোক যারার সাথে তোমরার চুক্তি আছে তারা যদি হরেক বার চুক্তি ভাংগে আর কিছুতেই তাকওয়া না করে, তবে তোমরা যখন লড়াইয়ে তারারে কাবুতে পাও, তখন তারারে পিছনের দল থনে ফারাক করিয়া ফেল, যাতে তারার মনে থাকে। ৮ ঃ ৫৬

৯। তবে তারারে ছাড়া যারা পানা চায় এমন কওমের কাছে যারার সাথে তোমরার চুক্তি আছে অথবা আসে তোমরার কাছে অন্তরে এই ইচ্ছা লইয়া যে তারা তোমরার বা তারার কওমের সাথে লড়িবে না। আর আল্লা যদি তারারে তোমরার উপরে তাকত দিতেন তবে তারা বেশক তোমরার খেলাফে লড়াই করিত। তবে তারা যদি তোমরার থনে সরিয়া যায় ও তোমরার সাথে লড়াই না করে ও তোমরার কাছে শান্তির প্রস্তাব পাঠায় তবে আল্লা তারার খেলাফে তোমরার লাগি কোনও পথ রাখেন নাই। ৪ ঃ ৯০

১০। তবে যদি তারা হলফ ভাংগে চুক্তির বাদে, আর তোমরার দীনের গিল্লা করে, তবে কুফরির নেতারার বিরুদ্ধে লড়াই কর। বেশক তারার হলফের কোনও দাম নাই যাতে তারা বিরত হইবে। ৯ ঃ ১২

১১। কি? তোমরা কি সে কওমের মোকাবেলা লড়াই করিবা না যারা তারার চুক্তি ভাংগে ও রসুলকে বাহির করিয়া দিতে চায়? তবে তারাই ত আগে তোমরার সাথে আদাওতি করিয়াছিল। তোমরা কি তারারে ডরাও? তোমরা যদি মোমিন হও তবে আল্লাই তোমার ডরের হকদার। ৯ ঃ ১৩

১২। যারা আল্লার রাস্তায় কাতল হইয়াছে তারারে মৃত হিসাব করিও না। না, বরং তারা যিন্দা। তারার রবের কাছে থনে তারা রেযেক পাই-তেছে। ৩ ঃ ১৬৯

১৩। আর তারা যদি শান্তির দিকে কাৎ হয়, তবে তোমরাও সেইমত কাৎ হও। আর আল্লার উপর তাওয়াক্কুল কর। বেশক তিনি শুননেওয়ালা ও জাননেওয়ালা। ৮ ঃ ৬১

www.waytojannah.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

যালেম ও মুযলিম

১। হে রব, যালেমের কওমে আমারে জায়গা দিও না। ২৩ : ৯৪

২। মন্দের মোকাবিলা কর সবার থনে ভাল দিয়া। তারা যা কয় তা আমরা জানি। ২৩ : ৯৬

৩। তারা বাদে যারা ইমান আনিয়াছে, নেক আমল করিয়াছে, আল্লার বহুৎ যিকির করিয়াছে ও মযলুম হইবার বাদে নিজেরে বাঁচাইবার লাগি লড়াই করিয়াছে। আর যারা যুলুম করিয়াছে তারা জলদি জানিতে পারিবে তারার বরাতে কি ইনকিলাব আছে। ২৬ : ২২৭

৪। আর যারা তারার উপর কঠিন যুলুম হইবার পর নিজেরারে বাঁচাইবার লাগি লড়াই করে। ৪২ : ৩৯

৫। আর বাজা হইবে যুলুমের মিছালে। তবে কেউ যদি মাফ ও সোলে করে, তবে সে তার পুরস্কার পাইবে আল্লার কাছে। বেশক তিনি যালেমরারে ভালবাসেন না। ৪২ : ৪০

৬। আর যে লোক নিজেরারে বাঁচাইবার লাগি লড়াই করে তার উপর যুলুম হইবার বাদে, এরাই তারা যারার খেলাফে কিছু করিবার উপায় নাই। ৪২ : ৪১

৭। করিবার উপায় আছে শুধু তারার খেলাফে যারা যুলুম করে মানুষের উপর। আর দুনিয়ায় নাহক বাগাওতি করে। এরাই তারা যারার উপর কঠিন আযাব হইবে। ৪২ : ৪২

৮। ফেতনারে ডরাও। তোমরার মধ্যে যারা যালেম, খাস করিয়া শুধু তারার উপরই যে ওটা নামিরা আসিবে তা না। জানিয়া রাখ, আল্লা আকবতে খুবই কঠিন। ৮ : ২৫

৯। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ, তোমরা যখন কোনও হামলাবাযের মোকাবিলা হইবে, তখন সাবুদ হইয়া দাঁড়াও। আর আল্লার বহুৎ বহুৎ যিকির কর যদি তুমি জিতিতে যাও। ৮ : ৪৫

১০। লড়াইর এযিন দেওয়া হইল তারারে যারারে হামলা করা হইয়াছে। কারণ তারার উপর যুলুম করা হইয়াছে। আর বেশক আল্লা তারারে মদদ দিবার শক্তি রাখেন। ২২ : ৩৯

১১। তারারে তারার বাড়ি থনে নাহক বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, শুধু এর লাগি যে তারা বলিয়াছিল : আল্লাই আমরার রব'। আল্লা যদি এক দলকে দিয়া অপর দলের দফা না করিতেন, তবে বহু খানকাহ, গির্জা, সেনাগগ ও মসজিদ যাতে আল্লার যিকির হয় খুব বেশি সে সবই ভাঙ্গিয়া

www.waytojannah.com

শেষ হইত। আর যারা আল্লাকে মদদ করে, আল্লাও তারারে মদদ করেন। বেশক তিনিই ক্ষমতাবান শক্তিশালী। ২২ : ৪০

১২। যারা মোমিন ও মোমিনারার উপর যুলুম করে আর তার দরুন তওবা করে না, তারার লাগি আছে জাহান্নামের শাস্তি ও আগুনে পোড়ার আযাব। ৮৫ : ১০

সপ্তম অধ্যায়

পাপ ও শাস্তি—গুনাহ ও সাজা

১। গতিকেই তোমরা মানুষরে ডরাইও না, আমারে ডরইও। আর যা নাযেল করিয়াছি তা সস্তা দামে বিকাইও না। আর তোমরা তারার বিচার করিও তাঁর মোতাবেক আল্লা যা নাযিল করিয়াছেন। ৫ ঃ ৪৫

২। যদি তোমরা দাদ লইতে চাও, তোমরারে যে পরিমাণ আঘাত করা হইয়াছে দাদ লও তার মিছালে। তবে তোমরা যদি সবুর কর, সেটাই হইবে উত্তম। বেশক আল্লা সবুরীরার সাথেই আছেন।
১৬ ঃ ১২৬

৩। আর কোনও মোমিনের উচিত না কোনও মোমিনকে খুন করা খাতা ছাড়া। যদি কোনও মোমিন খাতা ছাড়া কোনও মোমিনরে মারিয়া ফেলে, তবে সে একজন মোমিন বান্দীকে আযাদ করিবে, আর তার পরিবারকে মুসাল্লামা দিবে অবশ্যই যদি তারা সদ্‌কা না দেয়। কিন্তু সে যদি এমন কওমের লোক হয়, যারার সাথে তোমার আদাওতি আছে, তবে সে যদি মোমিন থাকিয়া থাকে, তবে একজন মোমিন বান্দী আযাদ করিলেই চলিবে। আর যদি সে এমন কওমের লোক হয় যারার সাথে চুক্তি আছে, মুসাল্লা দিতে হইবে তার পরিবারকে আর আযাদও করিতে হইবে একজন মোমিন বান্দীকে। তবে যদি কেউ বান্দী আযাদ করিতে না পারে, তবে আল্লার কাছে তওবা হিসাবে এক নাগাড়ে দুইমাস রোযা রাখিবে। বেশক আল্লাজ্ঞানী বিচারক। ৪ ঃ ৯২

৪। আল্লা যার নাহক কাতল হারাম করিয়াছেন, এমন লোকেরে কাতল করিও না। যদি এমন লোককে যুলুম করিয়া খুন করা হইয়া থাকে, তবে তার ওলিকে আমরা সুলতানি দিলাম। গতিকেই সে যেন কাতলের হদ ছাড়াইয়া না যায়। তারে ত মদদ দেওয়াই হইয়াছে।
১৭ ঃ ৩৩

৫। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া কোন মোমিনকে খুন করিবে তার সাজা জাহান্নাম। সেখানে সে চিরদিন থাকিবে ও তার উপর অল্লার গযব ও লানত পড়িবে। আর কঠিন আযাবের ব্যবস্থা হইবে। ৪ ঃ ৯৩

৬। আর আমরা তাতে তারার লাগি বিধান করিয়াছিলাম যে জানের বদল জান ও চোখের বদলা চোখ ও নাকের বদলা নাক ও কানের বদলা কান ও দাঁতের বদলা দাঁত আর যখমের বদলা সমান যখম। তবে যদি কেউ সদ্‌কা দেয়, তবে তার লাগি সেটা কাফ্‌ফারা হইবে। আর যারা বিচার করে না আল্লা যা নাযিল করিয়াছেন তার দ্বারা, তারা যালেম। ৫ ঃ ৪৫

Contents

৭। আর চোর ও চোরনী, তারা যা কামাই করিয়াছে তার সাজা রূপে তারার হাত কাটিয়া দাও আল্লার তরফ থনে নমুনা হিসাবে। আর আল্লা ক্ষমতাবান বিচারক। ৫ ঃ ৪১

৮। তবে যে ব্যক্তি তার যুলুমের বাদে তওবা করে, আর সোলেহ করে তবে বেশক আল্লা তার দিকে ফিরিয়া চাহিবেন। বেশক আল্লা মাফ করনেওয়ালা ও মেহেরবান। ৫ ঃ ৪২

৯। যিনাকারী আওরত ও যিনাকারী মরদের হরেককে একশ করিয়া বেত মার। তারার উপর রহম যেন তোমরারে আল্লার দীন তামিলে ঠেকাইতে না পারে যদি তোমরা আল্লার আখেরী দিনে ইমান রাখ। আর তার এই সাজায় একদল মোমিনরে সাক্ষী রাখ। ২৪ ঃ ২

১০। যিনাকার মরদ যিনাকার বা মুশরেক আওরত ছাড়া বিয়া করিবে না। আর যিনাকার আওরত যিনাকার ও মুশরেক মরদ ছাড়া বিয়া করিবে না। আর এটা মোমিনের লাগি হারাম। ২৪ ঃ ৩

১১। আর যারা সতী মোমিনার নামে তহমত দেয়, তার বাদে চার জন গাওয়াহ হাযির করিতে না পারে, তবে তারারে আশিটা বেত মার। আর ভবিষ্যতে তারার গাওয়াহি কবুল করিও না। এরাই তারা যারা ফাসেক। ২৪ ঃ ৪

১২। তবে তারা ছাড়া যারা তার বাদে তওবা করে ও সোলেহ করে। আল্লাহ বেশক মাফ করনেওয়ালা মেহেরবান। ২৪ ঃ ৫

১৩। যারা হেদায়েতের বদলে ভুল পথ ধরিয়াছে, আর মাফের বদলা সাজা খরিদ করিয়াছে, আগুন সইবার তারার ধৈর্য কত বেশী। ৪০ ঃ ৬৫

১৪। তারা কি আল্লার মক্করের ভয় রাখে না। যে কওমের লোকসান হইয়াছে তারা ছাড়া আর কেউ আল্লার মক্কর হইতে নিরাপদ না। ৭ ঃ ৯৯

১৫। নগরবাসীরা কি ভয় রাখে না যে আমার সাজা তারার উপর পড়িবে দিনের বেলা যখন তারা খেলায় মশ্‌গুল থাকিবে? ৭ ঃ ৯৮

১৬। নগরবাসীরা কি জানে না যে আমার সাজা তারার উপর পড়িবে রাতের বেলা তখন তারা ঘুমাইয়া থাকিবে? ৭ ঃ ৯৭

www.waytojannah.com

অষ্টম অধ্যায়

মাফ ও সবুর

১। মাফ এখতিয়ার কর, হক আদেশ কর, আর জাহেলরার থনে দূরে থাক। ৭ : ১৯৯

২। আমার বান্দারারে বলিয়া দেও বেশক আমি মাফ-করনেওয়ালা মেহেরবান। ২১৫ : ৪৯

৩। যারা নিজের রাগ দমন করে ও মানুষকে মাফ করিয়া দেয়, আল্লা সেই নেককারকে ভালবাসেন। ৩ : ১৩৫

৪। যারা ইমান আনিয়াছে ও নেক কাজ করিয়াছে, তারার লাগিই আছে মাফ ও মহান আখেরাত। ৫ : ১০

৫। 'তুমি যদি আমারে খুন করিতে হাত বাড়াও, তবে আমি তোমারে খুন করিবার লাগি হাত বাড়াইব না। আমি রাব্বুল আলামিন আল্লারে ডরাই।' ৫ : ৩১

৬। দরদী কথা বলা ও মাফ করা সদকার থনে ভাল যে সদকার বাদে ক্ষতি করা হয়। আর আল্লাই মালদার ও খুব সবুরী। ২ : ২৬৩

৭। যারা দান করে সুখের দিনেও দুখের দিনেও, যারা গোস্বা দমন করে আর মানুষকে মাফ করিয়া দেয়, আল্লা সেই নেককাররারে ভাল-বাসেন। ৩ : ১৪৩

৮। আর যারা কবিরা গুনা ও ফাহেশা কাজ পরহেয করে, আর গোস্বা হইলেও মাফ করিয়া দেয়। ৪২ : ৩৭

৯। আর যারা নিজেরারে বাঁচাইবার চেষ্টা করে যখন তারার উপর হামলা করা হয়, আর আঘাতের সমান আঘাত করে, তবে যদি মাফ করেও সোলে করে, তবে আল্লার কাছে তারার পুরস্কার রহিয়াছে। বেশক আল্লা যালেমরারে ভালবাসেন না। ৪২ : ৩৯-৪০

১০। আমরা তারার লাগি করিয়াছি জানের বদলা জান ও চোখের বদলা চোখ, নাকের বদলা নাক, কানের বদলা কান, দাঁতের বদলা দাঁত, আর যখমের বদলা যখম, তবে কেউ যদি তাতে সদকা দেয়, তবে তাতে তার নিজের কাফফারা হইয়া যাইবে। তবে যদি কেউ আল্লাহ যা নাযিল করিয়াছেন তা বুঝিতে না পারে তবে তারা যালেম। ৫ : ৪৮

১১। আর তুমি যদি তারারে পাল্টা আঘাত করিতে চাও, তবে তারা তোমাকে যততুকু আঘাত করিয়াছে ততটুকুই করিবা। তবে যদি তুমি সবুর দেখাও, তবে তাই হইবে সবুরীরার লাগি সব থনে ভাল। ১৬ : ১২৬

www.waytojannah.com

১২। হইতে পারে আল্লা তোমরার মধ্যে, আর যারা তোমরার সাথে আদাওত্তি করিতেছে তাদের মধ্যে, ভালবাসা সৃষ্টি করিবেন। আর আল্লা কাদির ও আল্লাহ্ গফুর ও রহিম। ৪০ : ৭

১৩। আর যারা ইমান আনিয়াছে তার রে কও, তারা যেন মাফ করে তারারে যারা আল্লার দীনকে ডরায় না, যাতে তিনি সকল কওমকে বদলা দেন তারা যা করিয়াছে সেই মত। ৪৫ : ১৪

১৪। বল, হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যারা নিজের উপর যুলুম করিয়াছ, তারা আল্লার রহমত থনে না-উম্মেদ হইও না। বেশক আল্লা সব গুনা মাফ করেন। বেশক তিনি দয়াল মাফকরনেওয়ালা। ৩৯ : ৫৩

১৫। আর যদি কেউ বদ আমল করে ও নিজের উপর যুলুম করে, তার বাদে আল্লার কাছে মাফ চায়, সে আল্লাকে মাফকরনেওয়ালা দয়াল দেখিতে পাইবে। ৪ : ১১০

১৬। আল্লা চান তোমরার মাফকরনেওয়ালা হইতে। আর যারা শাহ্ওয়াতের তাবেদার, তারা চায় তোমরা গুমরাহ্ হও। ৪ : ২৭

১৭। আল্লাহ্ তোমরার বোঝা হালকা করিতে চান, তোমরারে পয়দাই করিয়াছে দুর্বল করিয়া।

১৮। যদি দুইজন লোক একই অপরাধ করে, তবে দুইজনকে একই সাজা দেও। তবে তারা যদি তওবা করে আর শোধরাইতে চায়, তবে তারারে রেহাই দেও। আল্লাহ্ মাফকরনেওয়ালা মেহেরবান। ৭ : ৪৭

নবম অধ্যায়

তেজারতি

১। ওজন করিবার সময় ঠিক পরিমাণ দেও। আর সোজা পাল্লায় ওজন কর। পরিণামে এটাই ভাল ও লাভজনক। ১৭ : ৩৫

২। হে আমার কওম, মাপে ও ওজনে ঠিকমত ওফাদারি কর। আর যার-তার পাওনা হইতে মহরুম করিও না। আর দুনিয়ায় ফসাদ বাধাইও না। কোনও বদ কাজ করিও না। ১১ : ৮৫

৩। ওজন-চোরার বরাতে দুঃখ আছে। ৮৩ : ১

৪। যারা পরের কাছ থনে নিবার সময় পুরা ওজন আদায় করে, ৮৩ : ২

৫। আর পরকে দিবার বেলা বা ওজন করিবার বেলা কম দেয়। ৮৩ : ৩

৬। আর তুমি পুরা পরিমাণ ও ঠিকমত ওজন দেও ইনসাফের সাথে। ৬ : ১৫৩

৭। যারা সুদ খায় তারা দাঁড়াইবে না তার লাকান ছাড়া যে শয়তানের ছোঁয়ায় পাগল হইয়াছে। এট এই কারণে যে তারা কয়, তেজারতি ও সুদ খাওয়া একই। অথচ আল্লা তেজারতি হালাল করিয়াছেন ও সুদ খাওয়া হারাম করিয়াছেন। তবে যে ব্যক্তি তার রবের কাছ থনে ওয়ায পাইবার বাদে ওর থনে পরহেয করিবে তারে আগের লাগি মাফ করা হইবে। আর তারার বিষয় আল্লার হাতে। তবে যারা আবার করিবে, তারা আগুনের সাথী হইবে। সেখানে থাকিবে তারা চিরকাল। ২ : ২৭৫

৮। আল্লা সুদকে নাহক করিয়াছেন। আর সদ্‌কায় মরতবা দিয়াছেন। আর আল্লা ভালবাসেন না কুল্লে বেইমান পাপীরারে। ২ : ২৭৬

৯। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ, আল্লারে ডরাও। আর সত্যই যদি মোমিন হইয়া থাক, তবে সুদের মধ্যে যা বাকী আছে, ছাড়িয়া দেও। ২ : ২৭৮

১০। যদি তুমি তা না কর, তবে তুমি আল্লা ও রসুলের লড়াইর হুশিয়ারি লও। তবে তুমি যদি তওবা কর, তোমার আসল টাকা পাইবা। তুমি কারেও যুলুম করিও না। কেউ তোমারে যুলুম করিবে না। ২ : ২৭৯

১১। যদি খাতক অসুবিধায় পড়ে, তবে তুমি তারে সময় দেও যতদিন না সে সহজে দেনা শোধ করিতে পারে। তবে তুমি যদি সদ্‌কা দিয়া দেও, তবে তোমার লাগি তা খায়ের যদি তুমি জ্ঞানী হও। ২ : ২৮০

১২। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ, যদি তোমরা একে অপরের সাথে মেয়াদী চুক্তি কর, তবে তা লিখিয়া লও। একজন কাতেব বা লেখক। কাতেব

www.waytojannah.com

লিখিত ইন্‌কার করিবে না। কারণ আল্লা তারে এলেম দিয়াছেন। গতিকেই সে লিখিবে। যে দায়িকতার কথা মত লিখিবে। তবে তার রবকে যেন ডরায়। আর যা হক দেনা, তার থনে যেন না কমায়। যদি দেনদার অবুঝ অথবা যইফ হয়, অথবা নিজে বলিতে না পারে, তবে তার ওলি তার তরফে ঠিক-ঠিক বলিয়া দিবে। আর দুইজন গাওয়া থাকিবে নিজেরার লোকের মধ্যে থনে। যদি দুইজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তবে একজন পুরুষ দুইজন মেয়ে লোককে সাক্ষী কর যাতে একজন যদি ভুলিয়া যায় তবে অপরে মনে করাইয়া দিবে। গাওয়ারার সাক্ষী দিতে ইনকার করা উচিত না। ভবিষ্যতের লাগি লিখিয়া রাখিতে হেলা করিও না ছোটই হউক আর বড়ই হউক। আল্লার কাছে এটাই ইনসাফ। সাক্ষী হিসাবে এটাই বেহেতের আর তোমরার সুবা-সন্দেহ এড়াইবার লাগি এটাই সুবিধা। তবে যদি তেজারতি এমন হাযিরী হয় যে তখম-তখনই তোমরা চুকাইয়া ফেল, তবে না লিখিলেও গোনা হইবে না। আর সাক্ষী রাখ যখনই তোমরা কারবার কর। আর কাতেব ও গাওয়ার ক্ষতি করিও না। যদি কর তবে সেটা হইবে তোমরার বদমায়েশি। গতিকেই আল্লারে ডরাও। তিনি তোমরারে এলেম দেন। আর আল্লা সব বিষয়ে জ্ঞানী। ২ ঃ ২৮২

১৩। যদি তোমরা সফরে থাক, আর কাতেব না পাও, তবে দখলী রেহান। আর কেউ যদি কারও কাছে আমানত রাখে, তবে আমানতদার তা আদায় করিবে। আর আল্লারে ডরাইবে যিনি তার রব। আর সাক্ষী গোপন করিও না। যে তা গোপন করিবে তার কলবে গুনা আছে। আর আল্লা জানেন তোমরা যা আমল কর। ২ ঃ ২৮৩

১৪। যারা সুদের লাগ্নিতে পরের মালে নিজের মালমাত্তা বাড়াইবার চেষ্টা করে, তারা আল্লার কাছে ইযাফা পায় না। আর যারা যাকাতে লগ্নি করে, তারারই ইযাফা হয়। ৩০ ঃ ৩৯

দশম অধ্যায়

দান-খয়রাত

১। যারা নিজেরার মাল আল্লার রাস্তায় দান করে, তারার মিছাল একটা বিচি যার থনে সাতটা বিচি হয়, আর সেই সাতটা বিচির হরেকটা থনে একশ দানা হয়। ২ : ২৬১

২। যারা নিজের মাল দান করে আল্লার রাস্তায়, আর সে দানের বড়াইও করে না, আর তারারে কষ্টও দেয় না, তারার আজুরা আল্লার কাছে ও তারার কোন খওফ নাই, তারার দুঃখ নাই। ২ : ২৬২

৩। মিঠা কথা বলা ও মাফ করা সদকা দানের বাদে মনে কষ্ট দেওয়ার থনে ভাল। ২ : ২৬৩

৪। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ, তারা নিজেরার সদকা বাতিল করিও না বড়াই করিয়া ও কষ্ট দিয়া, সেই ব্যক্তির লাকান যে লোক-দেখানো দান করিয়া থাকে এবং আল্লাহ ও আখেরাতে ইমান আনে নাই। তার মিছাল একটা শক্ত পাথর যার উপর মাটির পাতলা পরত পড়িয়াছে যা ভারি মেঘের পানিতে সাফ হইয়া যায়। আর আগের মতই শক্ত থাকে এরার কাজ থনে তারা কোনও মুনাফা পাইবে না। আল্লাহ কাফের কওমকে হেদায়েত করেন না। ২ : ২৬৪

৫। যারা নিজেরার মাল-মাত্তা আল্লার মর্যি-মোতাবেক ও নিজেরার নফ-ছকে ছাবেত করার উদ্দেশে দান করে, তারার মিছাল উচা জায়গার একটি বাগিচা যাতে ভারি মেঘ পড়ে ও দুগুণা ফসল হয়। আর যদি মেঘ নাও পড়ে তবে উষের পানিই যথেষ্ট। তোমরা যা কর আল্লা সবই দেখেন। ২ : ২৬৫

৬। ওহে যারা ইমান আনিয়াছ, তারা দান কর তোমরা ভাল যা রোযগার করিয়াছ তার থনে, আর আমরা যা মাটির থনে বাহির করিয়া দিয়াছি তোমরার লাগি তার থনে। আর তার থনে খবিস বস্তু দান করার ইচ্ছা করিও না যে চিজ চোখ বন্ধ করিয়া না নিলে তোমরা নিজেরাও নিবা না। আর জানিয়া রাখ আল্লাহ মালদার ও তারিফের লায়েক। ২ : ২৬৭

৭। যদি তোমরা যাহেরী ভাবে সদকা কর, তবে তা তোমার লাগি নিয়া-মত। আর যদি খুফিয়া ভাবে দান কর আর সে দান যদি ফকির-মিস-কিনরে দেও, তা আরও ভাল। তাতে তোমরার কিছু গুনা মাফ হইবে। ২ : ২৭১

৮। যারা তারার মাল-মাত্তা দান করে দিনে বা রাতে, যাহেরে বা বাতেনে,

তারা আজুরা পাইবে তারার রবের কাছে। তারার কোনও ভয় নাই, দুঃখও নাই। ২ : ২৭৪

৯। যারা সুদিন ও কুদিনেরও দান করে, আর রাগ সামলায় ও অপরকে মাফ করে, আল্লাহ্ সেই নেককাররারে ভালবাসেন। ৩ : ১৯৪

১০। সদকায় শুধু ফকির-মিসকিনরার হক। আর তারার লাগি আমলা-রার। আর যারার কলবে উলফত পয়দা করা হইয়াছে ; আর গোলাম আযাদ করিবার লাগি ; দেনাদাররারে দেনা থনে রেহাই করিবার কাজে মুসাফিররার লাগি ; ও যারা আল্লার রাস্তায় জেহাদ করে। এ সবই আল্লার ফরয আল্লাহ্ আলিম ও হাকিম। ৯ : ৬০

১১। বেশক সদকা দেনেওয়ালা পুরুষ ও সদকা দেনেওয়ালী নারী দানের আজুরা দ্বিগুণ পাইবে। ৫৭ : ১৮

১২। যারা মিসকিনরারে খাওয়াইতে উৎসাহ দিবে না, তারা এই দিনে কোন দুস্ত পাইবে না। ঘারের পুয ছাড়া খোরাকিও পাইবে না। ৬৯ : ৩৪-৩৬

১৩। যারা গোলাম আযাদিতে খরচ করিবে, ক্ষিধার সময় খানা খাওয়াইবে, আর খাওয়াইবে খেশী এতিমরারে, আর ধুলায়-শোওয়া মিসকিনরে, তারাই ইমানদার ও কপালিয়া। ৯০ : ১৩-১৮

১৪। অতএব সেই সব মুসল্লির বরাতে দুঃখ আছে যারা লোক-দেখানো নমায পড়ে কিন্তু হামায়ার ছোট-ছোট উপকার করে না। ১০৭ : ৫-৭

একাদশ অধ্যায়

পাঁচ মিশালী নসিহত

১। হরেক গিবতকার ও চোগলখোরের বরাতে দুঃখ আছে। ১০৪ : ১

২। যারা মোমিনরার মাঝে ফাহেশা কথা ছড়াইতে ভালবাসে, তারার লাগি এই দুনিয়ার ও আখেরাতে কঠিন আযাব আছে। আল্লা জানেন তারা জানে না। ২৪ : ১৯

৩। আর যারা মিছা সাক্ষী দেয় না, আর যদি বেহুদা তামাশার সামনে পড়ে, তবে ইয্যতের সাথে তা পাশ কাটাইয়া যায়। ২৫ : ৭২

৪। আর তোমার উপর থনে কি আমি বোঝা সরাই নাই যে বোঝায় তোমার পিঠ টাটাইতেছিল ? ৯ : ৩-৪

৫। বেশক সব মুশকিলেই আসান আছে। ৯৪ : ৬

৬। অভাবের ডরে নিজের আওলাদরে মারিয়া ফেলিও না। আমিই তারারে রেযেক দেই, আর তোমরারেও। বেশক তারারে খুন করা কবিরা গুনা। ১৭ : ৩১

৭। যে নিজের নফস পাক করিয়াছে, সেই তরক্কি হাসিল করিয়াছে।
৯১ : ৮

৮। বেশক আল্লার কাছে সবার থনে অধম জীব তারাই যারা কাফের হইয়াছে, আর মোমিন হয় নাই। ৮ : ৫৫

৯। যে বিষয়ে তোমার এলেম নাই, সে কাজ করিও না। বেশক শোনা, দেখা ও ভাবা সব ব্যাপারেই সওয়াল করা হইবে। ১৭ : ৩৬

১০। মাটিতে চলাফিরা করে এমন কোনও জীব নাই, আর নিজ ডানার উপর উড়ে এমন কোন পাখী নাই. যারা তোমরার মিছালের উম্মত না।
৬ : ৩৮

১১। তিনি তোমরার লাগি পোষা জানওয়ার পয়দা করিয়াছেন যারার থনে তোমরা গরম পোশাক পাও, আরও অনেক মুনাফা। তোমরা তারারে খাও। ১৬ : ৫

১২। তারারে যখন তোমরা ফিরাইয়া আন, অথবা আবার ফেরত পাঠাও, তখন তারা তোমরার কাছে কত সুন্দর। ১৬ : ৬

১৩। আর তারা তোমরার ভারি বোঝা বয় জায়গায়-জায়গায় যা তোমরা নিজেরার নফসের উপর কষ্ট না দিয়া বহিতে পারিতা না। বেশক তোমরার রব তোমরার উপর বহুৎ মেহেরবান। ১৬ : ৭

১৪। আর ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাগুলি, যে সবে তোমরা চড়িতে পার, আর তোমরার শোভা হিসাবে। আর তিনি আরও যেসব পয়দা করিয়াছেন তা তোমরা জান না। ১৬ : ৮

১৫। পোষা জানওয়ারের মধ্যে কতক বোঝা টানে, আর কতক ছোট কদের। আল্লা যা তোমরার খোরাকি করিয়াছেন তা খাও। আর শয়তানের তাবেদার হইও না। ৬ ঃ ১৪২

১৬। এরা আট জোড়া। ভেড়া এক জোড়া, আর ছাগল এক জোড়া। কও : তিনি কি মাদা জোড়া, কি মাদি জোড়া হারাম করিয়াছেন ? না, মাদি জোড়ার পেটে যা আছে তা ? তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমার কাছে এলেম বয়ান কর। ৬ ঃ ১৪৩

১৭। আর উট থনে দুইটা ও গরু থনে দুইটা। বল : 'মাদা দুইটাই, না মাদি দুইটাই তিনি হারাম করিয়াছেন ? না, মাদি দুইটার পেটে যা আছে তা ? আল্লা যখন এসব হারাম করিয়াছেন, তখন কি তোমরা সাক্ষী আছিলা ? লোকেরে গোমরাহ করিবার লাগি যারা আল্লার নামে মিছা কথা কয়, তারা বড় যালেম। ৬ ঃ ১৪৪

১৮। কও ঃ 'আইস, তোমরার রব তোমরার লাগি যা হারাম করিয়াছেন তা তেলাওয়াত করিয়া শুনাই। তা এই : তোমরা কোনও কিছুরে তাঁর শরিক করিও না। আর মা-বাপের উপর এহসান কর। আর অভাবের দরুন নিজের আওলাদ কাতল করিও না। আমিই তোমরার ও তারার রেযেক দিয়া থাকি। আর যাহেরেই হউক আর বাতেনেই হউক, কাহেশার ধারে যাইও না। আর আল্লা যে সব জানওয়ারের কাতল হারাম করিয়াছেন, তা কাতল করিও না হক্কের লাগি ছাড়া। তিনি এই সব ওসিয়ত করিলেন যাতে তোমরার আক্কেল হয়। ৬ ঃ ১৫১

১৯। কুকথা জারি করা আল্লাহ ভালবাসেন না। তবে যার উপর যুলুম হইয়াছে, তার কথা আলাদা। কারণ বেশক আল্লা সব শুনেন ও সব জানেন। ৪ ঃ ১৪৮

২০। বেশক পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীরার অনেকেই বাতিল ভাবে লোকেরার মাল-মাত্তা খাইয়া থাকে, আর তারারে আল্লার পথ থনে গুমরাহ করিয়া থাকে। ৯ ঃ ৩৪

—০—

www.waytojannah.com